মাসিক

আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হয় এবং মানুষের নিকটে তা পেশ করে, তাঁর অভাব দূর করা হয় না। আর যে ব্যক্তি তা আল্লাহ্র নিকট প্রকাশ করে, আল্লাহ তাকে দ্রুত অথবা বিলম্বে জীবিকা প্রদান করেন *(তিরমিযী হা/২৩২৬)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web : www.at-tahreek.com
২৫তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা
মে ২০২২

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة و أدبيـــة

جلد : ٢٥، عدد : ٨، رمضان وشوال ١٤٤٣هـ/ مايو ٢٠٢٢م

رئيس مجلس الإدارة : **الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب**

تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

পরিচিতি : বড় খান মসজিদ, বাখছিসারা, ক্রিমিয়া, ইউক্রেন। ১৫৩২ সালে ওছমানীয় শাসনামলে এটি নির্মিত হয়।

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-

٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-

٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهريـــة ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**

Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.

Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.

Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Rajshahi, Bangladesh.

Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK Nawdapara (Aam Chattar, Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154,
Circulation Department : 01558-340390, E-mail: tahreek@ymail.com

Monthly AT-TAHREEK has been running since September 1997 from Rajshahi, Bangladesh. It is a reputed Islamic research Journal of Bangladesh, preaches true features of Islam based on the way pious predecessors (Salaf Saleheen). This journal is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, directed to establish a pure Islamic society in Bangladesh based upon the pure Tawheed and Sunnah.

আম বাগান

খুচরা ও পাইকারি আম বিক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

এখান থেকে বিশ্বস্ততার সাথে রাজশাহী চাঁপাই নবাবগঞ্জের বাছাইকৃত আম সরবরাহ করা হয়।

যোগাযোগ : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা) সংলগ্ন, আম চত্বর, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৬৭-৫৮৫৮০০, ০১৫১৫-০৫০৯৩৭, ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮

www.ammbagan.com @ammbagan1

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة و أدبيـــة

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৫তম বর্ষ **৮ম সংখ্যা**

রামাযান-শাওয়াল	১৪৪৩ হি.
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	১৪২৯ বাং
মে	২০২২ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(আছর থেকে মাগরিব)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - সুন্নাত আঁকড়ে ধরার ফযীলত *(২য় কিস্তি)* ০৩
    -অনুবাদ : মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান
  - শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য শিখন ফলাফলের গুরুত্ব ০৭
    -প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া
  - নববী চিকিৎসা পদ্ধতি *(শেষ কিস্তি)* ১২
    -ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী
  - তালাক সংঘটিত হওয়ার কারণ ও প্রতিকারের উপায় ১৬
    (ফেব্রুয়ারী'২২ সংখ্যার পর) -মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম
  - দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকার *(৫ম কিস্তি)* ২০
    -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
- **মনীষী চরিত :**
  - যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) *(৮ম কিস্তি)* ২৮
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
- **সাময়িক প্রসঙ্গ :**
  - শূকরের চর্বিজাত খাবার ও প্রসাধনী নিয়ে সতর্কতা ৩৫
    -ড. আ ফ ম খালিদ হাসান
- **অমর বাণী :** *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৭
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :**
  - পুত্রের প্রতি পিতার উপদেশ *-আল-আমীন খান* ৩৮
- **চিকিৎসা জগৎ :**
  - প্রস্রাবে ইনফেকশনের প্রাথমিক লক্ষণ ও ঘরোয়া প্রতিকার ৪০
- **কবিতা :** ৪১
  - রামাযানের ডাক
  - স্বাধীনতা কই?
  - মুমিনের জীবন যাপন
  - আহলেহাদীছ যুবক দল
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪২
- **মুসলিম জাহান** ৪২
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৫
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

www.at-tahreek.com

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী | সম্পাদকীয় | ২৫তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা মে ২০২২

রামাযান ও বর্ষবরণ

আল্লাহ বলেন, 'রামাযান হ'ল সেই মাস, যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে। যা মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক ও সুপথের স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড পবিত্র কুরআন আমাদের সামনে রয়েছে। সেই সাথে রয়েছে তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সুন্নাহ। যিনি ছিলেন 'মানুষের মধ্যে পার্থক্যকারী মানদণ্ড' *(বুঃ মিশকাত হা/১৪৪)*। তিনি বলেন আল্লাহ বলেছেন, আদম সন্তান যামানাকে গালি দেয়। অথচ আমি যামানার সৃষ্টিকর্তা। আমার হাতেই সকল ক্ষমতা। আমিই রাত্রি ও দিনের বিবর্তন ঘটাই' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২২)*। নবীর শিক্ষায় দিন-রাত, মাস-বছর সবই আল্লাহ্র সৃষ্টি। সকল মাস ও সময় স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে দীপ্যমান। সেখানে কোন মাস ও বর্ষকে বরণ ও বর্জনের সুযোগ নেই। প্রতিটি সূর্যোদয় নতুন দিনের বারতা নিয়ে আসে। ঘুমজাগা মানুষ আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে নতুনের আশায় বুক বেঁধে নতুন দিনের সূচনা করে। সেখানে ঘটা করে বর্ষবরণের স্থান কোথায়? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, এসো হে বৈশাখ... মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জ্বরা, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা'। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর পূর্ববঙ্গের হাড্ডিসার ৯০ শতাংশ মুসলিম কৃষক প্রজা বোশেখের রুদ্র তমাটে আকাশের নীচে কাঠফাটা রোদে পুড়ে খাক হয়ে জমিদারের খাজনা পরিশোধ করে। কিন্তু তাতে পদ্মা নদীর পাড়ে মন মাতানো বায়ু হিল্লোলে আরাম কেদারায় বসা কুষ্টিয়ার শিলাইদহ কুঠির জমিদারের কি যায়-আসে? বৈশাখের প্রতি আহ্বান খাজনা পাওয়ার আশায়। কিন্তু রামাযানের প্রতি আহ্বান নেই কেন? যা মুসলিমদের ঘরে ঘরে পরকালীন মুক্তির বারতা নিয়ে আসে। শোষণে জর্জরিত মুসলিম প্রজা সাধারণ, যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়, যাদের সাহারী-ইফতারের সংস্থান নেই, তাদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে কেন তিনি বললেন না, এসো হে রামাযান! এমনকি বৈশাখে যারা ঘাম ঝরিয়ে খাজনা পরিশোধ করে, তাদের প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়ে তিনি নিজে কি কখনো অগ্নিস্নানে শুচি হয়েছেন? অথচ কে না জানে যে, বৈশাখের কোন ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা আছে জমিদারের ও তার লাঠিয়াল বাহিনীর। নিজেকে আড়াল করে বৈশাখকে সামনে এনে এই কবিতা ইংরেজদের পদলেহী জমিদারদের নিত্যদিনের শোষণ ও যুলুমের প্রতিচ্ছবি নয় কি?

বস্তুতঃ পহেলা বৈশাখ হিন্দু বা মুসলিম কোন বাঙালীরই নববর্ষ নয়। এমনকি এটি এদেশের সংস্কৃতিরও অঙ্গ নয়। কেননা মানুষের ভিতরকার অনুশীলিত কৃষ্টির বাহ্যিক পরিশীলিত রূপকে বলা হয় 'সংস্কৃতি'। যা মানুষের সার্বিক জীবনাচারকে শামিল করে। অথচ এদেশের কোন হিন্দু বা মুসলিমের জীবনাচারে পহেলা বৈশাখের আলাদা কোন গুরুত্ব ছিল না সম্রাট আকবরের আমলে ৫ই নভেম্বর ১৫৫৬ থেকে ফসলী সন চালুর পর থেকে খাজনা দেওয়া ও হালখাতা ছাড়া।

মূলতঃ 'ছায়ানট' নামক সংগঠনটি ঢাকার রমনা বটমূলে বরং অশ্বত্থমূলে ১৯৬৭ সালে প্রথম পহেলা বৈশাখ উদযাপন করে। যা কেবল গান-বাজনার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরে ১৯৮৬ সালে 'চারুপীঠ' নামের একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যশোরে প্রথম পহেলা বৈশাখে 'আনন্দ শোভাযাত্রা' করে। পরের বছর ঢাবির চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে পহেলা বৈশাখে বর্ণাঢ্য আনন্দ মিছিল বের করা হয়। তখন নাম ছিল 'নববর্ষের আনন্দ শোভাযাত্রা'। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ১৯৮৯ সালে 'নববর্ষের আনন্দ শোভাযাত্রা' নাম পাল্টিয়ে 'নববর্ষের মঙ্গল শোভাযাত্রা' নাম প্রবর্তন করা হয়। ১৯৯৩ সালে 'বাংলা ১৪০০ সাল উদযাপন কমিটি' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের সামনে থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে শোভাযাত্রা বের করে। শোভাযাত্রার আকর্ষণ ছিল বাঘ, হাতি, ময়ূর, হুতোম পেঁচা, ঘোড়া ও বিভিন্ন ধরনের মুখোশ। সেই সঙ্গে নাচ-গান, মুখে কালি মেখে হনুমান সাজা, ঢোল বাজানো, রং ছিটানো, বাসন্তী শাড়ী পরে পরপুরুষের সামনে নারীদের অঙ্গ ঢলানো, সাপ ও কুমিরের বৃহদায়তন মূর্তি ও মুখোশ বহন ইত্যাদি। এর সাথে শুরু হ'ল ইলিশ-পান্তা খাওয়া। যা কোন বিনোদন নয় বা সংস্কৃতি নয়। বরং স্রেফ প্রবৃত্তি পরায়ণতা। যার মধ্যে মানুষের সুকুমার বৃত্তির কোন প্রকাশ নেই। অথচ ইসলামী সংস্কৃতিতে সর্বদা মানুষের সুকুমার বৃত্তির প্রকাশ ঘটে।

জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউনেস্কো বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আবেদনক্রমে ২০১৬ সালের ৩০শে নভেম্বর বাংলাদেশের 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দেয়। প্রশ্ন হ'ল অগণিত শিল্প-সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্যের এই দেশে মাত্র কয়েক বছর পূর্বের এই 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' কেমন করে বিশ্বের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হয়ে গেল? পহেলা বৈশাখে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' কিভাবে বাঙালির ঐতিহ্য হ'ল? অথচ ব্রিটিশপূর্ব যুগেও 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'র কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশের কথিত সংস্কৃতিসেবীদের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তির 'সংস্কৃতির মোড় ফেরা ও সংস্কৃতির বদলে যাওয়া' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে বাঙালা ভাষার অভিধান (কলিকাতা ১৯৮৮) এবং অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারীর দু'টি সংজ্ঞার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রথম সংজ্ঞাটির প্রেক্ষিত এই উপমহাদেশ। বিশেষ করে বাঙালী সমাজ। যেখানে হৃদয় ও আত্মা কথা দু'টি আছে। দ্বিতীয় সংজ্ঞাটির প্রেক্ষিত পশ্চিমা সমাজ। যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতিকে সভ্যতার একটি অংশ হিসাবে দেখানো হয়েছে। অতঃপর তিনি দেশীয় ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির রূপান্তরের দীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরেছেন এবং শেষে গিয়ে বলেছেন, সংস্কৃতি যেসব মূল্যবোধ এক সময় শিখাতো সেগুলো এখন ক্রমশঃ বিলীয়মান। গত ৬০/৭০ বছর আগে বাঙালী মুসলমান যে সংস্কৃতির চর্চা করত, তা এখন পরিত্যক্ত। আগামী ৩০/৪০ বছর পর ভিন দেশের কেউ এদেশে এলে তিনি যে সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হবেন তার চিত্রটা কি হবে কে জানে?' আরেকজন অতি প্রসিদ্ধ সংস্কৃতি সংগঠক 'সংস্কৃতি চর্চা থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে' শিরোনামে লিখেছেন, ১৯৫০-৬০-এর দশকে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জাগরণের নেপথ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা, পরমতসহিষ্ণুতা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার বড় ভূমিকা ছিল। তারই পরম্পরায় রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে অর্জিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বপ্ন ছিল ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালী জাতীয়তাবাদের। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি ছিল ৭২-এর সংবিধান। অথচ সেখানে ফেরার কথা কোন সরকারই মুখে আনেনা'।

প্রশ্ন হ'ল, অসাম্প্রদায়িক চেতনা বলতে তিনি কি বুঝাতে চান? যদি এর দ্বারা তিনি অনৈসলামিক চেতনা বুঝাতে চান, তবে সেটি হবে তার অবাস্তব দাবী। অতঃপর ৭২-এর সংবিধান কারা রচনা করেছিল? সেখানে লিখিত চারটি মূলনীতি কি ভারতের চাপিয়ে

[বাকী অংশ ৬ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

সুন্নাত আঁকড়ে ধরার ফযীলত

*মূল : ড. আব্দুল্লাহ বিন ঈদ আল-জারবূঈ**

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান***

(২য় কিস্তি)

দুই : কোন আমলকে সৎ আমল বলা যায় না এবং তা কবুলও হয় না, তাতে আল্লাহ্র জন্য ইখলাছ এবং রাসূলের সুন্নাতের পূর্ব অনুসরণ ব্যতীত :

আল্লাহ্র কিতাবে দৃষ্টিনিবদ্ধকারী ব্যক্তি এমন অনেক আয়াত পাবেন যেখানে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, কবুলযোগ্য আমল হ'ল যা সৎ আমল। আর সৎ আমল হ'ল, যা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি মোতাবেক হয় এবং সেটি তাঁর নবী (ছাঃ)-এর অনুসরণে করা হয়। এমর্মে আল্লাহ্র বাণী, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، 'পুরুষ হৌক নারী হৌক মুমিন অবস্থায় যে ব্যক্তি সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমরা অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম অপেক্ষা অধিক উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করব' *(নাহল ১৬/৯৭)*।

হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, এটা ঐ ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পুরস্কার, যে সৎ আমল করে। তা হ'ল এমন আমল, যা আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও তাঁর নবীর অনুসরণে করা হয়, তা পুরুষ অথবা নারী যেকোন আদম সন্তান করুক না কেন। আর তার অন্তর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী। সেই আমলটি করতে বলা হয়েছে, যা আল্লাহ্র নিকট শরী'আত হিসাবে স্বীকৃত। (তার পুরস্কার হ'ল) আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াতে পবিত্র উত্তম জীবন দান করবেন এবং আখেরাতে তাকে তার আমলের উত্তম পুরস্কার দান করবেন। আর উত্তম জীবন বলতে বুঝায়, সকল দিক দিয়ে এক প্রশান্তিময় জীবন লাভ করা।[১]

আল্লাহ তা'আলা আরোও বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে (আমরা তাদের পুরস্কৃত করি)। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, আমরা তার পুরস্কার বিনষ্ট করি না' *(কাহফ ১৮/৩০)*।

শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সা'দী (রহঃ) বলেন, 'আমল সুন্দর করার অর্থ হচ্ছে- বান্দা তার সেই আমলের মাধ্যমে স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে এবং শরী'আত মেনে সে কাজটি করে। এমন আমলকে আল্লাহ তা'আলা নষ্ট করেন না। এমনকি এর কোন অংশকেও না। বরং তা আমলকারীর জন্য সংরক্ষণ করেন। অতঃপর তাদেরকে তাদের আমল, এর ফযীলত ও সৌন্দর্য অনুযায়ী পূর্ণ প্রতিদান দান করেন।[২]

তিনি আরো বলেন, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، 'অতএব যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' *(কাহফ ১৮/১১০)*।

তিনি আরো বলেন, فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، 'অতএব যে ব্যক্তি মুমিন অবস্থায় কোন সৎকর্ম করে, তার কোন সৎকর্মই অস্বীকৃত হবে না। আর আমরা তা লিপিবদ্ধ করে থাকি' *(আম্বিয়া ২১/৯৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، 'তাঁর দিকেই ঊর্ধ্বারোহন করে পবিত্র বাক্য সমূহ। আর সৎকর্ম তাকে উচ্চ করে' *(ফাত্বির ৩৫/১০)*।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, 'সৎ আমল হ'ল, যা করতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) আদেশ করেছেন, তা ওয়াজিব হ'তে পারে এবং মুস্তাহাবও হ'তে পারে। আর যা কিছু এই মূলনীতির আওতায় পড়ে না, তা কোন ছওয়াবের কাজ নয় এবং তা সৎআমলও নয়'।[৩]

তিনি আরো বলেন, 'সৎ আমল হ'ল যা খালেছ এবং বিশুদ্ধ। খালেছ বলতে বুঝায়, যা আল্লাহ্র জন্য করা হয়। আর বিশুদ্ধ বলতে বুঝায়, যা আল্লাহ্র নির্দেশে করা হয়'।[৪]

নিঃসন্দেহে রাসূল (ছাঃ) যা কিছু নিয়ে এসেছেন সবই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، 'তিনি নিজ খেয়াল-খুশীমত কোন কথা বলেন না। (যা বলেন) সেটি অহী ব্যতীত নয়, যা তার নিকট প্রত্যাদেশ করা হয়' *(নাজম ৫৩/৩-৪)*।

যখন কোন আমল কবুল হবে, তখন আমলকারীকে ক্বিয়ামতের দিন পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং তার প্রতিদানে কোন কমতি করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنْ تُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، 'বস্তুতঃ যদি তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর, তাতে তোমাদের কর্মফলে কোন কমতি করা হবে না' *(হুজুরাত ৪৯/১৪)*। অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তাহ'লে তাঁর আদেশ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চল। তোমাদের উপর যা ফরয করা হয়েছে সে অনুযায়ী আমল কর এবং যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে বিরত থাক। তোমাদের

** শিক্ষক, মদীনা ইসলামী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*
*** পিএইচ. ডি গবেষক, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*
১. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ৪/৬০১।
২. তাইসীরুল কারীমির রহমান ৪২৬ পৃ.।
৩. নবুওয়াত ৯৩ পৃ.।
৪. মাজমূ' ফাতাওয়া ২৭/১২৮।

আমলের প্রতিদান প্রদানে তোমাদের উপর কোনরূপ যুলূম করা হবে না এবং এর ছওয়াবেও তোমাদেরকে কম দেয়া হবে না।[৫]

পক্ষান্তরে যে এই সুস্পষ্ট মানহাজের বিরোধিতা করবে এবং আল্লাহ্র ইচ্ছা ও তাঁর রাসূলের (আদর্শ) মোতাবেক আমল করবে না, তার আমল বাতিল, আল্লাহ তা কবুল করবেন না। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ 'কেউ আমাদের এ শরী'আতে নেই এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যাত'। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করল, যাতে আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৬]

এই হাদীছটি আমল সমূহ কবুলের বিষয়ে বড় ভিত্তি। এটি এমন একটি হাদীছ যাকে কেন্দ্র করে উছূলে ইসলাম আবর্তিত হয়।[৭] এটি ইসলামের মৌলিক মূলনীতিগুলির অন্যতম। এটি রাসূলের 'জাওয়ামিউল কালিম' (অল্প কথায় ব্যাপক অর্থবোধক) এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এটিই সকল বিদ'আত ও নবাবিষ্কৃত বিষয়কে প্রত্যাখ্যানের সুস্পষ্ট দলীল।[৮]

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে রজব (রহঃ) খুবই উপকারী কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, এই হাদীছটি ইসলামের মূলনীতিগুলির অন্যতম মূলনীতি। এটি যাবতীয় বাহ্যিক আমলের মানদণ্ড। যেমন إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ 'আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল' এই হাদীছটি গোপনীয় আমলসমূহের মানদণ্ড। যেমন যে সকল আমলে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য করা হয় না, সে সকল আমলকারীর কোন ছওয়াব অর্জিত হয় না। অনুরূপ যেসকল আমল করতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশনা নেই, তা আমলকারীর উপরেই প্রত্যাখ্যান করা হয়। সুতরাং যে কেউ দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করল, যার নির্দেশনা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দেননি, তা দ্বীনের কোন অংশই না।

তিনি আরো বলেন, এই হাদীছের সরাসরি অর্থ যা বুঝা যায় তাহ'ল, যেকোন আমল যা করতে শরী'আত প্রবর্তনকারীর নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত। আর ভাবার্থ থেকে বুঝা যায়, যে আমল করতে তাঁর অনুমতি আছে, তা গ্রহণযোগ্য।

এখানে নির্দেশনা বলতে তাঁর দ্বীন এবং শরী'আত বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্য বর্ণনায় তাঁর কথা مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ 'যে কেউ আমাদের এ শরী'আতে নেই এমন কিছুর অনুপ্রবেশ করাল, তা প্রত্যাখ্যাত' দ্বারা (দ্বীন) বুঝানো হয়েছে।

তিন : রাসূলের আনীত বিধানের ইত্তেবা করা এবং শরী'আতের সকল বিষয়ে তাকে ফায়ছালাকারী মান্য করা সত্যিকারের ঈমানের পরিচয় :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيعُوْا اللهَ وَأَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا– 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' *(নিসা ৪/৫৯)*।

হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এটা নির্দেশ যে, দ্বীনের যেসকল উছূল ও শাখাগত বিষয়ে লোকদের মাঝে কোন বিষয়ে বিবাদ দেখা দেয়, সে বিষয়ের বিবাদকে কিতাব ও সুন্নাতের দিকে প্রত্যর্পণ করতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ذَلِكُمُ اللهُ 'আর তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন, তার ফায়ছালা তো আল্লাহ্রই নিকটে' *(শূরা ৪২/১০)*।

আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত যে ফায়ছালা দেয় এবং যা বিশুদ্ধ বলে সাক্ষ্য প্রদান করে সেটাই হক। আর হকের পরে ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি আছে? তাইতো আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ 'যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহলে বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও'। إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ 'যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক' *(নিসা ৪/৫৯)*।

সুতরাং বুঝা গেল, যদি কেউ বিবাদমান বিষয়ে কিতাব ও সুন্নাহকে ফায়ছালাকারী মেনে না নেয়, সমাধানের জন্য এই দু'টির দিকে ফিরে না যায়, তাহ'লে সে আল্লাহ এবং আখেরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী নয়।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, (ذلك خير) অর্থাৎ আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের মাধ্যমে ফায়ছালা করা এবং এই দু'টির দিকে ফিরে যাওয়াই উত্তম (أحسن تاويلاً) অর্থাৎ পরিণতি ও ফলাফলের দিক থেকে সুন্দর। এমনটি বলেছেন সুদ্দী সহ অন্যান্য বিদ্বান। মুজাহিদ বলেন, পুরস্কারের দিক থেকে উত্তম। এমতটিই বিশুদ্ধতার বেশী কাছাকাছি'।[৯]

একই মর্মার্থে কিছু পরেই আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

---

৫. *জামিউল বায়ান ২২/৩১৬-৩১৭; তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ৭/৩৮৯; তাইসীরুল কারীমির রহমান ৭৪৬ পৃ.।*
৬. *বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮।*
৭. *জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম ২১ পৃ.।*
৮. *মিনহাজ ১২/২৪২।*
৯. *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ২/৩৪৫-৩৪৬।*

ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا– 'অতএব তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো (পূর্ণ) মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়ে তোমাকে বিচারক হিসাবে মেনে নিবে। অতঃপর তোমার দেওয়া ফায়ছালার বিষয়ে তাদের অন্তরে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ না রাখবে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নিবে' *(নিসা ৪/৬৫)*।

এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে স্বীয় মহিমাময় পবিত্র সত্তার কসম করে তিনি বলেন, যে কেউ রাসূল (ছাঃ)-কে সকল বিষয়ে ফায়ছালাকারী না মানবে সে মুমিন হ'তে পারবে না। তিনি যে ফায়ছালা দিয়েছেন সেটাই হক, যার আনুগত্য গোপনে ও প্রকাশ্যে মেনে নেয়া এবং কোনরূপ বিরোধিতা, প্রতিবন্ধকতা ও বিবাদ ছাড়াই তার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা ওয়াজিব।[১০]

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ أَسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ثُمَّ قَالَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللهِ إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ)

'জনৈক আনছারী নবী (ছাঃ)-এর সামনে যুবায়ের (রাঃ)-এর সঙ্গে হাররার নালার পানির ব্যাপারে ঝগড়া করল, যে পানি দ্বারা তারা খেজুর বাগান সেচ দিত। আনছারী বলল, নালার পানি ছেড়ে দিন, যাতে তা (প্রবাহিত থাকে) কিন্তু যুবাইর (রাঃ) তা দিতে অস্বীকৃতি জানান। তারা দু'জনে এ বিষয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বিতর্কে লিপ্ত হ'লে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) যুবাইরকে বললেন, হে যুবায়ের! তোমার যমীনে প্রথমে সেচ করে নাও। এরপর তোমার প্রতিবেশীর দিকে পানি ছেড়ে দাও। এতে আনছারী অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, সে তো আপনার ফুফাতো ভাই। এতে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারায় অসন্তুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পেল। এরপর তিনি বললেন, হে যুবায়ের! তুমি নিজের যমীন সেচ করে নাও। এরপর পানি আটকিয়ে রাখ যাতে তা বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে। যুবায়ের (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম! আমার মনে হয় উপরোক্ত আয়াতটি এ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।[১১]

একই মর্মার্থের আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا– 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

এখানে আল্লাহ তা'আলা সত্যিকারের মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন যে, কোন বিষয়ে যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) ফায়ছালা দেন, সে বিষয়ে শ্রবণ ও আনুগত্য ব্যতীত মুমিন নারী ও পুরুষের নিজস্ব কোন এখতিয়ারের সুযোগ নেই।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এই আয়াতের বিধান সকল বিষয়েই প্রযোজ্য।[১২] এজন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) যখন কোন বিষয়ে ফায়ছালা করেন, তখন কারও জন্য বৈধ নয় তার বিরোধিতা করা, নিজস্ব মতামত ও বক্তব্য দেয়ার।

চার : নবী করীম (ছাঃ)-এর সুন্নাত আঁকড়ে ধরা সকল প্রকার ফিতনা থেকে নাজাত ও মুক্তির মাধ্যম :

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন আমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এক দীর্ঘ বর্ণনা দিলেন। দাজ্জালের বিষয়ে তিনি এটাও বললেন যে, দাজ্জালের আবির্ভাব হবে, কিন্তু মদীনার পথে-ঘাটে প্রবেশ করা তার জন্য নিষিদ্ধ ও হারাম হবে। অতঃপর মদীনার নিকটবর্তী কোন এক রাস্তায় পৌঁছলে ঐ দিনই মদীনা হ'তে এক লোক তার নিকট যাবে, যে ব্যক্তি সে সময়কার শ্রেষ্ঠ মানব হবে। সে এসে তাকে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুই সে দাজ্জাল, যার কথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন। দাজ্জাল বলবে, হে লোক সকল! যদি আমি এ লোকটাকে হত্যা করার পর পুনরায় জীবিত করি তবে তোমাদের মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকবে কি? লোকেরা বলবে, না। অতঃপর সে তাকে হত্যা করবে, তারপর জীবন দান করবে। জীবন দান করার পর সেলোক বলবে, আল্লাহর কসম! এখন তো তোমার ব্যাপারে আমার জ্ঞান আরও বেড়ে গেছে, যা ইতিপূর্বে কখনো ছিল না। দাজ্জাল আবারো তাকে হত্যা করতে মনস্থ হবে কিন্তু আর হত্যা করতে সক্ষম হবে না'।[১৩]

হাদীছটি থেকে শিক্ষা : ১. দ্বীনের জ্ঞান থাকলে আল্লাহর রহমতে গোমরাহ হওয়ার সুযোগ থাকে না। যেমন ঐ লোকটি দাজ্জাল ও তার ফিতনা সম্পর্কে আগে থেকেই জানত। তাই আল্লাহর রহমতে তার ফিতনা থেকে রক্ষা পেয়েছে। ২. প্রকৃত মুমিন শত ফিতনাতেও ঈমানহারা হয় না; বরং ছবরের সাথে মোকাবেলা করে এবং ফিতনা থেকে মুক্তির পর তার ঈমান আরও মযবূত হয়। ৩. বিপদে

১০. *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ২/৪৪৯।*
১১. *বুখারী হা/২৩৫৯; মুসলিম হা/২৩৫৭।*
১২. *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৬/৪২৩।*
১৩. *বুখারী হা/১৮৮২; মুসলিম হা/২৯৩৮।*

মুমিনকে আল্লাহ সাহায্য করেন। ৪. মুমিনের বিজয় সুনিশ্চিত এবং বাতিলের পরাজয় ও ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। -*অনুবাদক*।

সুতরাং এই মুমিন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা সেদিন তাওফীক্ব দান করবেন এবং তাকে হেফাযত করবেন, সে জানতে পারবে যে, এটাই সে মাসীহ দাজ্জাল, যার সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) বলে গেছেন। তিনি তার বিবরণ যেভাবে দিয়েছেন তা স্পষ্টভাবেই দেখতে পাবে। সেজন্য সে দ্বীন ও নফসের বিষয়ে যতবেশী পরীক্ষা ও বিপদের মুখোমুখি হোক না কেন তাতে তার ঈমান কেবল সুদৃঢ় পাহাড়ের মত মযবূত ও দৃঢ় হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে (হকের উপর) এই মহান অবিচলতা দান করবেন নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ আঁকড়ে ধরা এবং সে বিষয়ে জ্ঞানার্জনের বরকতে। ফলে সেটাই হবে তার নাজাতের মাধ্যম সেই সকল মহা ফিতনা থেকে, যে সকল নিদর্শন ও দলীল আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালের হাতে সংঘটিত করবেন, যার মাধ্যমে অনেক হৃদয় ধোঁকায় পড়বে, পথভ্রষ্ট হবে এবং তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারই আনুগত্য ও দাসত্ব করবে। আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় ও নিরাপত্তা কামনা করি এবং তিনি যেন তার ফিতনার অনিষ্ট থেকে আমাদের হেফাযত করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, আহ্বানে সাড়াদানকারী। *(ক্রমশঃ)*

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

দেওয়া ছিল না? আজও ভারতের সংবিধানে ঐ চারটি মূলনীতি রয়েছে। কিন্তু সেদেশে একজন মুসলিমের জীবন একটি গরুর জীবনের চাইতেও মূল্যহীন। সেদেশের হাইকোর্ট একজন মুসলিম নারীর হিজাব পরিধানের ধর্মীয় অধিকারের বিরুদ্ধে রায় দেয়। সেদেশের সুপ্রিম কোর্ট ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংসের হোতাদের বেকসুর খালাস দেয় এবং সে স্থানে হিন্দু মন্দির স্থাপনের অনুমতি দেয়। যেদেশে সংখ্যালঘুদের জান-মাল ও ইয্যতের কোন মূল্য নেই, সেটাই কি তাহ'লে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাস্তব উদাহরণ? সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই বাংলাদেশে তারা কি 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র নামে হিন্দুত্ববাদী ভারতের কদর্য সাম্প্রদায়িকতা আমদানী করতে চান? জানা আবশ্যক যে, বাংলাদেশে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রয়েছে, সেটি কেবল ইসলামেরই বরকতে। রাজনৈতিক নেতারাই বরং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করেন তাদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থে।

তিনি লিখেছেন, সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। অতএব মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নতুন প্রজন্মকে আলোকিত করতে হবে। এগুলি ছাড়া দেশ ও জাতির ভবিষ্যত অন্ধকার'। তাঁর কথাতেই বুঝা যাচ্ছে, ভারতের অঙ্গীভূত হওয়ার মধ্যেই বাংলাদেশের ভবিষ্যত উজ্জ্বল। তাদের জানা উচিত যে, এদেশের মানুষ জীবন দেবে, কিন্তু স্বাধীনতা বিকিয়ে দিবে না। আর ইসলাম বিকিয়ে দেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠেনা।

এবারে ১২ই রামাযানে ১লা বৈশাখ এসেছে। কিন্তু বরণবাদীদের বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে লোকজন তেমন না থাকায় এইসব সংস্কৃতি সংগঠকরা বড়ই হতাশ হয়েছেন। তারা হিসাব মিলাতে পারছেন না, স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও তাদের কথিত 'অসাম্প্রদায়িক' চেতনার এই বেহাল-দশা কেন? দেশের নেতৃস্থানীয় দু'জন সংস্কৃতি সংগঠকের বক্তব্যে যে হতাশার সুর ফুটে উঠেছে, তাতে তাদের চাপিয়ে দেওয়া চেতনা যে এদেশের মানুষ গ্রহণ করেনি, সেটি ভালোভাবে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকরা এদেশের সাধারণ মানুষের চেতনা থেকে বহু দূরে। তাদের এ সত্যটি অস্বীকার করা উচিত হয়নি যে, ধর্মবিশ্বাসই মানুষের চেতনাকে শাণিত ও চালিত করে। মুক্তিযুদ্ধে সব ধর্ম-বর্ণের মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল স্ব স্ব ধর্মীয় চেতনা অক্ষুণ্ণ রেখেই। যালেমের বিরুদ্ধে মযলূমের চেতনাই ছিল সেখানে মুখ্য। আর ইসলামী চেতনা হ'ল অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদের চেতনা- হাত দিয়ে, কথা দিয়ে বা অন্তর দিয়ে ঘৃণার মাধ্যমে। ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে নিরীহ-নিরস্ত্র জনগণের উপর তৎকালীন পাকিস্তানী সেনাদের সশস্ত্র হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী জিহাদী চেতনাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা। কোন মুসলমানকে বা কোন হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টানকে তাদের স্ব স্ব ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করে 'অসাম্প্রদায়িক' হওয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধ হয়নি। মূলতঃ এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের জিহাদী চেতনার বাস্তব প্রতিফলন হ'ল স্বাধীন বাংলাদেশ। প্রতিবেশী রাষ্ট্রটি এই চেতনাকে কাজে লাগিয়েছিল তাদের আধিপত্য বিস্তারের স্বার্থে। এই জিহাদী চেতনা যতদিন জনগণের মধ্যে অক্ষুণ্ণ থাকবে, ততদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকবে ইনশাআল্লাহ। এর বিপরীতে 'অসাম্প্রদায়িকতা'র নামে এই চেতনাকে ধ্বংস করার চক্রান্ত যত বৃদ্ধি পাবে, দেশের স্বাধীনতা তত দ্রুত প্রতিবেশী আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রের কুক্ষিগত হবে। পবিত্র রামাযান মাসের ইসলামী চেতনার আবেগময় স্রোতের সামনে আমদানীকৃত 'বর্ষবরণ' ও বৈশাখী চেতনার বর্জ্য খড়কুটোর মত ভেসে যেতে বাধ্য। এতে কিছু লোকের হা-হুতাশ করে লাভ নেই।

আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই আল্লাহ্র বিধানে মাসসমূহের গণনা হ'ল বারোটি। যার মধ্যে চারটি মাস হ'ল 'হারাম' (মহা সম্মানিত)। এটিই হ'ল প্রতিষ্ঠিত বিধান। অতএব এ মাসগুলিতে তোমরা পরস্পরের প্রতি অন্যায় করো না। আর তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ করে। আর জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ সংযমীদের সঙ্গে থাকেন' *(তওবা-মাদানী ৯/৩৬)*। মুশরিকরা আল্লাহ্র এই বারো মাসের প্রতিষ্ঠিত বিধানের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধে নেমেছে। তাই ঈমানদারগণও তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংযমের সাথে যুদ্ধ করবে, এটাই স্বাভাবিক।

ভাষায় বাঙালী আর জাতিতে বাঙালী এক নয়। বরং সে হয় মুসলিম বাঙালী, নয়তো অমুসলিম বাঙালী। তাদের চেতনাও ইসলামী অথবা অনৈসলামী। সেখানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র নামে দু'টি চেতনাকে একাকার করা বাস্তবতাকে অস্বীকার করার শামিল। মূলতঃ স্বাধীন বাংলাদেশ যদি কখনো স্বাধীনভাবে ইসলামী চেতনার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তবেই কেবল সেখানে মুক্তিযুদ্ধের কাংখিত চেতনা বাস্তবায়িত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য শিখন ফলাফলের গুরুত্ব

*-প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া**

ভূমিকা :

শিখন ফলাফল বা 'লার্নিং আউটকামস' হচ্ছে কিছু নির্দিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা বা দক্ষতার বিবরণ, যা শিক্ষার্থীরা একটি শিক্ষা কার্যক্রম যেমন প্রশিক্ষণ সেশন, সেমিনার, কোর্স, প্রোগ্রাম বা প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জন করবে। উপরন্তু, পূর্বে উল্লেখিত প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য পৃথক পৃথক শিখন ফলাফল থাকতে পারে। আলোচ্য নিবন্ধে একটি ধর্মীয় বা সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিখন ফলাফল কি হ'তে পারে তার উপর আলোকপাত করা হবে। তথা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা কি কি শিখন ফলাফল নিয়ে প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, যার প্রয়োগের দ্বারা তারা তাদের নিজেদের জীবনে উন্নয়ন করতে পারবে এবং কার্যকরভাবে সমাজে অবদান রাখতে পারবে, সেসব বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

'শিখন ফলাফল'-এর একটি উদাহরণ হচ্ছে ক্রিটিকাল থিঙ্কিং বা সমালোচনামূলকভাবে চিন্তা করা। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা সমালোচনামূলকভাবে এবং সৃজনশীলতার সাথে সমস্যা সমূহ মূল্যায়ন এবং কৌশলগতভাবে চিন্তা করার দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারবে। অতঃপর ক্রিটিকাল থিঙ্কিং সুনির্দিষ্টভাবে মূল্যায়ন করার মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে। যেমন কতটুকু সন্তোষজনকভাবে ছাত্ররা একটি সমস্যাকে সনাক্ত, সংজ্ঞায়িত এবং সংক্ষিপ্তসার করতে পারছে। প্রাসঙ্গিক এবং অর্থবহ তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে। বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় আনতে পারছে। গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ বিবেচনায় নিতে পারছে। প্রমাণ সমূহের মানকে মূল্যায়ন করতে পারছে এবং সিদ্ধান্তগুলি চিহ্নিত করে সেগুলির প্রভাব ও পরিণতি তুলে ধরতে পারছে। শিক্ষকরা বিভিন্ন কোর্সে বিভিন্ন সৃজনশীল চর্চার মাধ্যমে এই সমালোচনামূলক চিন্তা করার সক্ষমতা বিকাশের চেষ্টা করে যাবেন। পর্যায়ক্রমে ক্রিটিকাল থিঙ্কিং মূল্যায়ন করার মানদণ্ড ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সম্বন্ধে অবগত হয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। যাতে করে শিক্ষার্থীরা গ্রাজুয়েশন করার সময় একটি সন্তোষজনক স্তরের ক্রিটিকাল থিঙ্কিং দক্ষতা নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে।

সংক্ষেপে প্রাতিষ্ঠানিক 'লার্নিং আউটকামস' হচ্ছে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সর্বজনীন দক্ষতা, যেগুলো নির্দিষ্ট কোর্স, সাবজেক্ট বা বিভাগ ভিত্তিক নয়। এই 'লার্নিং আউটকামস'গুলোর ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থীদের পারদর্শী করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা আবশ্যক। এক্ষণে এ ধারণাটি আরও স্পষ্ট করার জন্য এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কিছু বিষয় আলোচনা করা হবে।

'শিখন ফলাফল' সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় :

প্রথমতঃ 'লার্নিং আউটকামস'গুলি সরাসরি প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক লক্ষ্যের সাথে যুক্ত এবং এগুলি প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষার্থীদের অর্জন সম্পর্কে নির্দিষ্ট এবং পরিমাপযোগ্য ফলাফল সরবরাহ করে, যার দ্বারা প্রতিষ্ঠানটি তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে তা জানা যায় এবং প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারে। তাই আবশ্যিকভাবে 'লার্নিং আউটকামস' প্রতিষ্ঠানের স্ট্রাটেজিক প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ 'শিখন ফলাফল' বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতার প্রতিনিধিত্ব করে। যেসব দক্ষতা ব্যক্তিজীবন, সামাজিক জীবন ও কর্মজীবনে কার্যকর ভূমিকা পালনে এবং সার্বিক সফলতা অর্জনে আবশ্যক। এগুলোর গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার সময়ের সাথে পরিবর্তন হ'তে পারে এবং নতুন নতুন দক্ষতার চাহিদা সৃষ্টি হ'তে পারে। যেমন উদ্যোক্তা দক্ষতা বা এন্ত্রেপ্রেনিউরিয়াল স্কিল অপেক্ষাকৃত একটি নতুন 'লার্নিং আউটকাম'। চাকরীর বাজারের অনিশ্চয়তা মোকাবেলা করার জন্য বিশ্বব্যাপী উদ্যোক্তা দক্ষতার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো উদ্যোক্তা দক্ষতাকে তাদের 'লার্নিং আউটকামসে'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের যেমন বিভিন্ন পেশাজীবী, ফিল্ডের এক্সপার্টস ও নিয়োগকারীদের মতামতের ভিত্তিতে 'লার্নিং আউটকামস'গুলো শনাক্ত করা হয়।

তৃতীয়তঃ 'লার্নিং আউটকামস' বিদ্যমান পাঠ্যসূচী বা পাঠ্যক্রম বা কোর্স পাঠের সাথে পরস্পর বিরোধী হবে না। বরং সেসব চলমান শিক্ষার অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধশালী করবে। কেননা 'লার্নিং আউটকামসে'র বোধগম্যতা, অনুশীলন, মূল্যায়ন ও সংশোধনমূলক কাজসমূহ স্বতন্ত্রভাবে করা হয়। যেমন যদি লিখিত যোগাযোগ দক্ষতাকে একটি 'লার্নিং আউটকাম' নির্বাচন করা হয়, সেক্ষেত্রে কতগুলো প্রাসঙ্গিক কোর্স বা সাবজেক্ট মনোনয়ন করে সেগুলোর বিদ্যমান পাঠ্যসূচীকে কেন্দ্র করেই রিটেন কমিউনিকেশন স্কিল যোরদার করার জন্য বিশেষ চর্চা এবং অনুশীলন করাতে হবে। শিক্ষক-ছাত্র উভয়ই এই দক্ষতা শেখা ও শিখানোর ব্যাপারে বিশেষভাবে মনোযোগী হবেন। অতঃপর স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ মানদণ্ড ব্যবহার করে ছাত্রদের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হবে এবং সংশোধন মূলক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এছাড়াও শ্রেণীকক্ষের বাইরে বিভিন্ন ছাত্র কার্যক্রমের মাধ্যমে যেমন দেওয়াল পত্রিকা, স্টুডেন্ট নিউজ লেটার, স্টুডেন্ট ম্যাগাজিন, সাহিত্য ক্লাব, রচনা প্রতিযোগিতা, কবিতা লেখা প্রতিযোগিতা ইত্যাদির সাহায্যে ছাত্ররা তাদের রিটেন কমিউনিকেশন স্কিল উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে।

চতুর্থতঃ বহির্বিশ্বে সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিস্তৃতভাবে এক্রিডিটেশন (সত্যায়ন) প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হ'তে হয় এবং এর জন্য আছে স্বতন্ত্র এবং শক্তিশালী

* *প্রফেসর (অবঃ), লুইজিয়ানা টেক ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা; কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটি অফ পেট্রোলিয়াম এ্যাণ্ড মিনারেলস্, সঊদীআরব; সুলতান ক্বাবূস ইউনিভার্সিটি, ওমান।*

এক্রিডিটেশন বডিস বা সত্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান। এই এক্রিডিটেশন প্রতিষ্ঠানগুলো যে পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এক্রিডিটেশন পরিচালনা করেন তাকে বলে শিক্ষার নিশ্চয়তা।

আর এই 'শিক্ষার নিশ্চয়তাকে' কেন্দ্র করে ডিগ্রি প্রোগ্রামের 'লার্নিং আউটকামস'গুলো নির্ধারণ এবং পুনর্বিবেচনা করা হয়। 'লার্নিং আউটকামস' অর্জনের জন্য ডিগ্রি প্রোগ্রামের পাঠ্যক্রম ডিজাইন, বিতরণ ও উন্নতি সাধন করা হয় এবং ডিগ্রি প্রোগ্রামগুলোর মাধ্যমে 'লার্নিং আউটকামস' পূরণ বা অর্জনের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। সহজ কথায়, 'লার্নিং আউটকামস' নির্ধারণ, বাস্তবায়ন ও অর্জনের এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পড়াশোনাকে সমাজের পরিবর্তনশীল প্রয়োজনের ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে প্রাসঙ্গিক রাখার ও সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা করে। এছাড়া শিক্ষার্থীরা প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের জীবন উন্নয়নে ও সমাজের কল্যাণে কার্যকরভাবে ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ এক্রিডিটেশনের জন্য না হ'লেও তাদের শিক্ষাকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য 'লার্নিং আউটকামস' প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে পারে। শিক্ষকরা 'লার্নিং আউটকামস'কে ব্যবহার করে তাদের পাঠদান ও শেখানোর প্রণালী সমূহ আরও কার্যকরী করতে পারবে এবং শিক্ষার্থীরা অধিকতর যোগ্য ও প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠতে পারবে।

পঞ্চমতঃ 'লার্নিং আউটকামস' বা 'শিখন ফলাফল' এবং 'লার্নিং অবজেক্টিভস' বা 'শেখার উদ্দেশ্য' এই দু'টিকে আলাদাভাবে দেখতে হবে। যেমন একটি ইংলিশ গ্রামার কোর্সের শেখার উদ্দেশ্য হ'তে পারে- এই ক্লাসে শিক্ষক কি পড়াবেন সেটা। অন্যদিকে এটাকে 'শিখন ফলাফল' হিসাবে ব্যক্ত করলে বলতে হবে অনেকটা এরকম 'এই কোর্স সম্পন্ন করে অন্তত ৮০% শিক্ষার্থী ব্যাকরণগত ত্রুটিমুক্ত একটি অনুচ্ছেদ বা একটি ছোট প্রবন্ধ লিখতে পারবে'। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একটি 'লার্নিং আউটকামে' কার্যকর ক্রিয়া থাকবে; শিক্ষার্থী কী করতে সক্ষম হবে তার একটি বিবরণ থাকবে; কোন পরিস্থিতিতে তারা এটি করতে সক্ষম হবে তা বলা থাকবে এবং কোন পারফরমেন্স স্তরে তাদের পৌঁছতে সক্ষম হওয়া উচিত তার ধারণা থাকবে। তার মানে শিক্ষার্থীরা শিখনের ক্রিয়াকলাপ শেষ করার পরে তাদের শিক্ষাকে বাস্তবে কিভাবে প্রয়োগ করতে পারবে সেটা 'লার্নিং আউটকামসে' প্রতিফলিত হবে। সেজন্য 'লার্নিং আউটকামস' পরিমাপযোগ্য হ'তে হবে। অল্প কথায় 'লার্নিং আউটকামসে' অন্তর্ভুক্ত করা হবে শিক্ষার্থীদের শেখার আচরণ, উপযুক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং সাফল্য নিরূপণের নির্দিষ্ট মানদণ্ড।

কিছু প্রস্তাবিত 'লার্নিং আউটকামস' এবং সেগুলির প্রয়োগের কৌশল :

প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার নিজের 'লার্নিং আউটকামস' নিজেই ঠিক করবে। প্রতিষ্ঠানের মূল স্টেকহোল্ডারদের যেমন শিক্ষক, ছাত্র, ম্যানেজমেন্ট, অভিভাবক, সম্ভাব্য নিয়োগকর্তা, বিভিন্ন পেশাজীবী এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে কতগুলো 'লার্নিং আউটকামস' নির্ধারণ করা হবে। এখানে কিছু বহুল প্রচলিত 'লার্নিং আউটকামস' সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।-

(১) লিখিত ও মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতা :

লিখিত ও মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতা অত্যন্ত মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। সকল প্রকার সামাজিক ও কর্মক্ষেত্রে যোগাযোগ দক্ষতা অপরিহার্য। যোগাযোগ দক্ষতায় দুর্বলতা থাকলে সামাজিক ও কর্মক্ষেত্রে ভুগতে হয় বা পিছিয়ে পড়তে হয়। মোটকথা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সফলতার একটা অন্যতম চাবিকাঠি হচ্ছে কার্যকরী ও বলিষ্ঠ যোগাযোগ দক্ষতা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে ছাত্রদের মাঝে যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী যোগাযোগ দক্ষতা অর্জনের নিশ্চয়তা বিধানের পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া না থাকায়, যেমনটা 'লার্নিং আউটকামসে'র মাধ্যমে করা হয়, শিক্ষাগ্রহণকারীদের একটি বড় অংশের যোগাযোগ দক্ষতা দুর্বল থেকে যাচ্ছে। যোগাযোগ দক্ষতাকে একটি 'লার্নিং আউটকাম' হিসাবে লিখতে হ'লে এভাবে লেখা যায়: 'শিক্ষার্থীরা সামাজিক এবং কর্মক্ষেত্রে কার্যকর ও পারস্পরিক উপকারী সম্পর্ক গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ দক্ষতা প্রদর্শন করবে'। এখানে লক্ষণীয় যে ছাত্ররা যোগাযোগ দক্ষতা দিয়ে কি করতে পারবে তার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

বাস্তবায়ন কৌশল : (১) এই 'লার্নিং আউটকাম' এবং তৎসংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা নির্ণায়কসমূহ সম্পর্কে শিক্ষক ও ছাত্রদের অবগতি, আগ্রহ ও গুরুত্ব বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষকরা বিভিন্ন নির্বাচিত কোর্সে বা সাবজেক্টে সৃজনশীলতা চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে লিখিত ও মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতার বৈশিষ্ট্যগুলো ছাত্রদের মাঝে বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। ছাত্রদের অগ্রগতি নিরূপণের জন্য বিভিন্ন ধাপে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করবেন এবং ফলাফলের ভিত্তিতে চর্চা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করবেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা সমাপন করে বের হওয়ার সময় অধিকাংশ শিক্ষার্থী যেন লিখিত ও মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতার বৈশিষ্ট্যগুলো একটি সন্তোষজনক স্তরে অর্জন ও প্রয়োগ করতে পারে, তার নিশ্চয়তা বিধান করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

(২) উপরোক্ত 'লার্নিং আউটকাম' অর্জনের লক্ষ্যে লিখিত ও মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতা সম্পর্কিত কতগুলো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা নির্ণায়ক ঠিক করতে হবে, যেগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধাপে প্রয়োজনীয় চর্চা, অনুশীলন, মূল্যায়ন ও সংশোধনীর প্রক্রিয়া চালাতে হবে। শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান পরিচালকগণ এগুলো ঠিক করবেন। উদাহরণ স্বরূপ, লিখিত

যোগাযোগ দক্ষতা নির্ণায়ক সমূহ, যেসব দ্বারা ছাত্রদের করা বিশেষ এসাইনমেন্ট মূল্যায়ন করা হবে তা প্রদত্ত হ'ল।-

(ক) যুক্তি ও বিন্যাস : লেখাতে ধারণাগুলো কত ভালভাবে তুলে ধরা হয়েছে; অনুচ্ছেদের বিন্যাস এবং ট্রানজিশন কতটা যৌক্তিকভাবে ও কার্যকরভাবে করা হয়েছে, ভূমিকা কতটা পরিষ্কার ও নির্দিষ্ট হয়েছে এবং উপসংহারে রচনার উদ্দেশ্য ও সারসংক্ষেপ কতটা স্পষ্ট এবং কৌতূহলোদ্দীপক করা হয়েছে।

(খ) ভাষা : সংক্ষিপ্ত স্ট্যান্ডার্ড বাক্যের ব্যবহার কতদূর হয়েছে, কার্যকরভাবে এবং ভারসাম্য বজায় রেখে বিভিন্ন প্রকার বাক্য কাঠামোর প্রয়োগ কি পরিমাণ হয়েছে এবং জটিল বাক্য, উন্নত শব্দভাণ্ডার এবং ত্রুটিমুক্ত ব্যবহার কতদূর করা হয়েছে।

(গ) বানান ও ব্যাকরণ : লেখাটি বানান এবং ব্যাকরণের ক্ষেত্রে কতটা ত্রুটিমুক্ত হয়েছে।

(ঘ) সাহিত্য পর্যালোচনা : পর্যালোচনার মান কতটা উচ্চ হয়েছে এবং টীকা সমূহ কতটা সঠিকভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

(ঙ) উদ্দেশ্য : ফোকাস, সংগঠন, স্টাইল এবং বিষয়বস্তু রচনার উদ্দেশ্যকে কতটা স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করতে পেরেছে এবং রচনার উদ্দেশ্যটি লেখার কেন্দ্রস্থলে কতটুকু ধারণ করা হয়েছে।

মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতার বৈশিষ্ট্য হ'তে পারে, যার মাধ্যমে কোন বিশেষ মৌখিক উপস্থাপনা মূল্যায়ন করা হবে- (ক) অর্গানাইজেশন বা বিন্যাস : উদ্বোধনী বক্তব্য কতটা স্পষ্ট হয়েছে, দর্শকদের আগ্রহকে কতটা আকর্ষণ করতে পারছে এবং পুরো আলোচনায় বিষয়বস্তুর প্রতি কতটা কেন্দ্রীভূত থাকতে পারছে?

(খ) উপস্থাপনা প্রবাহ : উপস্থাপনার বিভাগ ও স্তরের রূপান্তর কতটা সাবলীল ও মসৃণ হচ্ছে এবং দর্শকদের অনুসরণ করা কতটা সহজ হচ্ছে।

(গ) কণ্ঠস্বরের গুণগতমান এবং গতি, ডেলিভারী কতটা ভাল হচ্ছে; কণ্ঠের আওয়াজ, মাত্রা এবং টোন কতটা আকর্ষণীয় হচ্ছে এবং উৎসাহ, আগ্রহ এবং আত্মবিশ্বাস কতটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

(ঘ) দেহ ভাষা : দর্শকদের আগ্রহ বজায় রাখতে দেহ ভাষা কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কি-না।

(ঙ) মিডিয়া ব্যবহার : বিভিন্ন মিডিয়ার ব্যবহার কতটা কার্যকরী ও আকর্ষণীয়ভাবে করা হচ্ছে; প্রেজেন্টেশন মেটেরিয়াল পড়তে এবং বুঝতে কতটা সহজ হচ্ছে এবং প্রেজেন্টেশন মেটেরিয়াল বক্তব্যের গুণমান কতটুকু উন্নত করছে।

(৩) শ্রেণীকক্ষের বাইরে ছাত্রদেরকে বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রমে জড়িত করা যেতে পারে, যার দ্বারা তারা লিখিত ও মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতার বৈশিষ্ট্যগুলো চর্চা করতে পারবে। যেমন স্টুডেন্ট পত্রিকা, স্টুডেন্ট ম্যাগাজিন, রচনা প্রতিযোগিতা, ডিবেট ক্লাব, বুক রিডিং ক্লাব, ক্রিয়েটিভ রাইটিং সোসাইটি ইত্যাদি। সুস্পষ্ট লক্ষ্য অর্জনের প্রয়োজনকে মাথায় রেখে শিক্ষক-ছাত্ররা মিলে নতুন নতুন শিক্ষা কার্যক্রম উদ্ভাবন করবে এবং এসব দ্বারা উপকৃত হ'তে থাকবে।

(২) সমালোচনামূলক চিন্তা দক্ষতা (Critical thinking skill) :

ক্রিটিক্যাল থিংকিং স্কিল হচ্ছে কোন একটি সমস্যা বা বিষয়কে সমালোচনা মূলকভাবে ও সৃজনশীলতার সাথে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করে যুক্তিসংগত ও কৌশলগত সমাধানে উপনীত হ'তে পারার দক্ষতা। আজকের দিনে চাকরী, ব্যবসা বা অন্য কোন সামাজিক কাজের ক্ষেত্রে যে দক্ষতাটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল থিংকিং স্কিল। বহির্বিশ্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মিতভাবে তাদের গ্রাজুয়েটসদের বিভিন্ন খাতে সম্ভাব্য নিয়োগ কর্তাদের কাছ থেকে পদ্ধতিগতভাবে যেমন সার্ভে বা ফোকাস গ্রুপ বা ইনডেপ্ত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানতে চায় তারা গ্রাজুয়েটসদের মাঝে কি ধরনের দক্ষতা দেখতে চান। সর্বসম্মতি ক্রমে বিভিন্ন খাতের সম্ভাব্য নিয়োগ কর্তারা যে দক্ষতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন সেটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল থিংকিং স্কিল। কেননা সামগ্রিকভাবে আজকের দিনের সমস্যাগুলো বা বিষয়গুলো জটিল, সর্বদা পরিবর্তনশীল, গতিশীল, প্রতিযোগিতা মূলক এবং অপ্রত্যাশিত। যাদের মোকাবেলায় ক্রিটিক্যাল থিংকিং স্কিল অপরিহার্য। তাই বিদেশের স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটা সর্বজনীন 'লার্নিং আউটকাম' হচ্ছে ক্রিটিক্যাল থিংকিং স্কিল।

যদিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করার সময় শিক্ষার্থীদের ক্রিটিক্যাল থিংকিং স্কিলের কিছু কিছু দক্ষতা অর্জন করতে পারার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, যেসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্রিটিক্যাল থিংকিং স্কিলকে একটি লার্নিং আউটকাম নির্ধারণ করে পদ্ধতিগতভাবে এবং ভেবে-চিন্তে ক্রিটিক্যাল থিংকিং স্কিল চর্চা ও অনুশীলন করে, তাদের ছাত্রদের মাঝে সাধারণভাবে ক্রিটিক্যাল থিংকিং স্কিলের অধিকতর বিকাশ ঘটে থাকে। আমাদের দেশের সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বাস্তবতার নিরিখে ছাত্রদের মাঝে উক্ত স্কিলের অধিকতর বিকাশ ঘটানোর প্রচেষ্টা থাকা বাঞ্ছনীয়। এই স্কিলকে একটি 'লার্নিং আউটকাম' হিসাবে লিখতে হ'লে সেখানে শিক্ষার্থীরা ক্রিটিক্যাল থিংকিং স্কিল অর্জন করে কি করতে পারবে তা ব্যক্ত করতে হবে। যেমন 'শিক্ষার্থীরা কোন বিষয় বা সমস্যাকে সমালোচনা মূলকভাবে ও সৃজনশীলতার সাথে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করে যুক্তিসংগত ও কৌশলগত সমাধানে উপনীত হ'তে পারার ক্ষমতা প্রদর্শন করবে'।

বাস্তবায়ন কৌশল : (১) যেকোন 'লার্নিং আউটকাম' বাস্তবায়ন করতে হ'লে একে শিক্ষক, ছাত্র ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মাঝে প্রচার করতে হবে। এব্যপারে তাদের অবগতি, আগ্রহ ও গুরুত্ব অনুধাবন বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। কেননা তারা

উৎসাহিত না হ'লে কোন 'লার্নিং আউটকাম' কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব না। শিক্ষকরা বিভিন্ন নির্বাচিত কোর্সে সমাজে বহুল প্রচলিত ও প্রাসঙ্গিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রজেক্ট, টার্ম পেপার, প্রবন্ধ, রিসার্চ পেপার, প্রেজেন্টেশন ইত্যাদি করানোর চেষ্টা করবেন, যেখানে ক্রিটিক্যাল থিংকিং স্কিল প্রয়োগের চর্চা হবে। শিক্ষকরা সেগুলো ক্রিটিক্যাল থিংকিং স্কিল মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্যগুলোর নিরিখে মূল্যায়ন করবেন এবং ফিডব্যাক দেবেন। শিক্ষার্থীরা গ্রাজুয়েট না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি হ'তে থাকবে।

(২) ক্রিটিক্যাল থিংকিং স্কিল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষক এবং ম্যানেজমেন্টকে স্কিলটির মূল্যায়নের কতগুলো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে হবে, যেসবের দ্বারা ছাত্রদের করা বিশেষ প্রজেক্ট মূল্যায়ন করা হবে যেমন (ক) মূল সমস্যা বা ইস্যুগুলিসহ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলো কতটা সনাক্ত, সংজ্ঞায়িত এবং সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করতে পারছে (খ) সমস্যা এবং সমস্যাগুলির পরিধি নির্ধারণ করতে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাসঙ্গিক এবং অর্থবহ অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক পরিপূরক তথ্য কতটা সংগ্রহ করতে পারছে (গ) বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ এবং অংশীদারদের অবস্থান কতটা বিবেচনা করা হয়েছে (ঘ) মূল স্টেকহোল্ডারদের অবস্থান, প্রভাব এবং সক্ষমতা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট বুঝ, উপলব্ধি এবং বিবেচনা প্রদর্শন কতটা করতে পারছে (ঙ) মূল অনুমানগুলি কতটুকু বিবেচনায় নিতে পারছে (চ) নৈতিক বিষয়ে কতটা সংবেদনশীলতা দেখাতে পারছে (ছ) প্রমাণসমূহের গুণগত মানের কতটা মূল্যায়ন করতে পারছে (জ) কারণ এবং প্রভাব কতটা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং বিদ্যমান বা সম্ভাব্য পরিণতিগুলিকে কতটা সম্বোধন করা হয়েছে (ঝ) স্পষ্টভাবে সত্য, মতামত এবং মূল্যবোধ সংক্রান্ত রায়ের মধ্যে কতটা পার্থক্য করতে পারছে (ঞ) সম্ভাব্য বিকল্প সমাধান কতটা সনাক্ত করতে পারছে ও তাদের প্রতিটির সুবিধা-অসুবিধাগুলো কতটা বিশ্লেষণ করতে পারছে (ট) উপসংহার তাদের প্রভাব এবং তাদের পরিণতিগুলি কতটা সনাক্ত করতে পারছে এবং (ঠ) যুক্তিসঙ্গতভাবে নিজের বক্তব্য কতটা প্রতিফলিত করতে পারছে।

(৩) শ্রেণীকক্ষের চর্চা ও অনুশীলনের সাথে শ্রেণীকক্ষের বাইরে দেশের চলমান সমস্যাগুলো নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম করা যেতে পারে। যেমন আলোচনা সভা, মতবিনিময়, গেস্ট লেকচার, বিতর্ক, প্রতিযোগিতা, ফিল্ড ট্রিপ ইত্যাদি। আমরা যুগ যুগ ধরে এমন অনেক সমস্যা বহন করে চলেছি যেসব পৃথিবীর বহু দেশ অনেক আগেই বহুলাংশে কমিয়ে ফেলেছে।

যেমন ঘুষের ব্যাপক প্রচলন, পথশিশু, ভিক্ষুক, সড়কে বিশৃঙ্খলা, ব্যাপক অনৈতিকতা, সামাজিক অসমতা, শিক্ষিত বেকার, মুসলমানদের ইসলামের প্রতি অনীহা, দাওয়াতী কাজের সফলতা-ব্যর্থতা, দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা ও দুর্বলতা, সমাজের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষার সম্পর্কের দুর্বলতা ইত্যাদি। ক্রিটিক্যাল থিংকিং স্কিল প্রয়োগ করেই এসব ইস্যুর মোকাবেলা করতে হবে। তাই এসবের আলোচনা ও চর্চা ছাত্রদের মধ্যে ক্রিটিক্যাল থিংকিং স্কিল বিকাশে সহায়ক হবে।

(৩) উদ্যোক্তা দক্ষতা :

যে দক্ষতার দ্বারা একজন ব্যক্তি কোন নতুন আইডিয়াকে সনাক্ত করে সেটাকে কর্মে রূপান্তরিত করতে পারে তাকে এন্ত্রেপ্রেনিউরিয়াল স্কিল বা উদ্যোক্তা দক্ষতা বলে। এই দক্ষতার মধ্যে রয়েছে সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন এবং ঝুঁকি গ্রহণ করার প্রবণতা। এছাড়াও রয়েছে ব্যবসার উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও পরিচালনা করার ক্ষমতা। বহুকাল ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের গ্রাজুয়েটসদের চাকরীর জন্য তৈরি করে আসছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বহির্বিশ্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ছাত্রদের চাকরীর বদলে উদ্যোক্তা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ হ'ল অর্থনীতির চরিত্র বদলে যাওয়া যথা রোবোটাইজেশন বা যন্ত্রমানব, ব্যাপক অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয়তা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। এগুলোর ব্যাপক প্রসার হওয়ার কারণে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদন বাড়ার সাথে চাকরী বাড়ছে না। ফলে উন্নত এবং উন্নয়শীল সব ক্যাটাগরির দেশেই শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্রদের উদ্যোক্তা বানানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। যেমন উদ্যোক্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন কোর্স অফার করা, এন্ত্রেপ্রেনিউয়ারশিপ ডিগ্রী প্রোগ্রাম অফার করা, এন্ত্রেপ্রেনিউয়ারশিপ সেন্টার খুলে তার মাধ্যমে উদ্যোক্তা ট্রেনিং দেওয়া ও উদ্যোক্তাদের নানাভাবে সহায়তা করা ইত্যাদি। উদ্যোক্তাদের পুঁজি সরবরাহ করার জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার ও অন্যান্য ফান্ডিং এজেন্সিগুলো বিভিন্ন ধরনের ফান্ডিং প্রোগ্রাম চালু করল। যেমন উদ্যোক্তা ফান্ড, এসএমই (ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ) ঋণ ইত্যাদি। কিন্তু ফ্রি ফান্ড বা অতি অল্প মূল্যের উদ্যোক্তা ফান্ড নিয়ে হ'ল ব্যাপক দুর্নীতি এবং অপব্যবহার বা অপচয়। ফলে আকাঙ্ক্ষিত ফল অর্জিত হ'ল না।

এই সমস্যা মোকাবেলার জন্য বিশেষজ্ঞরা রিসোর্স বেইজড এন্ত্রেপ্রেনিউয়ারশিপ থিওরীর বা তত্ত্বের পরিবর্তে রিসোর্স আইডেন্টিফিকেশন বেইজড এন্ত্রেপ্রেনিউয়ারশিপ থিওরী উপস্থাপন করলেন। প্রথম তত্ত্ব অনুযায়ী উদ্যোক্তাদের পুঁজি দিতে হবে। কেননা পুঁজি ছাড়া তারা ব্যবসা শুরু করতে পারবে না। আর দ্বিতীয় তত্ত্বমতে উদ্যোক্তাদের বাইরে থেকে পুঁজি দিতে হবে। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনগণ্ডির মধ্যে কিছু রিসোর্স থাকে যেটাকে ব্যবসা শুরু করার পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব এবং এই রিসোর্সকে ব্যবসার রিসোর্স হিসাবে সনাক্ত করতে হবে যাকে বলে স্ল্যাক বা সুপ্ত রিসোর্স। যেমন এক ব্যক্তির কেমিস্ট্রিতে ডিগ্রী আছে এবং সে তিন রুমের এক বাড়ীতে থাকে। তার কেমিস্ট্রি ডিগ্রী এবং একটি ঘর হ'তে পারে তার বিজনেস রিসোর্স। এই দু'টিকে কাজে লাগিয়ে সে পানি বোতলজাত করা শুরু করতে পারে। আর

একটি উদাহরণ, এক ব্যক্তি ভালো কেক বানাতে পারে এবং সেটাই হ'তে পারে তার বিজনেস রিসোর্স। প্রথমে সে কেক বানিয়ে নিজের আশপাশের বাসাগুলোতে উপহার হিসাবে কেক বিতরণ করতে পারে এবং তারপর বিক্রি শুরু করতে পারে। মানুষের মুখে মুখে কেকের কথা ছড়াবে এবং মার্কেট বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এই দু'টি উদাহরণই বাস্তবে ঘটেছে।

বাংলাদেশে সাধারণভাবে বেকারত্বের সমস্যা অত্যন্ত ব্যাপক। বিশেষভাবে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই সমস্যা সমাধানের একটি কার্যকর উপায় হচ্ছে বেকারদের উদ্যোক্তায় পরিণত করা। সেই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো উদ্যোক্তা দক্ষতাকে একটি 'লার্নিং আউটকাম' হিসাবে নির্ধারণ করে তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নিতে পারে। উদ্যোক্তা দক্ষতাকে একটি 'লার্নিং আউটকাম' হিসাবে উপস্থাপন করার একটি উদাহরণ হচ্ছে 'শিক্ষার্থীরা কোন নতুন ব্যবসার আইডিয়াকে সনাক্ত করে সেটাকে কর্মে রূপান্তরিত করতে পারার ক্ষমতা প্রদর্শন করবে'।

বাস্তবায়ন কৌশল : (১) এন্ত্রেপ্রেনিউরিয়াল স্কিল বা উদ্যোক্তা দক্ষতা কি এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে ছাত্র ও শিক্ষকদের অবগত এবং অনুপ্রাণিত করতে হবে। কোন চলমান কোর্সে উদ্যোক্তা সংক্রান্ত অধ্যায় সংযোজন করে এব্যাপারে আলোচনা, চর্চা ও অনুশীলন চালানো যেতে পারে। অন্যথায় উদ্যোক্তা নামে একটি বা একাধিক নতুন কোর্স চালু করতে হবে। বিভিন্ন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উদ্যোক্তার উপর নানা ধরনের কোর্স অফার করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন চলমান কোর্সে উদ্যোক্তা বিষয়কে হাইলাইট করা হয় নানা সৃজনশীল পদ্ধতিতে।

(২) এই উদ্যোক্তা দক্ষতা বিষয়ক 'লার্নিং আউটকাম' বাস্ত বায়নের জন্য কতগুলো সুনির্দিষ্ট মূল্যায়নকারী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে নিতে হবে। যেগুলোর মাধ্যমে ছাত্রদের উদ্যোক্তা বিষয়ক প্রজেক্ট বা এসাইনমেন্ট মূল্যায়ন করে জানা যাবে তারা উদ্যোক্তা দক্ষতা কোন স্তর পর্যন্ত অর্জন করতে পেরেছে। যেমন (১) বৈজ্ঞানিকভাবে বা অব্জেক্টিভলি মার্কেট বিশ্লেষণ করে নতুন ব্যবসার আইডিয়া কতটা সনাক্ত করতে পারছে (২) মার্কেট বিশ্লেষণ এবং নতুন ব্যবসার আইডিয়া সনাক্তকরণে কতটা সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারছে (৩) নতুন ব্যবসার ঝুকি কতটা বিশ্লেষণ ও গণনা করতে পারছে (৪) ব্যবসার উদ্দেশ্যগুলি কতটা অব্জেক্টিভলি এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ধারণ করতে পারছে (৫) ব্যবসার পরিকল্পনা কতটা পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে করতে পারছে এবং (৬) ব্যবসার বাস্তবায়ন ও পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য কতটা সম্পূর্ণভাবে ও অব্জেক্টিভলি দিতে পারছে।

(৩) বিভিন্ন ফিল্ডের সফল উদ্যোক্তাদের গেস্ট স্পীকার হিসাবে ক্লাসে বা কমন লেকচার হলে নিয়ে আসতে হবে। তারা তাদের অভিজ্ঞতার কথা ছাত্রদের কাছে বলবে এবং আলোচনা করবে। এতে করে ছাত্ররা উদ্যোক্তা সম্বন্ধে শিখবে এবং অনুপ্রাণিত হবে। এই রকম ইভেন্ট সারা বছর ধরে চালাতে হবে।

(৪) ছাত্রদেরকে নিয়ে ফিল্ড ট্রিপ করা যেতে পারে। তারা বিভিন্ন ধরনের উদ্যোক্তাদের প্রতিষ্ঠানে যাবে এবং স্বচক্ষে তাদের অপারেশনস, ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং ইত্যাদি দেখে শিখবে ও অনুপ্রাণিত হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন সেক্টারের উদ্যোক্তাদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করবে এবং তাদের সাথে পার্টনারশিপ গড়ে তোলার চেষ্টা করবে।

(৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে এন্ত্রেপ্রেনিউরিয়ারশিপ বা উদ্যোক্তা সেন্টার খুলতে পারে। এই সেন্টার উদ্যোক্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনা সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং ইত্যাদি আয়োজন করবে। তাছাড়াও নতুন উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করার জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রাম চালু করবে যেমন ইনকিওবেটর, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, শর্ট কোর্স, ট্রেনিং, রিসার্চ, গেস্ট স্পীকার ইত্যাদি। এজাতীয় সেন্টারগুলো সাধারণত বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী অনুদান বা রিসার্চ ফান্ড পেয়ে থাকে। কেননা এগুলোকে সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো উৎসাহিত করে থাকে। উপরন্তু সেন্টারগুলো উদ্যোক্তা কেন্দ্রিক বিভিন্ন রিসার্চ পাবলিকেশন্স বা ম্যাগাজিন বা নিউজপেপার বের করতে পারে।

(ক্রমশঃ)

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন- ০১৭৮২ ৪৬৪০৯৮

লাইসেন্স নং : রাজশাহী-৫৫১৮

মৌচাক মধু

বি.এস.টি.আই অনুমোদিত

১০০% খাঁটি মৌচাক মধু, কালোজিরা তেল এবং ভাল মানের বিদেশী জয়তুন তেল পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

যোগাযোগ

লাইফ এন্টারপ্রাইজ
শালবাগান, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ
প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ।
মোবাইল : ০১৭১৪-৯২৯৯৭৭

দেশের প্রতিটি যেলা, উপযেলা ও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে

নববী চিকিৎসা পদ্ধতি

*-ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী**

(শেষ কিস্তি)

প্রতিষেধক মূলক ঝাড়ফুঁক ও দো'আ :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِى الْبَارِحَةَ قَالَ أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرُّكَ إِنْ شَاءَ اللهُ–

'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! গত রাতে বিচ্ছুর দংশনে আমি খুবই কষ্ট পেয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যদি তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলতে *'আঊযু বিকালিমা-তিল্লাহিত তা-ম্মাতি মিন শাররি মা-খালাক্ব'*। অর্থাৎ 'আমি আল্লাহ্র পূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হ'তে', তাহ'লে আল্লাহ্র ইচ্ছায় কোন কিছুই তোমার ক্ষতি করতে পারত না'।[১]

আবান ইবনু ওছমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে একথা বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়বে, بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الْأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. *'বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা-ইয়াযূররু মা'আসমিহী শায়উন ফিল আরযি ওয়ালা-ফিসসামা-য়ি, ওয়া হুওয়াস সামী'উল 'আলীম'* (অর্থাৎ আল্লাহ্র নামে শুরু করছি, যে নামের সাথে আসমান ও যমীনে কোন কিছুই কোন ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সব শুনেন ও জানেন) তাহ'লে কোন কিছু তাকে ক্ষতি করতে পারবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আবান (রাঃ) পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এজন্য যারা হাদীছ শুনছিলেন তারা তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলেন। আবান (রাঃ) তখন বললেন, আমার দিকে কি দেখছ? নিশ্চয়ই হাদীছ যা আমি বর্ণনা করেছি তাই, তবে যেদিন আমি এ রোগে আক্রান্ত হয়েছি সেদিন এ দো'আ পড়িনি। এ কারণে আল্লাহ আমার ভাগ্যে যা লিখে রেখেছিলেন তা কার্যকরী হয়েছে'।[২] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُمْسِيَ، 'সে রাতে তাঁর ওপর কোন আকস্মিক বিপদাপদ ঘটবে না যে পর্যন্ত না ভোর হয়, আর যে তা ভোরে তিনবার পড়বে তার ওপর কোন আকস্মিক বিপদাপদ সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না সন্ধ্যা উপনীত হয়'।[৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর নাতী হাসান ও হোসাইনকে নিম্নোক্ত দো'আর মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করেছেন, أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ، 'দু'জনকে আল্লাহ্র পূর্ণ বাক্য সমূহের আশ্রয় নিচ্ছি প্রত্যেক শয়তান হ'তে, বিষাক্ত কীট হ'তে ও প্রত্যেক অনিষ্টকারী চক্ষু হ'তে'।[৪]

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আয় বলতেন, *'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল বারাছি, ওয়াল জুনূনি, ওয়াল জুযা-মি, ওয়া মিন সাইয়িয়িল আসক্বা-ম'*। অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমি শ্বেতরোগ, কুষ্ঠরোগ, উম্মাদনা ও কঠিন রোগসমূহ হ'তে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি'।[৫]

করোনার এই সংকটময় সময়ে এ দো'আটি বেশী বেশী পাঠ করা উচিত। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

'নবী করীম (ছাঃ) প্রতি রাতে (ঘুমাবার জন্য) বিছানায় যাবার সময় দু'হাতের তালু একত্র করতেন। তারপর এতে *'কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ, কুল আ'ঊযু বিরাব্বিল ফালাক্ব* ও *কুল আ'ঊযু বিরাব্বিন্না-স'* পড়ে ফুঁ দিতেন। এরপর এ দু'হাত দিয়ে তিনি তাঁর শরীরের যতটুকু সম্ভব মুছে নিতেন। শুরু করতেন মাথা, চেহারা এবং শরীরের সম্মুখ ভাগ হ'তে। এভাবে তিনি তিনবার করতেন'।[৬]

ঝাড়ফুঁক করে বিনিময় গ্রহণ :

ঝাড়ফুঁক করে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয। নিম্নোক্ত হাদীছসমূহ তার বাস্তব প্রমাণ। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله

* *মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদ্রাসা, জামালপুর।*
১. *মুসলিম হা/২৭০৯; আবূদাঊদ হা/৩৮৯৮; ছহীহুল জামি' হা/১৩১৮।*
২. *তিরমিযী হা/৩৩৮৮; আবূ দাঊদ হা/৫০৮৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৬৯; ছহীহুল জামে' হা/৫৭৪৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/৬৫৫।*
৩. *আবূদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৯১, সনদ ছহীহ।*
৪. *বুখারী হা/৩৩৭১; আবূদাঊদ হা/৪৭৩৭; তিরমিযী হা/২০৬০।*
৫. *আবূদাঊদ হা/১৫৫৪; নাসাঈ হা/৫৪৯৩; ছহীহুল জামে' হা/১২৮১।*
৬. *বুখারী হা/৫০১৭; মুসলিম হা/২৭১৫; আবূদাঊদ হা/৫০৫৬।*

عليه وسلم أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوْهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُوْنَا، وَلاَ نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوْا لَنَا جُعْلاً. فَجَعَلُوْا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ، وَيَتْفِلُ، فَبَرَأَ، فَأَتَوْا بِالشَّاءِ، فَقَالُوْا لاَ نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، خُذُوْهَا، وَاضْرِبُوْا لِىْ بِسَهْمٍ– ‘নবী করীম (ছাঃ)-এর কতক ছাহাবী আরবের এক গোত্রের নিকটে আসলেন। গোত্রের লোকেরা তাদের কোন আতিথেয়তা করল না। তারা সেখানে থাকতেই হঠাৎ সেই গোত্রের নেতাকে সাপে দংশন করল। তখন তারা এসে বলল, আপনাদের কাছে কি কোন ঔষধ আছে কিংবা আপনাদের মধ্যে ঝাড়ফুঁককারী কেউ আছেন কি? তারা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তবে তোমরা আমাদের কোন আতিথেয়তা করনি। কাজেই আমাদের জন্য কোন পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট না করা পর্যন্ত আমরা তা করব না। ফলে তারা তাদের জন্য এক পাল বকরী পারিশ্রমিক দিতে রাযী হ’ল। তখন একজন ছাহাবী উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়তে লাগলেন এবং মুখে থুথু জমা করে সে ব্যক্তির গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। ফলে সে রোগমুক্ত হ’ল। এরপর তারা বকরীগুলো নিয়ে এসে বলল, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করার পূর্বে এটি স্পর্শ করব না। এরপর তারা এ বিষয়ে নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল। নবী করীম (ছাঃ) শুনে হেসে দিলেন এবং বললেন, তোমরা কিভাবে জানলে যে, এটি রোগ সারায়? বকরীগুলো নিয়ে যাও এবং তাতে আমার জন্যও এক ভাগ রেখে দিও’।[৭]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ. ‘তারা মদীনায় পৌঁছে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! তিনি আল্লাহ্‌র কিতাবের উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যে সকল জিনিসের উপর তোমরা বিনিময় গ্রহণ করে থাক, তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশী হক রয়েছে আল্লাহ্‌র কিতাবের’।[৮]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلْ فَلَعَمْرِى مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ– ‘তুমি এটা খাও। আমার জীবনের কসম! লোকেরা বাতিল মন্ত্র পড়ে রোজগার করে, আর তুমি তো সত্য ঝাড়ফুঁক দ্বারা রোজগার করছ’।[৯]

৭. বুখারী হা/৫৭৩৬, ৫৭৪৯; মুসলিম হা/২২০১।
৮. বুখারী হা/৫৭৩৭।
৯. আবূদাঊদ হা/৩৯০১।

জনৈক ছাহাবী মানসিক রোগীর চিকিৎসা করে ১০০টি বকরী বিনিময় পেয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট সেটার বৈধতার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি প্রায় একইভাবে বলেন, هَلْ قُلْتَ غَيْرَ هَذَا قُلْتُ لاَ قَالَ خُذْهَا فَلَعَمْرِى لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ. ‘তুমি এ সূরা ছাড়া অন্য কিছু বলেছ কি? আমি (রাবী) বললাম, না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি এটা গ্রহণ কর। আমার জীবনের কসম! লোকেরা বাতিল মন্ত্র পড়ে রোজগার করে আর তুমি তো সত্য ঝাড়ফুঁক দ্বারা রোজগার করেছ’।[১০] উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শুধু কুরআন দ্বারা ঝাড়ফুঁক করে বিনিময় গ্রহণ করা যাবে, নচেৎ নয়।

রুগ্ন অবস্থায় সংযত পানাহার :

রোগ থেকে আরোগ্য লাভের অন্যতম উপায় হ’ল সংযত পানাহার। ডাক্তারগণ রোগীকে ঔষধ দেয়ার সাথে সাথে কিছু পথ্য ও বিধি-নিষেধ দিয়ে থাকেন। যা পূর্ণাঙ্গ সুস্থতার পূর্বশর্ত। উম্মুল মুনযির (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ عَلِىٌّ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ قَالَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ وَعَلِىٌّ مَعَهُ يَأْكُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِىٍّ مَهْ مَهْ يَا عَلِىُّ فَإِنَّكَ نَاقِهٌ قَالَ فَجَلَسَ عَلِىٌّ وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ قَالَتْ فَجَعَلْتُ لَهُمْ سِلْقًا وَشَعِيرًا فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَا عَلِىُّ مِنْ هَذَا فَأَصِبْ فَإِنَّهُ أَوْفَقُ لَكَ–

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের বাড়ীতে আসলেন। আলী (রাঃ) তাঁর সাথে ছিলেন। আমাদের খেজুরের ছড়া ঝুলিয়ে রাখা ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা থেকে খেতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সাথে আলী (রাঃ)ও খেতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে বললেন, হে আলী থাম! থাম! তুমি অসুস্থতাজনিত দুর্বল। রাবী বলেন, আলী (রাঃ) বসে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খেতে থাকলেন। আমি তাঁদের জন্য বীট ও বার্লি বানিয়ে আনলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আলী! তুমি এটা খাও, এটা তোমার জন্য উপযোগী’।[১১]

রোগীর জন্য উপযুক্ত পথ্য ‘তালবীনা’ :

আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينِ لِلْمَرِيْضِ وَلِلْمَحْزُوْنِ عَلَى الْهَالِكِ، وَكَانَتْ تَقُولُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ إِنَّ التَّلْبِينَةَ تُجِمُّ فُؤَادَ الْمَرِيضِ، وَتَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ– ‘তিনি রোগীকে এবং কারো মৃত্যুজনিত শোকাহত ব্যক্তিকে তালবীনা খাওয়ানোর আদেশ করতেন। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ

১০. আবূদাঊদ হা/৩৮৯৬ ‘চিকিৎসা’ অধ্যায়, সনদ ছহীহ।
১১. তিরমিযী হা/২০৩৭; আবূদাঊদ হা/৩৮৫৬, সনদ ছহীহ।

(ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ‘তালবীনা’ রোগীর কলিজা মযবূত করে এবং নানাবিধ দুশ্চিন্তা দূর করে’।[১২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত যে, أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِيْنَةِ وَتَقُوْلُ هُوَ الْبَغِيْضُ النَّافِعُ– ‘তিনি তালবীনা খেতে আদেশ দিতেন এবং বলতেন, এটি হ’ল অপসন্দনীয়, তবে উপকারী’।[১৩]

‘তালবীনা’-এর উপকারিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন, التَّلْبِينَةُ مُجَمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ، تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ ‘তালবীনা’ রুগ্নব্যক্তির হৃদয়ে প্রশান্তি আনে এবং শোক-দুঃখ দূর করে’।[১৪] ‘তালবীনা’ হ’ল তরল জাতীয় খাদ্য। যা দুধ, যব/ময়দা, বার্লি দ্বারা প্রস্তুত করা হয়’।[১৫]

আধুনিক গবেষণা এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ অনুযায়ী যবের উপকারিতা অপরিসীম। পাকস্থলী এবং অন্ত্রতে আলসারের রোগীদেরকে সকালের নাশতায় নবী করীম (ছাঃ)-এর যামানায় উন্নতমানের ব্যবস্থাপত্র স্বরূপ ‘তালবীনা’ প্রদান করা হ’ত। এতে আলসারের প্রতিটি রোগী ২/৩ মাসের মধ্যে আরোগ্য লাভ করত। প্রস্রাবের সাথে রক্ত ও পুঁজ পড়া রোগীদের জন্য, তা যে কারণেই হোক না কেন, উপযুক্ত চিকিৎসার সাথে সাথে যবের পানি যদি মধুর সাথে মিশ্রণ করে পান করান যায়, তাহ’লে এ রোগ পনের দিনের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আবার কখনো এ পদ্ধতি পেটের পাথর বের করার জন্যও খুব কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে। পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য যবের দলিয়া থেকে উত্তম কোন ঔষধ পাওয়া মুশকিল’।[১৬]

রোগীকে পানাহারে বাধ্য করা সমীচীন নয় :

উক্ববা ইবনু আমির (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ، ‘তোমরা তোমাদের রোগীদের পানাহারের জন্য জবরদস্তি করো না। কেননা আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে খাওয়ান এবং পান করান’।[১৭]

فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ،-এর ব্যাখ্যায় আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) ‘তুহফাতুল আহওয়াযী’ গ্রন্থে লিখেছেন, يُمِدُّهُمْ بِمَا يَقَعُ مَوْقِعَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَيَرْزُقُهُمْ صَبْرًا عَلَى أَلَمِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ فَإِنَّ الْحَيَاةَ وَالْقُوَّةَ مِنَ اللهِ حَقِيقَةً لَا مِنَ الطَّعَامِ وَلَا الشَّرَابِ وَلَا مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ– ‘কেননা মহান আল্লাহ তাদেরকে খাওয়ান এবং পান করান’। অর্থাৎ খাবার খাওয়া ও পানি পান করার স্থলাভিষিক্ত যা হয় তিনি তা সরবরাহ করেন এবং ক্ষুধার যন্ত্রণা ও পিপাসার উপর ধৈর্যধারণ করার ক্ষমতা দান করেন, খাদ্য ও পানীয় যা পারে না। অনুরূপভাবে শরীরকে সুস্থ রাখা মহান আল্লাহ্র কাজ, এটা খানা-পিনার কাজ নয়’।[১৮]

হাফিয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) ‘আত-তিব্বুন নববী’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মোবারক যবান দিয়ে বের হওয়া হাদীছের বিষয়বস্তুর উপর চিকিৎসাশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ গবেষণা করেছেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল হাদীছে বর্ণিত সূক্ষ্মতত্ত্ব অনুসন্ধান। বিশেষত সে সকল চিকিৎসক, যারা রোগীদের চিকিৎসা করে থাকেন, তাদের জন্য এই হাদীছে অগণিত হেকমত রয়েছে। রোগীর পানাহারে ইচ্ছা না থাকার পেছনে হ’তে পারে রোগীর শরীর তখন রোগ নির্মূল করার কাজে ব্যস্ত থাকে, অথবা তার চাহিদা শেষ হওয়া, অথবা শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা কমে যাওয়া, কিংবা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কারণে পানাহারের চাহিদা কমে থাকতে পারে। মোটকথা কারণ যাই হোক, এমতাবস্থায় রোগীকে খাবার খেতে বাধ্য করা কোনভাবেই সমীচীন নয়’।

যে কারণে খাবার গ্রহণের চাহিদা থাকে না :

জ্ঞাতব্য বিষয় হ’ল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খাবারের প্রত্যাশী হওয়ার নামই ক্ষুধার্ত হওয়া। তবিয়ত এই খাবারের মাধ্যমে শরীরের ভেতরের নিষ্কাশনের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। কেননা পাকস্থলী থেকে দূরতম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাকস্থলীর নিকটতম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে খাবার গ্রহণ করে থাকে। এভাবে খাবার গ্রহণের ধারাবাহিকতা পাকস্থলী পর্যন্ত পৌঁছায়। যার ফলে মানুষের মধ্যে ক্ষুধার অনুভূতি হয় এবং খাবার তালাশ করে। যখন মানুষ রোগাক্রান্ত হয়, তখন তবিয়ত রোগের মূল উৎস চিহ্নিত করে তা প্রতিহত করার প্রতি মনোনিবেশ করে। তাই এ সময় রোগীর মাঝে খাবার-পানীয় গ্রহণের মতো কোন চাহিদাই থাকে না’।[১৯]

কাযী আয়ায (রহঃ) বলেন, وَالشَّرَابُ فِيْ حِفْظِ الرُّوحِ وَتَقْوِيمِ الْبَدَنِ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي، وَإِنْ كَانَ مَا بَيْنَ الْإِطْعَامَيْنِ وَالطَّعَامَيْنِ بَوْنًا بَعِيدًا অর্থাৎ আত্মাকে (রূহকে) হিফাযত রাখতে ও শরীরকে শক্তিশালী রাখতে খাবার ও পানির যে উপকার মহান আল্লাহ সেটা সরবরাহ করার মাধ্যমে তাদের (রোগীদের) শক্তিকে সংরক্ষণ করেন। যেমনটি হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি আমার রবের নিকট রাত্রি যাপন করেছি তিনি আমাকে খাদ্য খাওয়াইছেন ও পান করিয়েছেন। আর এ খাবার খাওয়ানো ও আমার খাবার মাঝে অনেক দূরত্ব ছিল’।[২০]

১২. *বুখারী হা/৫৬৮৯, ৫৪১৭।*
১৩. *বুখারী হা/৬৩৯০।*
১৪. *বুখারী হা/৫৪৯৭; মুসলিম হা/২২১৬; আহমাদ হা/২৫২৭৪।*
১৫. *তিরমিযী হা/২০৩৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৪৫, ৩৪৪৬।*
১৬. *ছহীহুল বুখারী (বঙ্গানুবাদ), তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা ৫/১৯৬ টীকা দ্রষ্টব্য।*
১৭. *তিরমিযী হা/২০৪০; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৪৪; ছহীহাহ হা/৭২৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৪৩৯।*
১৮. *তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৪৫৩ পৃঃ ২০৪০নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*
১৯. *আত-তিব্বুন নববী (ছাঃ), ১৫২ পৃঃ।*
২০. *মিরক্বাতুল মাফাতীহ, উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*

রোগীকে সান্ত্বনা প্রদানের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাসী করে তোলা : রোগ থেকে সুস্থতা লাভের অন্যতম একটি উপায় হ'ল রোগীর মাঝে এমন আত্মবিশ্বাস তৈরী হওয়া যে, এটা এমন কোন বড় রোগ নয়, এ থেকে তাড়াতাড়িই আমি সুস্থ হয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। রোগীর মধ্যে এ আত্মবিশ্বাস তৈরীতে সহযোগিতা করা তথা তাকে অভয় দেয়া ও সান্ত্বনা দেয়া উচিত। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন রোগীকে দেখতে গেলে বলতেন, لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ 'কোন ভয় নেই, আল্লাহ চান তো তুমি খুব শীঘ্রই ভালো হয়ে যাবে'।[২১]

বস্তুগত ঔষধ ছাড়াও মানসিক ঔষধ মানবদেহে অধিকতর দ্রুত কাজ করে। এমনকি সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, যে কোন রোগের আরোগ্য ৮০ শতাংশ নির্ভর করে রোগীর মানসিক শক্তির উপর। এমনকি ক্যান্সারের মত দুরারোগ্য ব্যাধিতেও বেদনার উপশম হয় রোগীর জোরালো মানসিক শক্তির উপরে। ইউরোপ-আমেরিকায় এখন রোগীকে মানসিক ঔষধ দেওয়া হচ্ছে এভাবে যে, তুমি বার বার বলা 'আমার কোন অসুখ নেই, আমি সুস্থ'। এভাবে পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানসিকভাবে শক্তিশালীগণ দ্রুত আরোগ্য লাভ করে হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন'।[২২]

সমাপনী : অন্যান্য দিক ও বিভাগের ন্যায় চিকিৎসা বিজ্ঞানেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অবদান অপরিসীম। কিন্তু আজ অনেক ক্ষেত্রেই নববী চিকিৎসা পদ্ধতি অজ্ঞাত ও অবহেলিত। মুসলিম জাতিও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চিকিৎসা পদ্ধতিকে যথার্থ মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে তারা বস্তুবাদী চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করে নিজেদের পকেট সাফ করে চলছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চিকিৎসা পদ্ধতি সহজসাধ্য, ব্যয়বহুল নয়। বিধায় এটা ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলের জন্য উপযোগী। অতএব মুসলিম গবেষকদের উচিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে ব্যাপকতর গবেষণা করা এবং এ চিকিৎসা মানুষের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়া। নববী চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করা অন্যান্য সুন্নাতের ন্যায় এটাও একটি সুন্নাত। অতএব এ মৃতপ্রায় সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করতে সকলের এগিয়ে আসা উচিত। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

২১. *বুখারী হা/৩৬১৬, ৫৬৫৬, ৫৬৬২; মিশকাত হা/১৫২৯।*

২২. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তাফসীরুল কুরআন, ৩০তম পারা (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় মুদ্রণ ২০১৩), পৃঃ ৫৬৭।*

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'**-এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো'আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

- জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
- রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
- স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
- রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
- কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরণের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার : ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	চেম্বার : ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল	চেম্বার : রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।	লক্ষীপুর, রাজশাহী।	শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬১৩২৩-৬, ০১৯১৫-৯৭৬৪৬।	মোবাইল : ০১৭১১-৩৪০৫৮২।	ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬
সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত।	দুপুর ৩.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত।	বিকাল ৫.০০ টা থেকে রাত্রি ৮.০০ টা পর্যন্ত।

তালাক সংঘটিত হওয়ার কারণ ও প্রতিকারের উপায়

*মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম**

(ফেব্রুয়ারী'২২ সংখ্যার পর)

১৪. স্বামী-স্ত্রীর হকের ব্যাপারে অজ্ঞতা : সমাজে তালাকের ব্যাপকতার আরেকটি কারণ হ'ল স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক হক সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অবহেলা। আর একে অপরের হক পালন না করার কারণে দু'জনের মাঝে দূরত্ব তৈরী হয়। যার পরিণতি হয় ভয়াবহ। স্বামীর হক সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، 'পুরুষেরা নারীদের অভিভাবক। এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা (নারীদের ভরণ-পোষণের জন্য) তাদের মাল-সম্পদ হ'তে ব্যয় করে থাকে' (*নিসা ৪/৩৪*)।

স্ত্রীর হক সম্পর্কেও হাদীছে বিস্তর আলোচনা এসেছে। যেমন হাকীম ইবনু মু'আবিয়া (রহঃ) তাঁর পিতা হ'তে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ- 'স্বামীদের উপর স্ত্রীদের কি হক? তিনি বলেন, যা সে খাবে তাকেও খাওয়াবে, আর সে যা পরিধান করবে তাকেও তা পরিধান করাবে। আর তার (স্ত্রী) চেহারায় মারবে না এবং তাকে গালি দিবে না। আর তাকে ঘর হ'তে বের করে দিবে না'।[১]

এই বাণী ভুলে গিয়ে অনেক স্ত্রী স্বামীর উপর কর্তৃত্ব চালাতে চায়। আবার কখনো কখনো স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে কোন মর্যাদাই দিতে চায় না। আবার স্ত্রীর ভালোর দিক লক্ষ্য না করে খারাপ দিক প্রাধান্য দেয় অথবা তুলনামূলকভাবে অধিক শাসন করে। যা কোন স্বামীর জন্য উচিৎ নয়।

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ، لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، 'তোমরা স্ত্রীদের জন্য মঙ্গলকামী হও। কারণ নারীকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বাঁকা হ'ল তার উপরের অংশ। যদি তুমি এটাকে সোজা করতে চাও, তাহ'লে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহ'লে তো বাঁকাই থাকবে। তাই তোমরা নারীদের জন্য মঙ্গলকামী হও'।[২] অন্য বর্ণনায় আছে, إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا، 'মহিলাকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে কখনোই একভাবে তোমার জন্য সোজা থাকবে না। অতএব তুমি যদি তার থেকে উপকৃত হ'তে চাও, তাহ'লে তার এ বাঁকা অবস্থাতেই হ'তে হবে। আর যদি তুমি তা সোজা করতে চাও, তাহ'লে তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর তাকে ভেঙ্গে ফেলা হ'ল তালাক দেওয়া'।[৩]

ধর্মীয় জ্ঞান না থাকায় স্বামী স্ত্রীর উপরে বেশী কর্তৃত্ব দেখায়, কোন ভুলের ছাড় দিতে চায় না। বন্ধ করে দেয় ক্ষমার দরজা। ফলে সংসারে অশান্তি শুরু হয়। এক পর্যায়ে পরিস্থিতি তালাকের দিকে গড়ায়।

১৫. মা-বোন অথবা অন্য কারো কুপরামর্শে প্রভাবিত হওয়া : আমাদের দেশের কিছু নারীর বদ অভ্যাস হ'ল অন্যকে কুপরামর্শ দেওয়া। সেই কুপরামর্শ অনেক পুরুষ গ্রহণ করে না। ফলে তাদের মাঝে অনৈক্য দেখা দেয়। অথবা বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের অনুসরণে আলাদা থাকার নীতি গ্রহণ করে। যৌথ পরিবার থেকে পরিত্রাণের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে স্ত্রী। অবশেষে পরিবারের পরিসমাপ্তি ঘটে ডিভোর্স অথবা তালাকের মাধ্যমে।

১৬. কুফূ বা সমতা সম্পর্কে অজ্ঞতা : বিবাহে কুফূর গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের মাঝে বংশ মর্যাদার তারতম্য রয়েছে। বংশের অহংকারে ভিন্ন পরিবারের সদস্যদের ছোট করে দেখার স্বভাব রয়েছে অনেকের মাঝে। অপরদিকে ধনী-গরীব ব্যবধান সর্বত্রই বিরাজমান। এমন বিপরীতমুখী দম্পতির মাঝে ফাঁটল ধরে অনেক ক্ষেত্রে। এজন্য সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখা যরূরী। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ 'তোমরা ভবিষ্যত বংশধরদের স্বার্থে উত্তম মহিলা গ্রহণ করো এবং সমতা (কুফূ) বিবেচনায় বিবাহ করো, আর বিবাহ দিতেও সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখো'।[৪] তাই কুফূবিহীন বিবাহও অনেকাংশে ডিভোর্স বা তালাকের জন্য দায়ী।

১৭. বিয়ের পর পড়াশুনা ও চাকুরী : অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিয়ের সময় স্বামী অথবা স্ত্রীর যে পরিমাণ পড়াশোনা থাকে বিয়ের পর পড়াশোনা করে তাদের কেউ বেশী এগিয়ে যায়।

** ভেরামতলী, শ্রীপুর, গাযীপুর।*

১. আবূদাঊদ হা/২১৪২; ৩২৫৯; ছহীহুত তারগীব হা/১৯২৯।

২. বুখারী হা/৫১৮৬; মিশকাত হা/৩২৩৮।

৩. মুসলিম হা/১৪৬৮; তিরমিযী হা/১১৮৮; মিশকাত হা/৩২৩৯।

৪. ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৮; ছহীহাহ হা/১০৬৭।

মাসিক আত-তাহরীক মে ২০২২ ২৫তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা

আবার বিয়ের সময় যে যে স্তরের চাকুরী ছিল পরবর্তীতে তার চেয়ে বড় চাকুরী পেয়ে যায়। এতে দু'জনের যে কোন একজন অহংকারী হয়ে পড়ে। ফলে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। অথবা ছাত্র জীবনে অবৈধ সম্পর্ক করতে গিয়ে বিয়েতে জড়িয়ে পড়ে। হুঁশ ফিরে আসলে পড়াশুনা করে বড় হওয়ার আশায় সম্পর্ক ভেঙ্গে দেয়। নতুন স্বপ্ন পূরণের আশায় পাড়ি জমায় কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের দিকে।

১৮. প্রতারণার শিকার : বর্তমান সময়ে সরলমনা অনেক নারী প্রতারণার শিকার হয়। চাকুরীর সুবাদে নিজ যেলা ছেড়ে পাড়ি জমায় জনবহুল এলাকায়। মিলিত হয় ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সাথে। নারীর সরলতার সুযোগে কোন পুরুষ প্রলোভন দেখিয়ে টেনে নেয় নিজের দিকে। প্রেমের প্রস্তাবে রাযী হয়ে অবশেষে বিবাহের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবন শুরু করে। কিন্তু ছেলের মোহ যখন কেটে যায়, তখন শুরু করে নির্যাতন। বাধ্য হয়ে স্ত্রী ডিভোর্সের পথ বেছে নেয়।

১৯. রাষ্ট্রীয় বিধানে তালাক সহজীকরণ : ধর্মীয় বিধানে তিন মাসে পবিত্র অবস্থায় তিন তালাকের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবন চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায়। আল্লাহ বলেন, الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 'তালাক (রাজঈ) হ'ল দু'বার। অতঃপর হয় তাকে ন্যায়ানুগভাবে রেখে দিবে, নয় সদাচরণের সাথে পরিত্যাগ করবে' *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিধানে কোর্টের মাধ্যমে এক বৈঠকে তিন তালাক কার্যকর হওয়ায় সহজে তালাক সংঘটিত হচ্ছে। অথবা মাযহাবী ফৎওয়ায় এক বৈঠকে প্রদত্ত তিন তালাক কার্যকর করায় সহজে কেউ রাগের বশবর্তী হয়ে তিনবার তালাক বলে স্ত্রীকে বিদায় করে দেয়। এ বিধান তালাকের পথকে সুগম করেছে।

২০. পরকীয়া : সমাজে ইসলামী পর্দা না থাকার কারণে নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায়। এতে কোন কোন সময় পরনারী বা পরপুরুষে আসক্ত হওয়ার ঘটনা ঘটে। যা এক সময় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়।

এছাড়া বিবাহিত পুরুষদের অনেকে দীর্ঘদিন স্ত্রীকে একসঙ্গে থাকার দাম্পত্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। ইচ্ছা-অনিচ্ছায় অনেকে বছরের পর বছর দূর প্রবাসে জীবন কাটিয়ে দেয়। অনেক নারীই পারিবারিক নানা কারণে স্বামীকে ফিরে আসার দাবী করতে পারে না। অনেক সময় দেখা যায়, স্বামী কাছে না থাকায় অন্য পুরুষের প্ররোচনায় কিংবা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে পরকীয়া বা অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। ফলে দেখা দেয় তালাক বা ডিভোর্সের প্রয়োজনীয়তা।

২১. জৈবিক চাহিদায় অক্ষমতা : স্বামী অথবা স্ত্রীর মধ্যে যে কোন একজনের স্নায়ুবিক দুর্বলতার কারণে অপরজন তালাক বা ডিভোর্সের শরণাপন্ন হয়ে থাকে। অক্ষম স্বামীর ঘর করতে চায় না স্ত্রী অথবা স্ত্রী স্বামীর চাহিদা মিটানোর মত উপযুক্ত না হ'লে তাকে নিয়ে ঘর করতে চায় না স্বামী। ফলে বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

২২. ধর্মীয় অনুশাসন ও মূল্যবোধের অভাব : ধর্মীয় অনুশাসনের বিষয়টি ব্যাপক। বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, জীবনদর্শন, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক, একে অপরের হক সম্পর্কে সচেতনতা- এসব ধর্মীয় অনুশাসনের অন্তর্ভুক্ত। এসবের ঘাটতির কারণে সম্পর্কের অবনতি হয়। তাছাড়া ইসলামী পর্দা রক্ষা করা এবং পরপুরুষ বা পরনারীর সাথে অবাধ মেলামেশা থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি ধর্মীয় অনুশাসনের অন্তর্ভুক্ত, যা পালন না করা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের অবনতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এসব কারণে পারস্পরিক বিশ্বাসে ঘাটতি হয়। যা এক সময় বিচ্ছেদের পর্যায়ে গড়ায়।

২৩. তথ্য-প্রযুক্তির প্রভাব : তথ্য প্রযুক্তির কারণে বর্তমানে ঘরে বসে বহির্বিশ্বের সংবাদ ও সাংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। ফলে দেশের অনুকরণপ্রিয় মানুষ বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ করে। তাদের মত খোলামেলা চলতে ও তাদের মত পোষাক পরিধান করতে চায়। আচার-আচরণে বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে। ফলে এসব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে দূরত্ব তৈরী করে। তাছাড়া পুরুষ-নারী বিদেশী চ্যানেল ও বিভিন্ন ধরনের সিরিয়াল দেখে সাংস্কৃতিক দিক থেকেও প্রভাবিত হচ্ছে। এসব কারণেও সংসার ভাঙছে।

২৪. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম : বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দূর দেশের নারী-পুরুষের মাঝে যোগাযোগ ও পরিচয় হচ্ছে। প্রথমে পরিচয় থেকে আলাপচারিতা, অতঃপর তা মন দেয়া-নেয়ার পর্যায়ে গড়ায়। ফলে এক সময় সে নিজের আপনজন ছেড়ে নতুন সঙ্গীর সান্নিধ্য পেতে সেখানে পাড়ি জমায়। এভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হয়, ভাঙ্গে পরিবার-সংসার।

২৫. আদর্শিক ভিন্নতা : আমাদের দেশে নানা আদর্শ-বিশ্বাসের মানুষ আছে। কেউ মাযহাবী, কেউ আহলেহাদীছ, কেউবা ছূফী, কেউ অন্য কোন বিশ্বাসের। এই ভিন্ন বিশ্বাসের পুরুষ-নারীর মাঝে বিবাহ হ'লে অনেক ক্ষেত্রে একে অপরকে ভালভাবে গ্রহণ করতে পারে না। নতুন আক্বীদা-আমলের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর ভিন্ন বিশ্বাস ও আমলকে মেনে নেয় না। আবার স্ত্রীও হক ছেড়ে বাতিল গ্রহণ করতে রাযী হয় না। ফলে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

২৬. উচ্চাভিলাষ : অনেকে ধনী প্রতিবেশী বা পার্শ্ববর্তী সচ্ছলদের অবস্থা দেখে নিজেও তাদের মত হওয়ার স্বপ্ন দেখে। তাদের মত অভিজাত চাল-চলন ও দামী পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার ও গাড়ী-বাড়ির আকাঙ্ক্ষা করে। ফলে নারী সেটা না পেলে স্বামীর সাথে দুর্ব্যবহার করে। অনেক সময় স্বামী পরের দামী গাড়ী, ভাল ব্যবসা বা চাকুরীর জন্য শশুর বাড়ী থেকে টাকা আনার জন্য স্ত্রীকে চাপ প্রয়োগ করে। এসব নিয়ে মনোমালিন্য থেকে দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদের রূপ পরিগ্রহ করে।

www.at-tahreek.com

২৭. রূঢ় আচরণ ও বদমেজায : স্বামী-স্ত্রী দু'জনের প্রচেষ্টায় ও উভয়ের সুন্দর আচার-ব্যবহারে দাম্পত্য জীবন হয়ে উঠে মধুময়, সংসার হয় শান্তি-সুখের আলয়। কিন্তু যে কোন একজনের রূঢ় আচরণ বা বদমেজায সুখের নীড়কে তছনছ করে দিতে পারে। তাই উভয়ের মধ্যে মানিয়ে নেওয়ার সম্পর্ক তৈরী করার চেষ্টা করা যরূরী। কিন্তু কোন একজন বা দু'জনই ভিন্ন আচরণের হ'লে দিনে দিনে আরো বেশী দূরত্ব তৈরী হয়। ভিতরের চাপা ক্ষোভ এক সময় বিষ্ফোরিত হয়ে বিচ্ছেদ আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

তালাকের অশুভ পরিণতি :

১. সন্তানের দুরাবস্থা : পিতা-মাতার বিচ্ছিন্নতা সন্তানের জন্য দুর্বিসহ যন্ত্রণা বয়ে আনে। হয় পিতার সাথে, না হয় মায়ের সাথে থাকতে হয় সন্তানদের। এতে পিতার স্নেহ থেকে অথবা মাতার আদর-যত্ন ও লালন-পালন থেকে বঞ্চিত হয়। আবার পিতা-মাতাও নতুন সংসারের ব্যবস্থা করে। সেক্ষেত্রে অনেক সন্তান মযলূম বা অত্যাচারিত হয় সৎ পিতা অথবা সৎ মাতার দ্বারা। অথবা উভয় পক্ষ থেকে বঞ্চিত হয়ে ভোগ করে দুর্বিসহ জীবন। এতে তারা পড়াশুনায় অমনোযোগী হয়ে যায়। এভাবে মাতা-পিতার তালাক জনিত কারণে বিচ্ছিন্ন সন্তান একসময় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। জায়গা করে নেয় পথশিশুর কাতারে অথবা নেশাখোরের আস্তানায়। সারকথা হ'ল পিতা-মাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সন্তানদের দুর্ভোগ, কষ্ট, নিরাপত্তাহীনতা, পারিবারিক অশান্তি সীমাহীন। ফলে এসব শিশু দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

২. অসুখী দম্পতি : তালাক বা ডিভোর্সের কারণে এমন পরিবারকে কেউ ভাল চোখে দেখে না। এমনকি ঐ দম্পতি অসংলগ্ন হয়ে থাকে। চাল-চলন হয়ে থাকে অস্বাভাবিক, যা মানুষ সাধারণত আশা করে না। স্ত্রীকে হারিয়ে স্বামী অথবা স্বামীকে হারিয়ে স্ত্রী পূর্বের সংসারের কথা স্মরণ করে পাগলপারা হয়ে পড়ে। অশান্তিতে কাটে তাদের জীবন।

৩. পিতামাতা বা অভিভাবকের কষ্ট : তালাকের কারণে স্বামী বা স্ত্রীর পিতা-মাতা কিংবা অভিভাবক বিব্রতকর পরিস্থিতির শিকার হন। তালাক দাতা বা তালাকপ্রাপ্তা কাউকে সমাজ ভাল চোখে দেখে না। তাদের কারণে পরিবারের সদস্যরা বিশেষত পিতা-মাতা বা অভিভাবক সমাজে অসম্মানিত হয়। আবার তাদেরকে নতুনভাবে বিবাহ দিতে পিতা-মাতা বা অভিভাবককে পড়তে হয় দুশ্চিন্তায়, শিকার হন বিড়ম্বনার। তাই তালাক বা ডিভোর্স কারো জন্য সুখকর হয় না।

প্রতিকার :

তালাক থেকে পরিত্রাণের জন্য নিম্নের বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।-

১. উত্তম আদর্শ বাস্তবায়ন : মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে' *(আহযাব ৩৩/২১)*।

রাসূলের আদর্শে জীবন গড়ে পারিবারিক সম্পর্ক উন্নয়ন বা স্থায়ী করা সম্ভব। তিনি তাঁর একাধিক স্ত্রীর সাথে কি ধরনের আচরণ করতেন তা জেনে সে মোতাবেক কাজ করতে হবে। তিনি স্ত্রীদের খাবার প্রস্তুত করতে সহযোগিতা করতেন। তাদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করতেন। এতে বুঝা যায় স্ত্রীকে নিয়ে বৈধ আনন্দ উৎসবে অংশগ্রহণ করে স্ত্রীকে আনন্দিত করতে হবে। স্ত্রীদের নিয়ে কৌতুকের বা মজাদার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়। অন্যায় অপরাধ দেখলে ধৈর্যের সাথে ঠাণ্ডা মাথায় প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। একাধিক স্ত্রীর মাঝে ভুল সংশোধনে নম্রতার আশ্রয় নিতে হবে। আন্তরিকতার সাথে সমাধান করতে হবে। পারিবারিক কাজ-কর্মে স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ করে সম্পাদন করতে হবে। এক্ষেত্রে কখনো কখনো স্ত্রীদের পরামর্শ প্রাধান্য দিতে হয়। স্ত্রীদের যথোপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করলে কখনো মনোমালিন্য সৃষ্টি হবে না। বরং আন্তরিকতা আরো বৃদ্ধি পাবে। অনেকেই স্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করে না, এটা উচিৎ নয়। রাসূল (ছাঃ) কখনো খাবারের ভুল ধরতেন না। খাবার উপযুক্ত হ'লে খেতেন অন্যথা বিরত থাকতেন। এমনিভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে সহনশীল মনোভাব দেখালে সম্পর্কের উন্নতি হয়।

২. নারীর বৈধ অধিকার প্রদান : ইসলাম নারীকে তার ইয্যত রক্ষায় ও দাম্পত্য জীবনের শান্তি ধরে রাখতে বৈধভাবে জীবন পরিচালনার অধিকার দিয়েছে। সুতরাং স্ত্রীকে তার অধিকার প্রদান করলে সংসার সুখের হবে।

৩. স্নায়ুবিক দুর্বলতা বা শারীরিক অক্ষমতায় করণীয় : যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীর জৈবিক চাহিদা পূরণে অক্ষম হয় কিংবা যৌন দুর্বলতার কারণে স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা না হয় তাহ'লে স্ত্রী তার স্বামীকে এক বছর পর্যন্ত চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ দিবে। যদি চিকিৎসার পরেও স্বামীর অবস্থার পরিবর্তন না হয় এবং নারী যদি ধৈর্যধারণ করতে না পারে তাহ'লে সে তার স্বামী বা পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে খোলা করতে পারে। তবে যেসব স্ত্রী কারণ ছাড়াই স্বামীর কাছে তালাক চায় হাদীছে তাদের ব্যাপারে কঠোর পরিণতির কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি কোন নারী (স্ত্রী) অহেতুক তার স্বামীর কাছে তালাক চায় তবে তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধিও হারাম হয়ে যায়'।[৫]

৪. চলাচলে সতর্কতা : অবাধ, উচ্ছৃঙ্খল ও অশালীন চলাফেরা পরিত্যাগ করতে হবে। প্রয়োজন ব্যতীত ঘর থেকে বের হওয়া যাবে না। কর্মক্ষেত্রের নামে যৌথ কর্মসংস্থান পরিহার করা অত্যন্ত যরূরী।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের টানাপোড়েন বা দুর্বলতার সমাধানে নিম্নে বর্ণিত কিছু পরামর্শ-

৫. *আবূদাঊদ হা/২২২৬।*

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ব্যবহার শালীন হ'তে হবে। দু'জনকে ধৈর্যশীল ও পরমতসহিষ্ণু হ'তে হবে। অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। একে অপরের হক সাধ্যমত আদায় করতে হবে, রাগ দমন করতে হবে এবং পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব সচেতন এবং সহমর্মী হ'তে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 'তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর' *(নিসা ৪/১৯)*।

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত।,তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ 'কোন মুমিন যেন মুমিনাকে ঘৃণা না করে (বা তার প্রতি শত্রুতা পোষণ না করে); যদি তার কোন আচরণে সে অসন্তোষ প্রকাশ করে, তবে অন্য আর এক আচার-ব্যবহারে সন্তুষ্টি লাভ করবে'।[৬]

অবশেষে কিছুতেই সংশোধনের সম্ভব না হ'লে উভয় পক্ষের অভিভাবকের মাধ্যমে ফায়ছালা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا، 'আর যদি তোমরা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা কর, তাহ'লে স্বামীর পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত কর। যদি তারা উভয়ে মীমাংসা চায়, তাহ'লে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে (সম্প্রীতির) তাওফীক দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও তোমাদের সবকিছু অবগত' *(নিসা ৪/৩৫)*।

৫. খাঁটি ঈমানদার হওয়া যরূরী। অন্যথা নানামুখী গযব পাকড়াও করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، 'জনপদের অধিবাসীরা যদি বিশ্বাস স্থাপন করত ও আল্লাহভীরু হ'ত, তাহ'লে আমরা তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ারসমূহ খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের দরুণ আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম' *(আ'রাফ ৭/৯৬)*।

পরিশেষে বলব, সব মুদ্রারই যেমন দু'টি পিঠ আছে, তেমনি সব জিনিসেরই ভাল-খারাপ দু'টি দিক আছে। কিছু মানুষ অনেক সময় তালাকের অপব্যবহার করে। এমনকি কোন পরিস্থিতিতে কি ধরনের অপরাধে তালাক দেওয়া যায় এবং তার পদ্ধতিগত ধাপগুলি ঠিকঠাক মানা হ'ল কি-না সেটা ভাবে না। সর্বোপরি দেখা দরকার পারস্পরিক সংশোধন ও সম্পর্কের পুনর্জাগরণের সুযোগ দেওয়া হ'ল কি-না। এসব কিছু না ভেবে নিছক হঠকারিতা কিংবা বহুবিবাহের লিপ্সা থেকে তাৎক্ষণিক তিন তালাককে বিবাহবিচ্ছেদের সহজলভ্য ছাড়পত্র বানানো ইসলাম সমর্থন করে না। এর ফলে কত পুরুষ-নারীর জীবনে অন্ধকার নেমে এসেছে, কত ছেলে-মেয়ে তাদের পিতা-মাতা থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে, আর কত শত পরিবার এর অশুভ পরিণতির নির্মম শিকারে পরিণত হয়েছে তা অবগত হ'লে চোখ অশ্রুসিক্ত হবে, অন্তর ব্যথাতুর হবে। আবার কিছু মানুষের ভুলের জন্য ইসলামের তালাক নিয়ে ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বহু ভ্রান্ত ধারণা জন্ম নিয়েছে এবং তারা ইসলামের অনেক সমালোচনা করে থাকে। এ ব্যাপারে সবারই সচেতন ও সহনশীল হওয়া এবং শেষ সময় পর্যন্ত মানবিকভাবে বিবাহ রক্ষার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যে, সুখের সংসার ছোট ছোট এমন কিছু কারণে ভেঙ্গে যায় যেগুলোকে কখনো আমরা গুরুত্ব দেই না। তাই সবসময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা সকল নারী-পুরুষকে ধৈর্যধারণ করার তাওফীক দান করুন। সকলকে দুনিয়া ও পরকালীন জীবনে শান্তি ও সফলতার জন্য সংশোধিত হওয়ার তাওফীক দিন-আমীন!

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম ও দুস্থ প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধীক ইয়াতীম ও দুস্থ (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে ইয়াতীম ও দুস্থ প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের মাধ্যম

পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, **হিসাব নম্বর** ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ, নগদ ও রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭, ০১৭২২-৬২০৩৪০-৮।
বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

৬. *মুসলিম হা/১৪৬৯; মিশকাত হা/৩২৪০।*

মাসিক আত-তাহরীক মে ২০২২ ২৫তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা

দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকার

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

(৫ম কিস্তি)

দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকার করার উপায়

১. ঈমান তাযা রাখা :

মযবূত ঈমান আল্লাহ্র পথে ত্যাগ স্বীকারের মূল হাতিয়ার। ঈমান তাযা না থাকলে আল্লাহ্র পথে যে কোন ধরনের কষ্ট স্বীকারে বান্দা অপারগ হয়ে যায়। ঈমানী দুর্বলতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার কারণে মুসলিমদের উপর যাবতীয় দুর্গতি নেমে এসেছে। ঈমানী দুর্বলতার কারণে আমরা আল্লাহ্র ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতে পারি না, কুরআনের মাধ্যমে প্রভাবিত হই না, সহজেই গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ি। ফলে আমাদের হৃদয় থেকে বিলুপ্ত হয়েছে ত্যাগ স্বীকারের মূল স্পিরিট। আমাদের ঈমানী শক্তি খর্ব হওয়ার বিবিধ কারণের মধ্যে অন্যতম হ'ল- আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল থাকা, শারঈ জ্ঞান ও ঈমানী পরিবেশ থেকে দূরে থাকা, দুনিয়াদার ও গুনাহগারদের সাথে অধিক মেলামেশা, দুনিয়ার মোহ, উচ্চাকাংখা-বিলাসিতা ও ধন-সম্পদ নিয়ে মেতে থাকা প্রভৃতি।

সুতংরাং এই ঈমানী দুর্বলতা থেকে কটিয়ে ওঠার জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করা অতীব যরূরী। ঈমানকে তাযা রাখার প্রধানতম উপায় হ'ল-

(ক) আল্লাহ্র পরিচয় জানা : ঈমানের প্রবৃদ্ধি এবং মযবূতির শ্রেষ্ঠতম উপাদান হ'ল আল্লাহ্র পরিচয় জানা বা তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করা। তাওহীদের জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে আল্লাহ্র ভালবাসা, ভয়, তাওয়াক্কুল প্রভৃতি গুণাবলীতে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 'বস্ততঃ আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে' *(ফাত্বির ৩৫/২৮)*। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র পরিচয় জানে, তারাই আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে। ফলে তাদের ঈমান মযবূত হয়ে পূর্ণতা লাভ করে। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, لو عرف العبد كل شىء و لم يعرف ربه، فكأنه لم يعرف شيئا، 'বান্দা যদি সবকিছুর জ্ঞান অর্জন করে, কিন্তু তার রবের পরিচয় না জানে, তাহ'লে সে যেন কোন জ্ঞানই অর্জন করেনি'।[১] যুন-নূন মিছরী (রহঃ) বলেন, مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ وَجَدَ طَعْمَ الْعُبُودِيَّةِ وَلَذَّةَ الذِّكْرِ وَالطَّاعَةِ، 'যে ব্যক্তি তার রবকে চিনতে পারল, সে আল্লাহ্র দাসত্ব, যিকির ও আনুগত্যের স্বাদ উপভোগ করতে পারল'।[২]

(খ) কুরআন তেলাওয়াত ও অনুধাবন করা : আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ- 'মুমিন কেবল তারাই, যখন তাদেরকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করানো হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভয়ে কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে' *(আনফাল ৮/২)*। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য হ'ল- যখন সে কুরআন তেলাওয়াত করে এর মর্ম অনুধাবন করে, তখন তার হৃদয় ভীত-প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। ফলে সে আল্লাহ্র নির্দেশসমূহ মান্য করে চলে এবং নিষেধ সমূহ বর্জন করে। তখন তার ঈমান বৃদ্ধি পায়, মযবূত হয় এবং সার্বিক জীবনে সে আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল হয়'।[৩]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, إِذا أردْت الِانْتِفَاع بِالْقُرْآنِ فاجمع قَلْبك عِنْد تِلَاوَته وسماعه وألْقِ سَمعك واحضر حُضُور من يخاطبه بِهِ من تكلّم بِهِ سُبْحَانَهُ مِنْهُ إِلَيْهِ فانه خَاطب مِنْهُ لَك على لِسَان رَسُوله، 'যদি তুমি কুরআনের মাধ্যমে উপকৃত হ'তে চাও, তাহ'লে কুরআন তেলাওয়াত ও শ্রবণের সময় গভীর মনোনিবেশ কর। নিবিষ্টচিত্তে কুরআন শ্রবণ কর এবং যিনি কুরআনে তোমাকে সম্বোধন করে তোমার সাথে কথা বলছেন, সেই সত্তার দরবারে তোমার উপস্থিতি অনুভব কর। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর যবানে কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তোমাকেই সম্বোধন করেছেন'।[৪] জাবের আল-জাযায়েরী (১৯২১-২০১৮খ্রি.) বলেন, 'ঈমানকে শক্তিশালী করার জন্য গভীর অনুধাবনে কুরআন অনুধাবন করা আবশ্যক'।[৫]

(গ) আল্লাহ্র সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা : আল্লাহ্র সৃষ্টিকুল নিয়ে চিন্তা-গবেষণা একটি বড় ধরনের ইবাদত, যার মাধ্যমে ঈমান ও ইয়াক্বীন সুদৃঢ় হয়। আল্লাহ বলেন, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ- 'নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিবসের আগমন-নির্গমনে জ্ঞানীদের জন্য (আল্লাহ্র) নিদর্শন সমূহ রয়েছে' *(আলে ইমরান ৩/১৯০)*। এই আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ويلٌ لمن قرأها و لم يتفكّرْ فيها، 'ধ্বংস সেই ব্যক্তির জন্য, যে এই আয়াত পাঠ করে, অথচ তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না'।[৬]

---

* এম.এ (অধ্যয়নরত) আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তাবি) ১/৮৬।*
২. *বায়হাক্বী, আয-যুহদুল কাবীর, পৃ. ১১১।*
৩. *তাফসীর ইবনে কাছীর ৪/১১।*
৪. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ২য় মুদ্রণ, ১৩৯৩হি./১৯৭৩খ্রি.), পৃ. ৩।*
৫. *আবু বকর জাবের আল-জাযায়েরী, আয়সারুত তাফাসীর ১/৫১৬।*
৬. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬২০; সিলসিলা ছহীহা হা/৬৮; সনদ ছহীহ।*

www.at-tahreek.com

(ঘ) দ্রুত নেকীর কাজ সম্পাদন করা : ঈমান তাযা রাখার কার্যকরী উপায় হ'ল নেকীর কাজ দ্রুত সম্পাদন করে ফেলা। একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদের বললেন, مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ 'আজ তোমাদের মধ্যে কে ছিয়াম পালন করেছ?' আবূ বকর (রাঃ) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ 'তোমাদের মধ্যে কে আজ জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণ করেছ?' আবূ বকর (রাঃ) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟ 'তোমাদের মধ্যে কে কোন মিসকীনকে আজ আহার করিয়েছ?' আবূ বকর (রাঃ) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟ 'তোমাদের মধ্যে কে আজ একজন রোগীকে দেখতে গিয়েছ?' আবূ বকর (রাঃ) বললেন, আমি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ 'যার মাঝে এই গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৭]

এই ঘটনার মাধ্যমে বোঝা যায়, আবূবকর (রাঃ) সময়কে এমনভাবে কাজে লাগাতেন যে, নেকীর কাজ করার কোন সুযোগকেই তিনি হাতছাড়া করতেন না। বরং সঙ্গে সঙ্গে তা দ্রুত সম্পাদন করে ফেলতেন। সালাফে ছালেহীনের অনেকের জীবনাচারে এ ধরনের আমল লক্ষ্য করা যায়। যেমন হাম্মাদ ইবনু সালামাহ (রহঃ)-এর ব্যাপারে ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী বলেন, যদি হাম্মাদ (রহঃ)-কে বলা হয় যে, আপনি আগামীকাল মৃত্যুবরণ করবেন; তাহ'লেও তার কোন আমল বৃদ্ধি করার প্রয়োজন পড়বে না।[৮] রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, التُّؤَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ 'সকল কাজে ধীরতা অবলম্বন করা উত্তম, কিন্তু আখেরাতের আমল সম্পাদনের ক্ষেত্রে নয়'।[৯]

(ঙ) মৃত্যুকে স্মরণ করা : বেশী বেশী মৃত্যুকে স্মরণ করার মধ্যমে ঈমান তাযা থাকে। ফলে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে দেহ-মন তৎপর থাকে। আবূ হামিদ আল-লাফ্ফাফ (রহঃ) (মৃ. ২৪০ হি.) বলেন, مَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ أُكْرِمَ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ؛ تَعْجِيلِ التَّوْبَةِ وَقَنَاعَةِ الْقُوتِ وَنَشَاطِ الْعِبَادَةِ، 'যে ব্যক্তি মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করে, তাকে তিনভাবে সম্মানিত করা হয়: দ্রুত তওবা, অল্প জীবিকায় পরিতুষ্টি এবং ইবাদতের উদ্যমতা'।[১০]

সুতরাং পাপ ও নিষিদ্ধ কাজ পরিহার করে নিজেকে সর্বদা আল্লাহ্র আনুগত্যে নিয়োজিত রাখা যরূরী। যাতে আমাদের ঈমান তাযা থাকে এবং আল্লাহ্র পথে যে কোন ধরনের ত্যাগ স্বীকারের জন্য দেহ-মন সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

২. সাহসী হওয়া :

আল্লাহ্র পথে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য সৎ সাহস থাকা আবশ্যক। ভীরু-কাপুরুষেরা তাওহীদের কালেমা সাহসী কণ্ঠে উচ্চারণ করতে পারে না এবং সমাজের বুকে থেকে শিরক-বিদ'আতের শিকড় উপড়াতে সক্ষম হয় না। যুগে যুগে সাহসী বীর মুজাহিদীনের মাধ্যমে ইসলাম বিজয়ী হয়েছে। সমাজের বুক থেকে অন্যায়-অবিচার অপসৃত হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন সাহসী পুরুষ। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، 'নবী (ছাঃ) ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন এবং সর্বাপেক্ষা সাহসী ও দানশীল'।[১১]

এমনকি তিনি ছাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে বায়'আত নিয়েছেন এই মর্মে যে, তারা যেন হক কথা বলতে ভয় না পায় এবং জান্নাতের রাজপথে বীরদর্পে চলতে কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে। উবাদাহ ইবনে ছামেত (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিকটে বায়'আত গ্রহণ করেছিলাম। তন্মধ্যে অন্যতম বায়'আত ছিল এই যে, أَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، 'আমরা যেখানেই থাকি না কেন হকের উপর সুদৃঢ় থাকব বা হক কথা বলব। আর আল্লাহ্র পথে চলতে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে আমরা পরওয়া করব না'।[১২] সাহসিকতার ফযীলত বর্ণনা করে নবী (ছাঃ) বলেছেন, أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ، 'সর্বাপেক্ষা ফযীলতপূর্ণ জিহাদ হচ্ছে যালেম শাসক বা অত্যাচারী নেতার সমানের ইনছাফপূর্ণ কথা বলা'।[১৩]

সেকারণ ছাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সাহসিকতার মূর্ত প্রতীক। বদর, ওহোদ, খন্দক, খায়বার ও মুতার যুদ্ধে তারা যে সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বদর যুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন ছাহাবী বিশাল কাফের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে আদৌ পরওয়া করেননি। মুতার যুদ্ধে ৩০০০ মুসলিম সৈন্যের বিপরীতে ছিল ২ লাখ রোমক খ্রিষ্টান সৈন্যের বিশাল বাহিনী। মুসলিম বাহিনী প্রথমে একটু দুশ্চিন্তায় পড়লেও

---

৭. ছহীহ মুসলিম হা/১০২৮।
৮. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৪৪৭।
৯. মুসনাদে আবী ইয়া'লা হা/৭৯২; সিলসিলা ছহীহা হা/১৭৯৪; সনদ ছহীহ।
১০. সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ৪১।
১১. বুখারী হা/২৮২০; তিরমিযী হা/১৬৮৭; মিশকাত হা/৫৮০৪১।
১২. বুখারী হা/৭২০০; মুসলিম হা/১৭০৯; নাসাঈ হা/৪১৫৪; ইবনু মাজাহ হা/২৮৬৬।
১৩. আবূদাঊদ হা/৪২৯৩; তিরমিযী হা/২১৭৪; ইবনু মাজাহ হা/৪০১২; মিশকাত হা/৩৭০৫; সনদ ছহীহ।

আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ)-এর অগ্নিঝরা বক্তব্যে উদ্দীপ্ত হয়ে ছাহাবায়ে কেরাম শাহাদাতের তামান্নায় জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অতঃপর আল্লাহ মুসলমানদের বিজয় দান করেন। এভাবে যুগ যুগান্তরে সাহসী, উদ্যমী ও নির্ভীক মানুষের মাধ্যমে আল্লাহ দ্বীন ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। মুসলমানদের এই সাহসিকতার মূল উৎস হ'ল তাদের ঈমানী শক্তি। কাফের-মুশরেকরা এই ঈমানী শক্তিকে সবচেয়ে বেশী ভয় পায়। কেননা মুসলমানদের কাছে সংখ্যার আধিক্য বিজয়ের মাপকাঠি নয়। বরং দৃঢ় ঈমান, আত্মত্যাগের সৎসাহস ও আল্লাহ্র উপরে একান্ত নির্ভরশীলতাই তাদের বিজয়ের মূল হাতিয়ার। ড. সাঈদ আল-ক্বাহত্বানী (রহঃ) বলেন, من أعظم أسباب النصر: الاتصاف بالشجاعة والتضحية بالنفس والاعتقاد بأن الجهاد لا يقدم الموت ولا تؤخره؛ '(দ্বীনের পথে) বিজয় লাভের অন্যতম বড় মাধ্যম হ'ল সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের গুণে গুণান্বিত হওয়া এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, জিহাদ মৃত্যুকে পিছাতে বা আগাতে পারে না'।[১৪]

সুতরাং ভীরুতা ও কাপুরুষতা পরিহার করে সাহসিকতার গুণ অর্জন করা যরূরী। কেননা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আপতিত বিবিধ পরীক্ষা, জিহাদ ও ত্যাগ স্বীকারের পথে শয়তান সর্বদা মানুষকে ভীরুতার কানপড়া দেয়। শয়তানের এই কুমন্ত্রণাকে সাহসিকতার সাথে মুকাবিলা করতে হয়। কারণ শয়তানের প্ররোচনায় পিছিয়ে গেলেই ব্যর্থ হ'তে হয়। যেমন ইবরাহীম (আঃ) যখন তার প্রাণাধিক পুত্রকে যবেহ করতে উদ্যত হন, তখন শয়তান তাকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তিনি সাহসী পদক্ষেপে শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন। ফলে আল্লাহ্র নামে স্বীয় পুত্রকে উৎসর্গ করে তিনি সফল হয়েছেন। সুতরাং বান্দা যদি কুফরী শক্তিকে ভয় না করে সাহসিকতার পরিচয় দিতে পারে, তাহ'লে সমাজ সংস্কার ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার তার জন্য সজহসাধ্য হবে ইনশাআল্লাহ।

৩. আখেরাতমুখী জীবন গঠন করা :

মানুষের জীবন যখন আখেরাতমুখী হয়, তখন সে জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে বেশী পসন্দ করে। ফলে সে আল্লাহ্র দ্বীনের জন্য যে কোন ঝুঁকি নিতে পারে এবং জান-মাল, সময়-শ্রম সবকিছু তাঁর পথে উৎসর্গ করতে কখনো পিছপা হয় না। ছাহাবায়ে কেরাম নির্যাতনের কষ্ট সহ্য করেছেন, শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছেন, শেষতক জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন, তথাপি দ্বীন ত্যাগ করেননি। যখন খোবায়েব (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তার উপর নেমে আসে নির্যাতনের স্টিম রোলার। হত্যার জন্য তাকে শূলে চাড়ানো হ'লে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। বরং জান্নাতের আকাঙ্ক্ষায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন, তবু দ্বীন পরিত্যাগ করেননি। শূলে চড়ার আগে তিনি দশ লাইনের এক জ্বালাময়ী কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন, যা তার তেজোদীপ্ত ঈমান ও আখেরাতমুখী জীবনের পরিচয় বহন করে। তন্মধ্যে দু'টি লাইন ছিল নিম্নরূপ–

وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا * عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِي

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ * يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

'আমি যখন মুসলিম হিসাবে নিহত হই তখন আমি কোনো কিছুর পরোয়া করি না যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমাকে কোন্ পার্শ্বে শোয়ানো হচ্ছে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আমার মৃত্যু হচ্ছে। তিনি ইচ্ছা করলে আমার খণ্ডিত টুকরা সমূহে বরকত দান করতে পারেন'।[১৫]

অনুরূপভাবে আছেম ইবনে ছাবেত, যায়েদ ইবনে দাছিনাহ, ইয়াসির পরিবারসহ প্রমুখ ছাহাবায়ে কেরাম ইসলামের জন্য নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন এবং শেষতক জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, তবুও দ্বীনকে পরিত্যাগ করেননি। বরং ঈমানকে দেহ পিঞ্জরে স্বযত্নে আগলে রেখেছেন। তাদের এই ত্যাগের প্রেরণা ছিল একটাই, সেটা হ'ল পরকালে জান্নাত লাভের আকাঙ্ক্ষা। ১৩ই নববী বর্ষে বায়'আতে কুবরাতে মদীনা থেকে আগত ৭৫ জন ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর হিজরতের পর নিজেদের জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি ও সম্ভ্রান্ত লোকদের হত্যার বিনিময়ে হ'লেও তাঁর নিরাপত্তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। অতঃপর বলেন, فَمَا لَنَا بِذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ نَحْنُ وَفَّيْنَا (بِذَلِكَ)? 'হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আমরা এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি, তবে এর বিনিময়ে আমাদের কি পুরস্কার রয়েছে?'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাত্র একটি শব্দ দিয়ে উত্তর দিয়ে বললেন, 'জান্নাত'।[১৬] সেই জান্নাত লাভের উদগ্র বাসনা নিয়েই তারা শত যুলুম-নির্যাতনকে বুক পেতে সহ্য করেছেন, জান-মাল বাজি রেখে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছেন এবং নিজেদের সর্বস্ব তাঁর পথে বিলিয়ে দিয়েছেন। আমরাও যদি ছাহাবায়ে কেরামের মতো আমাদের জীবনকে আখেরাতমুখী করতে পারি, তাহলে দ্বীনের পথে যাবতীয় অপবাদ, নিন্দাবাদ ও অত্যাচার সহ্য করার অজেয় শক্তি লাভ করতে পারব। ইনশাআল্লাহ।

৪. দানের অভ্যাস গড়ে তোলা :

আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ ও ত্যাগ স্বীকারের অন্যতম উৎকৃষ্ট উপায় হ'ল দান-ছাদাক্বাহ। মহান আল্লাহ জীবন উৎসর্গের আগে মাল উৎসর্গ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

---

১৪. ড. সাঈদ আল-ক্বাহত্বানী, আল-হিক্মাহ ফিদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ (সঊদী আরব : ওয়ারাতুশ শুঊন আল-ইসলামিইয়াহ, প্রথম প্রকাশ, ১৪২৩হি.) ২/৫৩৮।

১৫. বুখারী হা/৩০৪৫, ৩৯৮৯; মুসনাদে আহমাদ হা/৮০৯৬।

১৬. ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিইয়াহ, তাহক্বীক্ব : মুছত্বফা সাক্বা ও অন্যান্যগণ, (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, তাবি) ১/৪৪৬।

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ– 'আর তোমরা জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে তোমাদের মাল দ্বারা ও জান দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানো' *(তাওবাহ ৯/৪১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ، 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর তোমাদের জান-মাল এবং যবান দ্বারা'।[১৭] শায়খ ইবনু বায (রহঃ) বলেন, সম্পদের মাধ্যমে জিহাদ করার উপকারিতা ব্যাপক। কেননা জিহাদের সরঞ্জামাদি কিনতে, মুজাহিদদের ভরণপোষণ নির্বাহে, খাদ্য-পানীয় কেনার জন্য এবং আল্লাহ্‌র পথের দাঈদের সেবার জন্য অর্থ-সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সুতরাং উপকারের দিক থেকে দ্বীনের জন্য অর্থ-সম্পদ বেশী উপকারী। তাই মহান আল্লাহ জীবন বিলিয়ে দেওয়ার আগে মাল উৎসর্গ করতে বলেছেন।[১৮]

সেজন্য রাসূল (ছাঃ) কোন জিহাদে অংশগ্রহণের আগে দান-ছাদাক্বাহর মাধ্যমে মাল উৎসর্গ করতে বলতেন। যেমন তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ، 'যে বক্তি জায়শুল উসরাহ বা তাবূক যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য দান করবে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত'।[১৯] জান্নাতের সুসংবাদ শুনে ছাহাবায়ে কেরাম দান-ছাদাক্বাহ্‌র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হ'লেন। ওমর (রাঃ) বলেন, তাবূক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন সবাইকে ছাদাক্বার নির্দেশ দিলেন, তখন আমার নিকটে পর্যাপ্ত সম্পদ ছিল। আমি মনে মনে বললাম, দানের প্রতিযোগিতায় আজ আমি আবুবকরের উপরে বিজয়ী হবে। তিনি বলেন, অতঃপর আমি আমার সমস্ত মালের অর্ধেক নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমতে হাযির হ'লাম। রাসূল (ছাঃ) বললেন, পরিবারের জন্য কি পরিমাণ রেখে এসেছ? আমি বললাম, অনুরূপ পরিমাণ। এ সময় আবুবকর (রাঃ) তাঁর সমস্ত মাল-সম্পদ নিয়ে হাযির হ'লেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আবুবকর! তোমার পরিবারের জন্য কি পরিমাণ রেখে এসেছ? তিনি বললেন, أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ، 'তাদের জন্য আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি'। ওমর বলেন, তখন আমি মনে মনে বললাম, আর আমি কখনোই তাঁর উপরে বিজয়ী হ'তে পারব না'।[২০] অতঃপর অন্যান্য ছাহাবীগণও তাদের সাধ্যানুযায়ী দান করলেন। তাছাড়া গরীব-মিসকীন ও মানব সেবায় এবং দাওয়াতী কাজের জন্য দান-ছাদাক্বাহ করাও অর্থনৈতিক ত্যাগ স্বীকারের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, مَن عَجزَ عَنِ الْجِهَادِ بِبَدَنِهِ وَقَدرَ عَلَى الجهاد بماله وجب الْجِهَادُ بِمَالِهِ، فَيَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِينَ النَّفَقةُ فِي سَبِيلِ اللهِ 'যে ব্যক্তি স্বশরীরে জিহাদে যেতে অপারগ, কিন্তু মালের মাধ্যমে জিহাদ করতে সক্ষম, তাহ'লে তার উপর মালের জিহাদ ওয়াজিব। সুতরাং ধনীদের অবশ্য কর্তব্য হ'ল আল্লাহ্‌র পথে দান-ছাদাক্বাহ করা'।[২১]

৫. শিশু-কিশোরদের মননে ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা তৈরী করা :

প্রত্যেক শিশু ফিৎরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। শিশুকালে তার মন-মগয নানামুখী চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতির চাষাবাদের জন্য উর্বর থাকে। সেকারণ শৈশবে যদি তার উর্বর মননে কোন অভ্যাস বা চেতনার বীজ বপন করা হয়, তাহ'লে এর উপরেই তার জীবন গড়ে ওঠে। এজন্য ছাহাবায়ে কেরাম তাদের সন্তানদেরকে শৈশব থেকেই দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকারের জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। তাদেরকে নিয়ে মসজিদে যেতেন। আবার কখনো জিহাদের ময়দানে নিয়ে যেতেন। উৎসাহ দিয়ে ছিয়াম রাখাতেন। মহিলা ছাহাবীরাও তাদের শিশু সন্তানকে দ্বীন পালনের প্রশিক্ষণ দিতেন। যেমন মহিলা ছাহাবী রুবাই বিনতে মু'আওবিয (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আশুরার দিন ভোরে আনছারদের বসতিতে লোক পাঠিয়ে ঘোষণা দেওয়ান যে, مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَلْيَصُمْ، 'সকালে যে খেয়ে নিয়েছে সে যেন বাকি দিন না খেয়ে কাটায়, আর যে ছিয়াম পালনের অবস্থায় সকাল করেছে সে যেন ছিয়াম সম্পন্ন করে'।

বর্ণনাকারিণী বলেন, فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ العِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ، 'এই ঘোষণা শুনে আমরা পরবর্তী সময়টুকু ছিয়ামে কাটালাম এবং আমাদের বাচ্চাদেরও ছিয়াম রাখালাম। তাদের জন্য আমরা এক প্রকার পশমী খেলনা যোগাড় করে রাখলাম। যখন তাদের কেউ খাবারের জন্য কেঁদে উঠছিল, তখনই আমরা তাদের সামনে ঐ খেলনা এগিয়ে দিচ্ছিলাম। ইফতার পর্যন্ত তারা এভাবেই পার করছিল'।[২২] আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য সন্তানদের প্রশিক্ষিত করতে ছাহাবীদের প্রচেষ্টা যে ছিল অন্তহীন তা উপরোক্ত হাদীছ থেকে সহজেই অনুমেয়।

বিশিষ্ট তাবে'ঈ ছিলাহ ইবনে আশইয়াম (মৃ. ৮৩ হি.) তাঁর পুত্রকে সাথে নিয়ে এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে স্বীয় পুত্রকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'হে প্রিয়

---

১৭. *আবূদাঊদ হা/২৫০৪; মিশকাত হা/৩৮২১; সনদ ছহীহ।*
১৮. *ইবনু বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৭/৩৩৮।*
১৯. *বুখারী হা/২৭৭৮; দারাকুৎনী হা/৪৪৪৭।*
২০. *তিরমিযী হা/৩৬৭৫; আবূদাঊদ হা/১৬৭৮; মিশকাত হা/৬০২১; সনদ হাসান।*
২১. *ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ইখতিয়ারাতুল ফিক্বহিইয়াহ, পৃ. ৬০৭।*
২২. *বুখারী হা/১৯৬০; মুসলিম হা/১১৩৬।*

www.at-tahreek.com

পুত্র! তুমি এগিয়ে যাও এবং লড়াই করে শহীদ হও, যাতে আমি তোমাকে আল্লাহ্র সামনে পেশ করতে পারি'। তার পুত্র অস্ত্র ধারণ করলেন এবং লড়াই করে শহীদ হ'লেন। এরপর ছিলাহ ইবনে আশইয়াম (রহঃ) এগিয়ে গেলেন। তিনিও যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। যুদ্ধ শেষে অন্যান্য মহিলারা ছিলাহ (রহঃ)-এর স্ত্রী মু'আযাত আল-'আদাবিইয়াহ (রহঃ)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তার কাছে সমবেত হ'লেন। তিনি আগত মহিলাদের উদ্দেশ্যে বললেন, مَرْحَبًا إِنْ كُنْتُنَّ لِتُهَنِّيْنِي فَمَرْحَبًا، وَإِنْ كُنْتُنَّ جِئْتُنَّ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَارْجِعْنَ، 'যদি আপনারা আমাকে অভিনন্দন জানাতে আসেন, তাহ'লে আমি আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আর যদি অন্য কোন উদ্দেশ্যে এসে থাকেন, তাহ'লে চলে যেতে পারেন'।[২৩]

এখানে আরেকজন শিশুর কথাও উল্লেখযোগ্য। শৈশবেই যার পিতা মারা যান। পিতৃহীন শিশুকে মমতাময়ী মা পরম আদরে দ্বীনের পথে গড়ে তোলেন। কনকনে শীতের রাতে ফজরের জামা'আতে হাযির হওয়ার জন্য শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে মসজিদে যেতেন মা। ছেলেকে জামা'আতে শামিলে করিয়ে বাহিরে অপেক্ষা করতেন। অতঃপর ছালাত শেষে ছেলেকে কোলে নিয়ে আবার বাসায় ফিরতেন। সেই ইয়াতীম শিশুটি ছিলেন ভারত উপমহাদেশের আহলেহাদীছ আন্দোলনের অন্যতম অগ্র সেনানী নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী। রাজনৈতিক ও ইলমী ময়দানে তিনি সমানতালে ইসলামের নির্মল জ্যোতি বিকিরণ করেছেন। সুতরাং আমরাও যদি আমদের সন্তান-সন্ততিকে ভোগবাদে অভ্যস্ত না করে শৈশব থেকেই দ্বীনের পথে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারি, তাহ'লে এরাই ভবিষ্যতে জাতির কাণ্ডারী হবে। ত্যাগের মশাল জ্বেলে দেশ ও জাতিকে বিশুদ্ধ ইসলামের পথে পরিচালিত করবে।

৬. ধৈর্যশীল হওয়া :

দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকারের জন্য ধৈর্যশীলতার কোন বিকল্প নেই। ধৈর্যের মাধ্যমে বান্দার দ্বীন ও ঈমান পূর্ণতা লাভ করে। কেননা আল্লাহ্র আনুগত্য, পাপ থেকে বিরত থাকা, বাতিলের আঘাত সহ্য করা, বিপদাপদে তাক্বদীরের প্রতি সন্তুষ্টিসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বান্দাকে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। এই ধৈর্যের সোপান পেরিয়ে বান্দা দোজাহানে সফলতার মনযিলে পৌঁছে। আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন, أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ- 'তোমরা কি ভেবেছ জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনো জেনে নেননি কারা তোমাদের মধ্যে জিহাদ করেছে এবং কারা তোমাদের মধ্যে ধৈর্যশীল?' *(আলে ইমরান ৩/১৪২)*। অর্থাৎ জান্নাত পেতে হ'লে জিহাদ ও ধৈর্যের পরীক্ষা দিতেই হবে। যেমনভাবে যুগে যুগে নবী-রাসূল ও নেককার বান্দাদের কাছ থেকে আল্লাহ ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়েছেন। তাদের কাউকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে, কাউকে লোহার করাত দিয়ে কেটে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে, কাউকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে, অপবাদ ও গালি দেওয়া হয়েছে, কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তথাপি তারা দ্বীন থেকে এক বিন্দু সরে আসেননি।

খাব্বাব ইবনুল আরাত (রাঃ) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তার উপর নেমে আসে লোমহর্ষক নির্যাতন। জ্বলন্ত লোহার উপরে চিৎ করে শুইয়ে তার বুকের উপরে পাথর চাপা দেওয়া হয়েছিল। ফলে পিঠের চামড়া ও গোশত গলে লোহার আগুন নিভে গিয়েছিল। বারবার নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে গমন করেন। তখন তিনি কা'বা চত্বরে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন। তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে কাফেরদের বিরুদ্ধে বদ দো'আ করার জন্য আকুলভাবে দাবী করেন। তখন ঘুম থেকে উঠে রাগতঃস্বরে রাসূল (ছাঃ) তাকে দ্বীনের জন্য বিগত উম্মতগণের কঠিন নির্যাতন ভোগের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং বলেন,

كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ، فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ.

'তোমাদের পূর্বেকার জাতিসমূহের লোকদের দ্বীনের কারণে গর্ত খোঁড়া হয়েছে। অতঃপর তাতে নিক্ষেপ করে তাদের মাথার মাঝখানে করাত রেখে দেহকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। তথাপি তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। লোহার চিরুনী দিয়ে গোশত ও শিরাসমূহ হাড্ডি থেকে পৃথক করে ফেলা হয়েছে। তথাপি এগুলি তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। আল্লাহর কসম! অবশ্যই তিনি এই ইসলামী শাসনকে এমনভাবে পূর্ণতা দান করবেন যে, একজন আরোহী (ইয়ামনের রাজধানী) ছান'আ থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত একাকী ভ্রমণ করবে। অথচ সে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না। অথবা তার ছাগপালের উপরে নেকড়ের ভয় করবে। কিন্তু তোমরা বড্ড তাড়াহুড়া করছ'।[২৪] রাসূল (ছাঃ)-এর মুখ থেকে এই হাদীছ শোনার পরে তার ঈমান ও ধৈর্যশক্তি আরও বৃদ্ধি পায়।

---

২৩. *আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাবুয যুহ্দ, হাশিয়া : মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম শাহীন (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪২০হি./১৯৯৯খ্রি.) পৃ. ১৭০।*

২৪. *বুখারী হা/৩৬১২, ৬৯৪৩; মিশকাত হা/৫৮৫৮।*

অপরদিকে ইয়াসির ইবনে মালিক, তার স্ত্রী সুমাইয়া এবং পুত্র আম্মার যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন বনু মাখযূম গোত্রের নেতা আবূ জাহ্লের নির্দেশে তাদেরকে খোলা ময়দানে উত্তপ্ত বালুকার উপর শুইয়ে দিয়ে প্রতিদিন নির্যাতন করা হ'ত। একদিন চলার পথে তাদের শাস্তির দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, صَبْرًا آلَ يَاسِرٍ! فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، ‘ধৈর্য ধর হে ইয়াসির পরিবার! তোমাদের ঠিকানা তো জান্নাত’। অবশেষে ইয়াসিরকে কঠিন নির্যাতনের মাধ্যমে হত্য করা হয়। অতঃপর পাষাণহৃদয় আবু জাহ্ল নিজ হাতে ইয়াসিরের বৃদ্ধা স্ত্রী সুমাইয়ার গুপ্তাঙ্গে বর্শা বিদ্ধ করে তাকে হত্য করে। তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম শহীদ।[২৫]

খোবায়েব (রাঃ)-কে যখন শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়, তখন তিনি যে ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা অকল্পনীয়। সাঈদ ইবনে আমের (রাঃ) খোবায়েবের হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তিনি উক্ত মর্মান্তিক ঘটনা স্মরণ করে মাঝে-মধ্যে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতেন। তিনি বলতেন, খোবায়েবের হত্যার দৃশ্য স্মরণ হ'লে আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারি না। আল্লাহ্র পথে তিনি কতবড় ধৈর্যশীল ছিলেন যে, একবার উহ্ পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি।[২৬] অনুরূপভাবে বেলাল (রাঃ)-এর উপরেও চালানো হয়েছিল পাশবিক নির্যাতন। এভাবে যুগে যুগে যারাই আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করেছে, কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরেছে, তাদেরকে চরম ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছে।

সুতরাং দ্বীনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বিশ্ব ইতিহাসের কোন যুগেই জান্নাতের পথ মসৃণ ছিল না; আজো নেই। তাই এ পথে চলতে গেল কাঁটার আঘাত সহ্য করতে হবে। ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে ধৈর্যশক্তি সঞ্চয় করে অবিরামভাবে লড়তে হবে শয়তানী অপশক্তির বিরুদ্ধে। তবেই তো জান্নাত ধরা দিবে।

৭. সবকিছুর উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসাকে প্রাধান্য দেওয়া :

পৃথিবীর সকল ভালবাসার উপরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা অগ্রগণ্য। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলে প্রতি ঈমান যার যত মযবূত, তার ভালবাসার দাবী তাকে তত বেশী ত্যাগ স্বীকার করতে প্রণোদিত করে। দুনিয়ার সব কিছুর উপরে আল্লাহ্র ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে মুমিন বান্দা ত্যাগের সর্বোচ্চ চূড়ায় উপনীত হ'তে পারে। অপরদিকে রাসূল (ছাঃ)-এর ভালবাসাকে সকল কিছুর উপরে প্রাধান্য না দেওয়া পর্যন্ত কোন বান্দা ঈমানদার হ'তে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ‘তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তর হব'।[২৭] ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! অবশ্যই আপনি আমার নিকট সকল কিছুর চাইতে প্রিয় কেবল আমার প্রাণ ব্যতীত। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না। কখনোই না। যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি, যতক্ষণ না আমি তোমার নিকট অধিক প্রিয় হব তোমার প্রাণের চাইতে। অতঃপর ওমর তাঁকে বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই আপনি আমার নিকট আমার প্রাণের চাইতে প্রিয়। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, الْآنَ يَا عُمَرُ, ‘এখন তোমার পূর্ণ হল হে ওমর!'।[২৮] আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ছাহাবায়ে কেরামের এই অকৃত্রিম ভালবাসার কারণেই তারা দ্বীনের জন্য সর্বস্ব বিলিতে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ওহোদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কাফিরদের বেষ্টনীতে পড়েন, তখন সেই সংকটকালীন মুহূর্তে নিঃসঙ্গ রাসূলকে বাঁচানোর জন্য ছাহাবায়ে কেরাম যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, তা ইতিহাসে অতুলনীয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দান্দান মুবারক শহীদ হওয়ার পর আবু দুজানা, মুছ'আব ইবনে ওমায়ের, আলী ইবনে আবী ত্বালেব, সাহ্ল ইবনে হুনায়েফ, ওমর ইবনুল খাত্তাব, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ, ত্বালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করে লড়াই অব্যাহত রাখেন। সেই মুহূর্তে ত্বালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)-এর ত্যাগ ছিল অবিস্মরণীয়। যিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বাঁচানোর জন্য নিজেকে ঢাল বানিয়েছিলেন এবং ৩৯টি আঘাতে জর্জরিত হয়েছিলেন, তথাপি রাসূল (ছাঃ)-কে একা ছাড়েননি। এমনকি পাহাড়ের ঘাঁটিতে ফেরার পথে যখন টিলা পড়ে যায়, তখন রাসূল (ছাঃ) চেষ্টা করেও এর উপর উঠতে পাচ্ছিলেন না, তখন আঘাতে জর্জরিত উৎসর্গিত প্রাণ ত্বালহা (রাঃ) মাটিসে বসে রাসূল (ছাঃ)-কে কাঁধে উঠিয়ে নেন। অতঃপর টিলার উপরে যান। এতে রাসূল (ছাঃ) খুশী হয়ে বলেন, أَوْجَبَ طَلْحَةُ أَيِ الْجَنَّةَ، ‘ত্বালহা জান্নাতকে ওয়াজিব করে নিল'।[২৯]

বীরে মা'উনার মর্মান্তিক ঘটনায় যায়েদ বিন দাছেনাহ (রাঃ)-কে হত্যার পূর্বে আবু সুফিয়ান যখন তাকে বললেন, তুমি কি এটাতে খুশী হবে যে, তোমার স্থলে আমরা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে হত্যা করি এবং তুমি তোমার পরিবার সহ বেঁচে থাক? তখন তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছিলেন, لَا وَاللهِ الْعَظِيمِ مَا أُحِبُّ

২৫. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) (রাজশাহী: হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৬ খ্রি.) পৃ. ১৪২।*

২৬. *সীরাত ইবনে হিশাম ২/১২৭; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ৩৯৪।*

২৭. *বুখারী হা/১৫; মুসলিম হা/৪৪; মিশকাত হা/৭।*

২৮. *বুখারী হা/৬৬৩২; আহমাদ হা/১৮০৭৬।*

২৯. *তিরমিযী হা/৩৭৩৮; আহামাদ হা/১৪১৭; মিশকাত হা/৬১১২; সনদ হাসান।*

أَنْ يَفْدِيَنِي بشَوْكَةٍ يُشَاكَهَا فِي قَدَمِهِ، ‘কখনোই না। মহান আল্লাহ্র কসম! আমি চাই না যে, আমার স্থলে তাঁর পায়ে একটি কাঁটারও আঘাত লাগুক’।[৩০] মুহাম্মাদ সাঈদ আল-বূত্বী (রহঃ) বলেন, إذا تأملنا في جواب زيد بن الدثنة لأبي سفيان، قبيل قتله، علمنا مدى المحبة التي كانت تنطوي عليها أفئدة الصحابة لرسولهم صلّى الله عليه وسلم، ولا ريب أن هذه المحبة من أهم الأسباب التي حببت إلى قلوبهم كل تضحية وبذل في سبيل دين الله تعالى والدفاع عن رسوله، ‘নিহত হওয়ার আগ মুহূর্তে আবু সুফিয়ানের প্রত্যুত্তরে যায়েদ বিন দাছেনাহ (রাঃ)-এর জবাব নিয়ে যদি আমরা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করি, তাহ'লে বুঝতে পারব যে, ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি কতটা গভীর ভালবাসা পোষণ করতেন। নিঃসন্দেহে এই নিখাঁদ ভালবাসার কারণেই আল্লাহ্র দ্বীনের পথে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতিরক্ষার জন্য সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করা তাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে পরিণত হয়েছিল’।[৩১]

৮. ত্যাগী ও দ্বীনদার মানুষের সাহচর্যে থাকা :

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে চলতে গেলে তাকে অপর মানুষের সাথে চলাফেরা ও ওঠা-বসা করতে হয়। যার সাথে বেশী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরী হয়, তার মাধ্যমে প্রভাবিত হওয়া প্রত্যের মানুষের একটি স্বাভাবিক বিষয়। সেজন্য ইসলাম মানুষকে সবসময় নেককার মানুষের সাথে মিশতে উৎসাহিত করেছে। কারণ সে যদি দ্বীনদার, পরহেযগার, ইবাদতগুযার ও আল্লাহ্র ত্যাগী বান্দাদের সাহচর্যে আসে, তাহ'লে সেই সৎগুণাবলীর মাধ্যমে সে প্রভাবিত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الكِيرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً، ‘সৎসঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হ'ল একজন আতর বহনকারী ও একজন কামারের মত। আতর বহনকারী হয়ত তোমাকে আতর দেবে, না হয় তুমি তার থেকে (আতর) ক্রয় করবে, অথবা কম পক্ষে তুমি তার থেকে সুঘ্রাণ পাবে। আর কামার, সে হয় তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে অথবা তুমি তার থেকে দুর্গন্ধ অনুভব করবে’।[৩২]

সুতরাং যারা ইবাদত-বন্দেগী, দান-ছাদাক্বাহ, দাওয়াত-জিহাদ এবং আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আত্মত্যাগী, তাদের সংস্পর্শ ও সাহচর্যে যদি আমরা আসতে পারি, তাহ'লে আমরাও তাদের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হ'তে পারব এবং আল্লাহ্র দ্বীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে পারব।

৯. নিজের উপর অন্যের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া :

ত্যাগের একটি বড় ক্ষেত্র হ'ল নিজের উপর অন্যের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া। নিজের পসন্দনীয় বিষয় অপরের জন্য বরাদ্দ রাখা, অভাব থাকা সত্ত্বেও দান-ছাদাক্বাহ করা, নিজের চেয়ে অপর মানুষের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রভৃতি গুণাবলী ত্যাগ স্বীকারের অনন্য উদাহরণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন সেই ত্যাগের মূর্ত প্রতীক। একবার এক মহিলা রাসূল (ছাঃ)-কে নিজ হাতে বুনানো একটি চাদর উপহার দেন। রাসূল (ছাঃ) উপহারটি গ্রহণ করেন এবং এটা তাঁর প্রয়োজনও ছিল। তিনি চাদরটি পরিধান করে ছাহাবীদের কাছে আসেন। অতঃপর ছাহাবীদের একজন সেই চাদরটি তাঁর কাছে চেয়ে বসেন। তখন তিনি চাদরটি খুলে সেই ছাহাবীকে দিয়ে দেন।[৩৩] ছাহাবায়ে কেরামও সবসময় অপর ভাইয়ের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতেন। যখন মুহাজির ছাহাবীগণ মদীনায় হিজরত করে আসেন, তখন আনছার ছাহাবীগণ ত্যাগের যে নযীর স্থাপন করেছেন, বিশ্ব ইতিহাসে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মেহমানকে আপ্যায়ন করতে গিয়ে আবু ত্বালহা (রাঃ) এবং তার স্ত্রী উম্মে মিলহান (রাঃ) যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, হাদীছের সোনালী পাতায় তা আজো জ্বলজ্বল করছে। মহান আল্লাহ এই ত্যাগী আনছারদের প্রশংসা করে বলেন, وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ‘যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে এবং মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করে না। আর তারা নিজেরা অভাবগ্রস্থ হ'লেও নিজেদের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম’ *(হাশর ৫৯/৯)*।

নিজের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দানের দৃষ্টান্ত ছাহাবী ও তাবেঈদের জীবনে বহু রয়েছে। আবুল জাহম বিন হুযায়ফা আল-‘আদাভী আল-কুরায়শী বলেন, ইয়ারমূকের দিন আমি আমার চাচাতো ভাইকে খুঁজতে লাগলাম। তখন আমার সাথে সামান্য পানি ছিল। আমি মনে মনে বললাম, যদি আমি তাকে প্রাণ ওষ্ঠাগত অবস্থায় পাই, তাহ'লে এই পানিটুকু তাকে দেব। অতঃপর আমি তাকে পেয়ে গেলাম ও বললাম, তোমাকে কি পানি দেব? সে ইঙ্গিতে বলল, দাও। এমন সময়

৩০. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪/৬৬; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ৩৯২-৩৯৩।
৩১. মুহাম্মাদ সাঈদ রামাযান আল-বূত্বী, ফিক্বহুস সীরাতিন নাবাবিইয়াহ (দামেশক: দারুল ফিকর, ২৫তম মুদ্রণ, ১৪২৬হি.) পৃ. ১৮৯।
৩২. বুখারী হা/ ৫৫৩৪; মুসলিম হা/২৬২৮; মিশকাত হা/৫০১০।

৩৩. বুখারী হা/২০৯৩।

পাশ থেকে একজনের আহ্ আহ্ শব্দ কানে এল। তখন ভাইটি আমাকে ইশারায় বলল, ওর কাছে যাও। গিয়ে দেখলাম তিনি হিশাম ইবনুল 'আছ। বললাম, পানি দেব? ইশারায় বললেন, দাও। এমন সময় পাশ থেকে আহ্ আহ্ শব্দ কানে এল। তখন হিশাম ইশারায় বললেন, ওর কাছে যাও। আমি তার কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি মারা গেছেন। পরে হিশামের কাছে এসে দেখলাম তিনি মারা গেছেন। তখন আমার চাচাতো ভাইয়ের কাছে ফিরে এলাম। দেখলাম সেও মারা গেছে।[৩৪] মৃত্যুর আগ মুহূর্তে নিজের উপর অপর ভাইয়ের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার এমন ইতিহাস শুধু মুসলিমদেরই রয়েছে। কেননা দয়ার নবী তাদের শিক্ষা দিয়েছেন, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤمن أحد حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، 'সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, কোন ব্যক্তি ঈমানদার হ'তে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পসন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পসন্দ করে'।[৩৫]

১০. আল্লাহ্র ত্যাগী বান্দাদের জীবনী অধ্যয়ন করা :

আত্মত্যাগের মানসিক শক্তি সঞ্চয়ের অন্যতম বড় উপায় হ'ল নবী-রাসূল ও সালাফে ছালেহীনের ত্যাগপূত ইতিহাস অধ্যয়ন করা। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী নবীদের কষ্ট-ক্লেষ ও যুলুম-নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনা করে তাঁর রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেন, فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ 'অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর, যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ' *(আহক্বাফ ৪৬/৩৫)*। তিনি মূসা (আঃ)-এর কষ্টের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، 'স্মরণ কর, যখন মূসা তার কওমকে বলেছিল, হে আমার কওম! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ? অথচ তোমরা জানো যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল' *(ছফ ৬১/৫)*।

মূলত এই বর্ণনাগুলোর মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কোন নবীর যুগেই দ্বীনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ও মসৃণ ছিল না। বরং দাওয়াতী কাজ করতে গিয়ে তারা ভীষণ কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন। সুতরাং যুগ যুগান্তরে যারাই আল্লাহ্র পথের পথিক হবে, তাদের উপরেও নেমে আসবে নির্যাতনের খড়গ। কোন মুমিন বান্দা যখন নবী-রাসূল ও সালাফদের সেই ত্যাগপূত জীবনী ও ইতিহাস অধ্যয়ন করবে, তখন তার হৃদয়জগৎ দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হবে। এজন্য ছাহাবায়ে কেরামও পূর্ববর্তী মনীষীদের জীবনালেখ্য দিয়ে মানুষকে উপদেশ দিতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তামীম আদ-দারী (রাঃ) ওমর (রাঃ)-এর শাসনামলের কাহিনী লোকদের শুনিয়ে উপদেশ দিতেন। মুগীরা বিন মিক্বসাম (রহঃ) বলেন, كَانَ الْحَسَنُ يَقُصُّ، وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقُصُّ 'হাসান বাছরী শিক্ষামূলক গল্প বলতেন, আর সাঈদ ইবনে জুবায়ের ফঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন'।[৩৬]

উপসংহার :

পৃথিবীর ইতিহাসে কোন যুগেই জান্নাতের পথ সহজ ছিল না। এ পথ বড়ই কণ্টকাকীর্ণ ও পিচ্ছিল। যারা এ পথের অভিযাত্রী হয়, তাদেরকে প্রতি পদে পদে বিপদ-মুছীবত ও কষ্ট-ক্লেষের সম্মুখীন হ'তে হয়। কিন্তু যারা ত্যাগ ও ধৈর্যের বর্মে আচ্ছাদিত এ পথ পাড়ি দিতে পারে, দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা তাদেরই পদচুম্বন করে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর নবী-রাসূলদের পথে পরিচালিত করুন। দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকারের জন্য মানসিক, শারীরিক ও ধৈর্যশক্তি দান করুন এবং এই ত্যাগের মাধ্যমে জীবনের সকল পাপ ক্ষমা করে নিয়ে জান্নাতুল ফেরদাউসে প্রবেশের তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

---

৩৪. *বায়হাক্বী শু'আব হা/৩৪৮৩; আল-ইছাবাহ ক্রমিক ৯৬৯১, ৭/৭২; ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা' পৃ. ৪০৯-৪১০ দ্রষ্টব্য।*

৩৫. *বুখারী হা/১৩; মুসলিম হা/৪৫; মিশকাত হা/৪৯৬১।*

৩৬. *আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাবুয যুহ্দ, পৃ. ১৭৫।*

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া

এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজি: নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- Normal Delivery (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (Ligation) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
সিল্ক সিটি ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স

ডক্টরস্ টাওয়ার, (মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে) সিপাইপাড়া, জিপিও-৬০০০, রাজপাড়া, রাজশাহী।

রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭০০২৮ মোবা : ০১৩১১-০০৪৮৪৮

সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

-ড. *আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব*

(৮ম কিস্তি)

হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপণে শায়খ আলবানীর অবদান

হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপণে মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। আধুনিক যুগে তিনি হাদীছ শাস্ত্রে নবজাগরণ সৃষ্টি করেছেন। সমসাময়িকদের মধ্যে তিনি সর্বাধিক সংখ্যক হাদীছের তাখরীজ করেছেন। ইলমে হাদীছের ময়দানে বিশেষত তাখরীজুল হাদীছের ক্ষেত্রে তিনি যে তথ্য সমৃদ্ধ, প্রজ্ঞাপূর্ণ ও বিস্তৃত গবেষণা উপস্থাপন করেছেন, তা ইবনু হাজার আসক্বালানী (৮৫২ হি.) পরবর্তী আর কোন বিদ্বানের রচনায় পাওয়া যায় না। তিনি হাদীছ সমালোচনা পদ্ধতিকে নতুনভাবে তুলে ধরেছেন, হাযার হাযার রেওয়ায়াতের হুকুম নির্ধারণ করেছেন এবং মুহাদ্দিছগণের হাদীছ তাহক্বীক্ব পদ্ধতিকে পুনর্জীবিত করেছেন।[১] তাঁর সংকলিত 'সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহাহ' ও 'সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ' আধুনিক যুগে তাখরীজুল হাদীছ বিষয়ক যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাধিক বিস্তারিত ও তথ্যবহুল আলোচনা সমৃদ্ধ গ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত।

মৌলিকভাবে ৪টি গ্রন্থে[২] প্রায় ১২ হাযার হাদীছের উপর তিনি বিস্তারিত তাখরীজ পেশ করেছেন। অপর এক হিসাবে সুনানে আরবা'আহ এবং মুখতাছার ছহীহ বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে তিনি প্রায় ৪০ হাযার হাদীছ ও আছারের তাখরীজ করেছেন।[৩] এছাড়া তাঁর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত ২৩১টি মতান্তরে ২৩৮টি রচনাবলীর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হ'ল- এ সকল গ্রন্থের কোন হাদীছ ও আছার তিনি তাখরীজ ব্যতীত উল্লেখ করেননি। ফলে সমসাময়িক মুহাদ্দিছদের মধ্যে তিনি সর্বাধিক সংখ্যক হাদীছের তাখরীজ করেছেন, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-'আব্বাদ (জন্ম ১৯৩৪ খ্রি.) বলেন, والحقيقة هناك شخصان لا يستغني المشتغل بالحديث عن الرجوع إليهما وهما: الحافظ ابن حجر، والشيخ الألباني، فالاستفادة من الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بالحديث عظيمة، والاستفادة من الشيخ الألباني فيما يتعلق بالحديث عظيمة؛ 'বাস্তবতা হ'ল (বর্তমানে) যারাই হাদীছ গবেষণায় রত রয়েছেন, তারা সকলেই দু'জন ব্যক্তির মুখাপেক্ষী। তারা হলেন, হাফেয ইবনু হাজার এবং শায়খ আলবানী। হাদীছের ক্ষেত্রে ইবনু হাজার (রহ.)-এর নিকট থেকে যেমন ব্যাপকতর ইলমী ফায়েদা অর্জিত হয়, ঠিক অনুরূপই শায়খ আলবানী থেকেও ব্যাপক ফায়েদা পাওয়া যায়'।[৪]

প্রফেসর আলী আব্দুল ফাত্তাহ বলেন, الشيخ الألباني حجة في مصطلح الحديث وقال عنه العلماء المحدثون أنه أعاد عصر ابن حجر العسقلاني والحافظ ابن كثير وغيرهم من علماء الجرح والتعديل 'শায়খ আলবানী মুছত্বলাহুল হাদীছের ক্ষেত্রে দলীল স্বরূপ। মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম তাঁর ব্যাপারে মন্তব্য করেন যে, তিনি ইবনু হাজার আসক্বালানী ও হাফেয ইবনু কাছীরের মত জারহ ও তা'দীলের ইমামদের যুগকে পুনরায় ফিরিয়ে এনেছেন'।[৫]

শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল আযীয আল-আক্বীল (১৩৩৪-১৪৩২ হি.) বলেন, وبذلك أصبح الإمام الألباني محدث العصر بلا منازع، فإنا لا نعلم أحدا أفاد في الحديث من بعد أصحاب الحافظ ابن حجر إلي وقتنا الحاضر مثله '...ইমাম আলবানী অবিসংবাদিতভাবে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছে পরিণত হয়েছেন। হাফেয ইবনু হাজার (রহ.)-এর সাথীদের পর আমাদের যুগ পর্যন্ত ইলমে হাদীছের ময়দানে আর কেউ আলবানীর মত উপকার সাধন করেছেন বলে আমাদের জানা নেই'।[৬]

বিশিষ্ট গবেষক ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক আসওয়াদ বলেন, তাখরীজের ক্ষেত্রে আলবানী যে ব্যাপক খেদমত পেশ করেছেন, বর্তমান যুগে তার সমকক্ষ আর কেউ নেই।[৭]

তাখরীজের ক্ষেত্রে শায়খ আলবানীর মধ্যে যে ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তা হল, তিনি একইসাথে একটি

১. ড. আল-মানজী বোসনীনাহ, *মাওসূ'আতু আ'লামিল 'উলামা ওয়াল উদাবাইল 'আরাব ওয়াল মুসলিমীন*, (বৈরূত : দারুল জীল, ১ম প্রকাশ, ২০০৪ খ্রি.), ২/৩০০।

২. *সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহাহ* (৭ খণ্ড), *সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ* (১৪ খণ্ড), *ইরওয়াউল গালীল* (৯ খণ্ড) ও *গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজি আহদীছিল হালাল ওয়াল হারাম* (১ খণ্ড)।

৩. আবূ উসামা সালীম ইবনু 'ঈদ আল-হেলালী, *আল-জামি'উল মুফাহরাস লি আতরাফিল আহাদীছ ওয়াল আছার আল্লাতী খাররাজাহাল আলবানী*, (দাম্মাম : দারু ইবনিল জাওযী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১/১৫। উক্ত গ্রন্থটিকে আলবানীর মোট ৬৭টি গ্রন্থের প্রায় ৪০ হাযার তাখরীজকৃত হাদীছ আরবী বর্ণমালার ধারাবাহিকতায় সাজানো হয়েছে এবং প্রতিটি হাদীছ তাঁর কোন গ্রন্থের কত নম্বর বা কোন পৃষ্ঠায় রয়েছে সেই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তবে তার সংকলিত সুনানুল আরবা'আহ-এর তাখরীজ, মুখতাছার ছহীহুল বুখারী এবং মুখতাছার ছহীহ মুসলিমের হাদীছসমূহ উক্ত সংকলন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

৪. আব্দুল মুহসিন আব্বাদ, *শারহু আবী দাঊদ*, ২৩/৪৪০; অডিও ক্লিপ নং (২৯৭) ৬১। ভিডিও লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=mZkEwVehjxM, 10.01.2019.

৫. আলী আব্দুল ফাত্তাহ, *আ'লামুল মুবদি'ঈন মিন 'উলামাইল 'আরাব ওয়াল মুসলিমীন*, পৃ. ১৪৪৮।

৬. *ইমাম আলবানী : দুরূস ওয়া মাওয়াকিফ ওয়া 'ইবার*, পৃ. ৫।

৭. *আল-ইত্তিজাহাতুল মু'আছারাহ ফী দিরাসাতিস সুন্নাহ*, পৃ. ৩৬৬।

হাদীছের সনদ ও মতনের উপর উছূলী বিশ্লেষণ, রাবীগণের অবস্থা পর্যালোচনা, গোপন দোষ-ত্রুটি উদঘাটন, মুতাবা'আত ও শাওয়াহেদ কেন্দ্রিক আলোচনা, হাদীছটির ব্যাপারে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণের হুকুম পর্যালোচনা, তা থেকে উদ্ভূত শারঈ বিধি-বিধান, তার আক্বীদাগত বা আমলগত ক্ষতির দিক ও সামাজিক কুপ্রভাব, তা নিয়ে বিদ্বানদের বিভ্রান্তি ও তার খণ্ডন ইত্যাদি নানা দিক ও বিভাগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছেন।

ড. মুহাম্মাদ হাস্সানীন হাসান বলেন, 'এটা সত্য যে, তাখরীজুল হাদীছের ময়দানে বহু বিদ্বান এসেছেন। কিন্তু শায়খ আলবানী স্বীয় তাখরীজ পদ্ধতি ও সূক্ষ্মতার কারণে পৃথক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একজন বিদ্বান। কেবল ছহীহ ও যঈফ হাদীছ অনুসন্ধান তাঁর লক্ষ্য ছিল না। বরং এক্ষেত্রে তিনি পানির মধ্যে থাকা সমস্ত ময়লা-আবর্জনা যেভাবে পরিষ্কার করা হয়, তেমনিভাবে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেছেন। যাতে হাদীছসমূহ তার প্রথম অবস্থার মত স্বচ্ছ রূপে প্রত্যাবর্তন করে তৃষ্ণার্ত উম্মতের পিপাসা নিবারণ করতে পারে'।[৮]

এককভাবে এরূপ বিস্তৃত গবেষণাকর্ম পরিচালনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল কয়েকটি কারণে।-

প্রথমতঃ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের তাওফীক লাভ। আল্লাহ কারো দ্বারা কোন কিছু করিয়ে নিতে চাইলে তাকে সে ক্ষমতা দান করেন। মূলত জন্মগতগতভাবেই তিনি ছিলেন সংস্কারক হৃদয়ের অধিকারী। যেখানে ছিল মুসলিম উম্মাহকে যুগের পরিক্রমায় অনুপ্রবিষ্ট শিরক-বিদ'আত ও অন্ধ তাক্বলীদের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে বিশুদ্ধ দ্বীনের পথে পরিচালিত করার সীমাহীন ব্যাকুলতা। ছিল শরী'আতের প্রত্যেকটি বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কষ্টিপাথরে সূক্ষ্মভাবে যাচাই-বাছাইয়ের তীব্র অনুপ্রেরণা। মূলত এ লক্ষ্যেই তিনি হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপণের এই বিস্তর গবেষণায় প্রবৃত্ত হন।

দ্বিতীয়তঃ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা হাদীছ সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া বা অধ্যয়ন উপযোগী হওয়া। যার ফলে তিনি হাদীছ সংশ্লিষ্ট বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ পর্যবেক্ষণের সুযোগ লাভ করেন। ফলে মূল হাদীছসহ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত মুতাবা'আত ও শাওয়াহেদ সমূহের উপরে তিনি প্রভূত জ্ঞানার্জনে সক্ষম হন। একই সাথে তিনি ইলমুল জারহ ওয়াত তা'দীল, ইলমুল 'ইলাল, ইলমুর রিজাল সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীর উপর ব্যুৎপত্তি অর্জনের সুযোগ পান। সর্বোপরি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ও প্রাচীন লাইব্রেরী দামেশকের মাকতাবা যাহেরিয়া-তে নিরবচ্ছিন্ন গবেষণার সুযোগ লাভ তাঁর হাদীছ গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

তৃতীয়তঃ দীর্ঘ প্রায় ষাট বছর যাবৎ হাদীছের তাহক্বীক্ব, তাখরীজ ও তাদরীসে লিপ্ত থাকা। একই বিষয়ে এককভাবে এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করা এই ময়দানে তাঁকে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জনে সহায়তা করে।

এক্ষণে হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপণে আলবানীর অবদানের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহের উপর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ করা হল।-

১. বিশুদ্ধতা যাচাই সাপেক্ষে হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে নবজাগরণ সৃষ্টি :

সুন্নাহকে পরিশুদ্ধভাবে উপস্থাপনে শায়খ আলবানীর কর্মতৎপরতা মানুষের মাঝে বিশুদ্ধতা যাচাই সাপেক্ষে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে নবজাগরণ সৃষ্টি করেছে। 'তাখরীজ ব্যতীত কোন হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়' আলবানীর এই আহ্বানের ফলে বিজ্ঞমহল থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষের মনঃজগতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পক্ষ-বিপক্ষ উভয় শ্রেণীর আলেমদের মধ্যে হাদীছ অধ্যয়ন ও সূক্ষ্মভাবে তা তাহক্বীক্ব করার আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। আলেম সমাজ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত ছহীহ ও যঈফ হাদীছের মাঝে পার্থক্যকরণ এবং বিশুদ্ধ দলীল ভিত্তিক ফৎওয়া প্রদান ও শারঈ বিধান গ্রহণের নতুন প্রেরণা লাভ করেছে।

শায়খ উছায়মীন (রহ.) এ ব্যাপারে শায়খ আলবানীর অবদান স্বীকার করে বলেন,

إن كثيرا من المشايخ قبل دعوة الشيخ ما كانوا يفرقون بين الحديث الصحيح والضعيف والموضوع، ومن المشايخ من كان يفتي ويبني فتواه على أحاديث ضعيفة بل بعضها موضوع، فبدأ الشيخ ينشر هذا العلم الشريف حتى تبصر الناس وعرفوا الصحيح من الضعيف، فجزاه الله خير الجزاء

'আলবানীর দাওয়াতের পূর্বে বহু বিদ্বান ছহীহ, যঈফ ও মাওযূ' হাদীছের মাঝে পার্থক্য করতেন না। বহু বিদ্বান এমন ছিলেন যে, তারা ফৎওয়া দিতেন, কিন্তু সেসব ফৎওয়ার ভিত্তি ছিল যঈফ হাদীছ। বরং কিছু ফৎওয়া ছিল মাওযূ' হাদীছ ভিত্তিক। অতঃপর শায়খ আলবানী ইলমে হাদীছের এই মর্যাদাপূর্ণ ইলম প্রচারের কাজ শুরু করলেন। এতে মানুষের দৃষ্টি খুলে গেল। তারা যঈফ হাদীছের মধ্য থেকে ছহীহ হাদীছসমূহ জানতে পারল। অতএব আল্লাহ তাঁকে সর্বোত্তম জাযা দান করুন'।[৯]

শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল আযীয আল-'আক্বীল (১৩৩৪-১৪৩২ হি.) বলেন, '...আলবানীর উত্তম কর্মসমূহ হ'ল-

৮. ড. মুহাম্মাদ হাস্সানীন হাসান, *তাজদীদুদ দ্বীন; মাফহূমুহু ওয়া যাওয়াবিতুহূ ওয়া আছারুহূ* (রিয়াদ : জাইযাতু নায়েফ ইবনু আব্দিল আযীয, ১ম প্রকাশ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ২৩১।

৯. উসামা শাহহাযা, *মুহাদ্দিছুল 'আছর শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী* (রিয়াদ : মাজাল্লাতুল বায়ান, প্রকাশকাল : ১৮.০২.২০১৩ খ্রি., লিংক- http://albayan.co.uk/article2.aspx?id=2614.

তিনি হাদীছ, ফিক্বহ ও অন্যান্য গ্রন্থরাজির মধ্যস্থিত যঈফ থেকে ছহীহ হাদীছকে পৃথকীকরণের গুরুত্ববোধ উম্মতের মধ্যে পুনর্জীবিত করেছেন। একইভাবে তিনি সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা, বিদ'আত থেকে সতর্ক থাকা এবং দলীল সমর্থিত আমল অনুসরণের মূলনীতিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন...। ফলে বিষয়গুলো সমাজের বিভিন্ন স্তরে তথা আলেম-ওলামা, তালিবুল ইলম, সাধারণ শিক্ষিত ও সুন্নাহপ্রেমী জনগণের মাঝে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়েছে'।[১০]

তাঁর এ ইলমী তৎপরতার প্রভাবে বিভিন্ন মাযহাবের অন্ধ অনুসারীদের মধ্যেও নিজেদের মাযহাবী মতামতের পক্ষে দলীল খোঁজার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে মাযহাবী সিদ্ধান্তের সাথে ছহীহ হাদীছের বিস্তর ব্যবধান লক্ষ্য করে তা পরিবর্তনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সমাজে হাদীছের গুরুত্ব ও তা গবেষণায় লিপ্ত হওয়া তালিবুল ইলমের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আলবানীর অন্যতম সমালোচক প্রখ্যাত মুহাক্কিক শায়খ শু'আইব আরনাঊত্ব (১৯২৮-২০১৬ খ্রি.) ইলমুল হাদীছে আলবানীর খেদমত সম্পর্কে বলেন, أنا لا أنكر أن للشيخ ناصر رحمه الله الفضل في دفع محبيه وخصومه معا إلي دراسة علم الحديث والإكثار منها وأستطيع أن أقول : إن الشيخ ناصر الدين قد أوجد النشاط الحديثي في بلاد الشام ومصر وله الفضل في ذلك ، أسأل الله تعالي أن يخزيه عن المسلمين خير جزاء 'আমি অস্বীকার করি না যে, শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী একইসাথে তাঁর পক্ষ ও বিপক্ষ উভয় শ্রেণীর মধ্যে হাদীছ গবেষণায় উদ্দীপনা সৃষ্টি ও তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করার মর্যাদা হাছিল করেছেন। আমি এটাও বলতে পারি যে, তিনি মিসর ও সিরিয়ায় হাদীছভিত্তিক তৎপরতাকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে বড় অবদান রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা এই কাজের জন্য মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাঁকে উত্তম পুরস্কার দান করুন'।[১১]

আলবানীর অপর কঠোর সমালোচক জর্দানী মুহাক্কিক হাসসান আব্দুল মান্নান বলেন, 'শায়খ আলবানী ঐসব বিদ্বানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কৃতিত্বের অধিকারী, যারা এমন সময় ইলমুল হাদীছের দুয়ার উন্মুক্ত করেছেন, যখন জ্ঞান অন্বেষণকারীরা তা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। আল্লাহ তাকে উত্তম জাযা দান করুন। তবে তিনি ভুল করেছেন, সঠিকও করেছেন। তাঁর অবস্থা অন্যান্য বিদ্বানদের মতই'।[১২]

২. তাখরীজুল হাদীছকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন :

ইবনু হাজার আসক্বালানী (৮৫২ হি.)-এর পর ইলমুত তাখরীজ ধীরে ধীরে অনুসরণ ও অনুকরণের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এসময় খুব অল্প সংখ্যক বিদ্বানকেই দেখা যায়, যারা ইজতিহাদী গবেষণার মাধ্যমে হাদীছের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে হুকুম পেশ করেছেন। পরবর্তীতে ইমাম সুয়ূত্বী (৯১১ হি.) এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও তাঁর পরিসর ছিল সংক্ষিপ্ত। এ সময়ে মুহাদ্দিছগণ তাখরীজের ক্ষেত্রে মূলত হাদীছগুলোকে বর্ণনাকারী গ্রন্থের দিকে সম্পৃক্ত করা, ইবনু হাজার, যায়লা'ঈ, সুয়ূত্বী প্রমুখ পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছদের আলোচনা তুলে ধরা এবং তাদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সিদ্ধান্ত প্রদান করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন।

আধুনিক যুগে শায়খ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির এ ময়দানে কিছুটা অগ্রগামী হয়েছিলেন। তবে তা কেবল মুসনাদে আহমাদের এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[১৩] অতঃপর শায়খ আলবানী স্বীয় কর্মতৎপরতার মাধ্যমে পূর্ববর্তী ইমামগণের গৃহীত মানহাজের আলোকে হাদীছসমূহ নতুনভাবে যাচাই-বাছাই করে হুকুম প্রদান করে তাখরীজুল হাদীছকে নতুনভাবে তুলে ধরেছেন। এজন্য সমসাময়িক অনেক বিদ্বান তাঁকে ইলমে হাদীছের ক্ষেত্রে বর্তমান শতাব্দীর 'মুজাদ্দিদ' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

সঊদী আরবের সাবেক গ্রাণ্ড মুফতী শায়খ বিন বায (১৯১৩-১৯৯৯ খ্রি.) বলেন, الشيخ محمد ناصر الدين الألباني هو مجدد هذا العصر في ظني والله أعلم 'আমার ধারণা মতে শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী এযুগের মুজাদ্দিদ। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত'।[১৪]

সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ফৎওয়া পরিষদ-এর সদস্য শায়খ ড. আব্দুল করীম খুযায়ের (১৯৫৪ খ্রি.-) বলেন, الشيخ الألباني رحمه الله يعد من المجددين في علم الحديث، فإذا نظرنا إلى أعماله ومؤلفاته ودعوته إلى التمسك بالسنة وإحياء السنة على مقدار نصف قرن أو أكثر من الزمان نجزم يقينا بأنه، من المجددين 'শায়খ আলবানী ইলমে হাদীছে মুজাদ্দিদগণের অন্যতম। অর্ধ শতাব্দী বা তার কিছু বেশী সময় যাবৎ তার যে চলমান কর্মতৎপরতা, লেখনী এবং সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা ও তাকে পুনর্জীবিত করার প্রতি তাঁর আহ্বান, সেদিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে এক্ষেত্রে তিনি মুজাদ্দিদগণের অন্যতম'।[১৫]

---

১০. *ইমাম আলবানী : দুরূস ওয়া মাওয়াকিফ ওয়া 'ইবার*, পৃ. ৫।
১১. ইবরাহীম যীবাক্ব, *আল্লামা শায়খ শু'আইব আরনাঊত্ব ; সীরাতুহূ ফী তলাবিল 'ইলমি ওয়া জুহূদুহূ ফী তাহকীকিত তুরাছ* (বৈরূত : দারুল বাশাইর, ১ম প্রকাশ, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১৯৬-১৯৭।
১২. হাসসান আব্দুল মান্নান, *মুনাকাশাতুল আলবানীঈন ফী মাসআলাতিছ ছালাত বাইনাস সাওয়ারী* (আবূধাবী : দারুল ইমাম আয-যাহাবী, তাবি), পৃ. ৩০।
১৩. আহমাদ ইবনু হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, তাহক্বীক্ব : আহমাদ শাকির (মিসর : দারুল মা'আরিফ, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৫৪ খ্রি.)।
১৪. ড. আবূ উসামা সালীম বিন 'ঈদ আল-হিলালী, *ইমাম আলবানী শায়খুল ইসলাম ওয়া ইমামি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ ফী 'উয়ূনি আ'লামিল 'উলামা ওয়া ফুহূলিল উদাবা*, পৃ. ১৩৪-৩৫।
১৫. আব্দুল করীম খুযায়ের, *আল-হিম্মাহ ফী তলাবিল 'ইলম* (অডিও ক্লিপ), http://www.ahlalhdeeth.com /vb/archive/index. php/t-38742.html. 10.05.2017.

ইয়ামনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ও মুহাক্কিক শায়খ মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদে‘ঈ (১৯৩৭-২০০১ খ্রি.) বলেন, إن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالي لا يوجد له نظير في علم الحديث... والذي أعتقده وأدين لله به أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله من المجددين الذين يصدق عليهم قول الرسول : إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها– ‘ইলমে হাদীছের ময়দানে শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানীর সমকক্ষ কেউ নেই। আল্লাহ তাঁকে হেফাযত করুন। ...আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, তিনি ঐসকল মুজাদ্দিদগণের অন্যতম, যাঁদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী যথার্থ বলে বিবেচিত হয়েছে, ‘আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক শতাব্দীতে একজন মুজাদ্দিদ প্রেরণ করেন, যিনি দ্বীনের সংস্কার সাধন করেন’।[১৬]

মৌরিতানিয়ার বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ শায়খ মুহাম্মাদ হাসান দাদো আশ-শানক্বীত্বী (জন্ম : ১৯৬৩খ্রি.) বলেন, ‘শায়খ আলবানী বর্তমান যুগে ইলমুত তাখরীজকে পুনর্জীবিতকারী বিদ্বানদের অন্যতম। তিনি মানুষের সম্মুখে হাদীছ তাখরীজ, তার হুকুম পেশ এবং রাবীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের বিষয়টি নতুনভাবে তুলে ধরেছেন। বর্তমান যুগে তিনি এবিষয়ে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ বিদ্বান’।[১৭]

৩. পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণের মৌলিক নীতিমালার পূর্ণ অনুসরণ :

হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপণের ক্ষেত্রে শায়খ আলবানী (রহঃ) পূর্ববতী মুহাদ্দিছগণের অনুসৃত নীতিমালার উপরে পরিচালিত হয়েছেন এবং তাদের মতামতের আলোকেই সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন। তিনি এমন কোন সিদ্ধান্ত পেশ করেননি, যার প্রতি পূর্ববর্তী কোন ইমামের সমর্থন নেই। তিনি কোন রাবীকে মুদাল্লিস সাব্যস্ত করেননি, যতক্ষণ না পূর্ববর্তী কোন ইমাম তাকে তাদলীসের দোষে অভিযুক্ত করেছেন। তিনি কোন রাবীকে মিথ্যাবাদী বা মাতরূক বলেননি, যতক্ষণ না পূর্ববর্তী কোন ইমাম তাকে উক্ত দোষে অভিযুক্ত সাব্যস্ত করেছেন। বিভিন্ন তুরুকের (সূত্র) সমন্বয়ে কোন হাদীছকে শক্তিশালী সাব্যস্ত করলেও, তা মৌলিক নীতিমালার আলোকেই করেছেন। মুহাদ্দিছীনের অনুসরণে তিনি কোন হাদীছকে সনদের বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টে ছহীহ সাব্যস্ত না করে, তার গোপন ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ উদঘাটনের প্রয়াস পেয়েছেন। সর্বোপরি তিনি মৌলিক কোন নীতির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ইমামগণের বিপরীত করেননি। তবে শাখা-প্রশাখাগত কিছু বিষয়ে তিনি কখনো কখনো ভিন্নমত পোষণ করেছেন। সেটা কেবল পূর্ববর্তী কোন ইমামের সিদ্ধান্তের বিপরীতে স্পষ্ট দলীল বা কারীনা পাওয়ার ভিত্তিতে।[১৮]

আলবানী বলেন, পরবর্তীদের জন্য পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছদের চেষ্টা, গবেষণা, ইজতিহাদ ও ইলমী চিন্তাধারার কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় নেই। তবে কোন কোন বিষয়ে পরবর্তীদের নিকটে এমন কিছু প্রকাশ পায়, যা তাদেরকে পূর্ববর্তীদের থেকে ভিন্ন মত পোষণে উদ্বুদ্ধ করে (তখন তা না মেনে উপায় থাকে না)। কেননা মুমিনদের পথ এটাই। আর আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে এদিকেই উৎসাহিত করেছেন। যেমন তিনি বলেন, হে নবী তুমি বলে দাও, এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্‌র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে।[১৯] অতএব আমাদের জন্য ওয়াজিব হ’ল পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করা। কেননা জ্ঞান সবসময় চলমান। তা সীমাবদ্ধতাকে গ্রহণ করে না। যেমন বিভিন্ন মজলিসে আমি বলে থাকি যে, জ্ঞান কখনো স্থবিরতাকে গ্রহণ করে না। তাই আমাদের পরবর্তীদের জন্য কেবলমাত্র পূর্ববর্তীদের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর না করে গবেষণা ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করা ওয়াজিব। এর অর্থ এটা নয় যে, আমরা তাদের প্রচেষ্টাকে অবহেলা করব বা তা থেকে ফায়েদা গ্রহণ থেকে বিরত থাকব। বরং মৌলিকভাবে তা থেকেই ফায়েদা গ্রহণ করব। তবে যখন আমাদের নিকটে এমন কিছু স্পষ্ট হবে, যা তাদের কারো কোন সিদ্ধান্তের বিপরীত করতে বাধ্য করবে, তখনই কেবল আমরা সেদিকে অগ্রসর হব’।[২০]

যেমন একদল মুহাদ্দিছ রাবীর ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক হওয়াকে শর্ত করেছেন। কিন্তু আলবানী শর্ত করেছেন বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পন্ন হওয়াকে, যদিও সে বালেগ না হয়।[২১] এ ব্যাপারে তিনি ইমাম বুখারী, ইবনুছ ছালাহ, ইবনু হাজারসহ জুমহূর মুহাদ্দিছীনের সাথে একমত পোষণ করেছেন।[২২] কিন্তু প্রথম দলের মুহাদ্দিছগণ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়াকে শর্ত নির্ধারণ করলেও নাবালেগ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করেছেন, যদিও তারা রাসূল (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের সময়ে নাবালেগ ছিলেন।[২৩] অর্থাৎ নাবালেগ হওয়া সত্ত্বেও মুহাদ্দিছগণ তাদের হাদীছ দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অতএব দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সকল বিদ্বানের মধ্যে ঐক্যমত রয়েছে।

এছাড়া আরো কিছু বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দলীলের আলোকে তিনি মতভেদ করেছেন। তবে তার সবটাই শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ে, মৌলিক কোন বিষয়ে নয়। যেমন, ‘সনদ মুত্তাছিল হওয়ার জন্য রাবীগণের মধ্যে পরস্পর শ্রবণ প্রমাণিত হওয়া

---

১৬. *হায়াতুল আলবানী ওয়া আছারুহু*, পৃ. ৫৫৫।
১৭. লিংক- https://dedewnet.com/medias/doc/e-b-3.docx, 07.06.2019.
১৮. যাকারিয়া ইবনু গোলাম ক্বাদির, *আলবানী ওয়া মানহাজুল আইম্মাতিল মুতাক্বাদ্দিমীন ফী ‘ইলমিল হাদীছ* (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, ১ম প্রকাশ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ২৭৭।

১৯. *সূরা ইউসুফ*, আয়াত নং ১০৮।
২০. *আদ-দুরার ফী মাসাইলিল মুছত্বলাহি ওয়াল আছার*, পৃ. ১৫৭।
২১. *ইরওয়াউল গালীল*, ৭/২২০।
২২. আবূ বকর কাফী, *মানহাজুল ইমাম বুখারী ফি তাছহীহীল আহাদীছ ও তা‘লীলিহা* (বৈরূত : দারু ইবনি হাযম, ১ম প্রকাশ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৭৯-৮০।
২৩. *আল-বা‘ইছুল হাছীছ শারহু ইখতিছারি ‘উলূমিল হাদীছ*, তা‘লীক : আলবানী, ১/২৮০।

আবশ্যক’ মর্মে ইমাম বুখারীর নির্ধারিত শর্তের সাথে আলবানী একমত পোষণ করেননি। বরং এক্ষেত্রে তিনি ইমাম মুসলিমের শর্ত ‘সাক্ষাৎ ও শ্রবণ সম্ভব হওয়ার নিশ্চয়তাই যথেষ্ট’-এর সাথে তিনি একমত পোষণ করেছেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে তিনি ইমাম বুখারীর গৃহীত শর্তের বিরোধী। বরং তাঁর মতে, ইমাম বুখারীর শর্ত আরো শক্তিশালী। তাঁর শর্ত পরিপূর্ণতার শর্ত। কিন্তু সনদের বিশুদ্ধতার জন্য সাক্ষাৎ ও শ্রবণ সম্ভব হওয়ার নিশ্চয়তা থাকাই যথেষ্ট।[২৪] অর্থাৎ সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকলেই সনদ বিশুদ্ধ হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি শ্রবণ প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে তা সনদকে আরো পূর্ণতা দান করবে।

৪. হুকুম সাব্যস্তের ক্ষেত্রে ইজতিহাদভিত্তিক গবেষণা :

হাদীছের হুকুম সাব্যস্তের ক্ষেত্রে তিনি পূর্ববর্তী নির্দিষ্ট কোন মুহাদ্দিছের মতামতের অন্ধ অনুসরণ বা তার প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেননি। বরং পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণের নীতিমালা ও মতামতের অনুসরণে নিজস্ব গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করেছেন। তিনি তাঁদের বক্তব্যসমূহ পর্যালোচনা করেছেন এবং দলীলসমূহ পর্যবেক্ষণ করেছেন। সবশেষে কেবল ঐ বক্তব্যকে গ্রহণ করেছেন বা অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করেছেন, যা তাঁর নিকটে বিশুদ্ধ দলীলের অধিক নিকটবর্তী সাব্যস্ত হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি কখনো কোন মুহাদ্দিছের সমালোচনা করেছেন। তাদের কোন সিদ্ধান্তকে ভুল বা মারজূহ সাব্যস্ত করেছেন। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি তাদের ইলমী গভীরতা ও উচ্চ মর্যাদাকে অবজ্ঞা করেছেন। বরং এর মাধ্যমে তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সর্বযুগের ওলামায়ে কেরামের চিরন্তন নীতি ‘অনুসরণের ক্ষেত্রে সত্য সর্বদা অধিকতর হকদার’ নীতি অনুসরণ করেছেন।

যেমন আলবানী বলেন, যেসব হাদীছের উপর আমি হুকুম পেশ করেছি, সেক্ষেত্রে আমি কারো অন্ধ অনুসরণ করিনি। বরং হাদীছ বিশারদগণ হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপণে যে ইলমী নীতিমালা তৈরী করে গেছেন এবং ছহীহ-যঈফ সাব্যস্তের ক্ষেত্রে যার উপর নির্ভর করেছেন, আমি তার অনুসরণ করেছি মাত্র।[২৫]

বরং তাখরীজের ক্ষেত্রে আলবানীর নির্দেশনা হ’ল, ইলমুল হাদীছের শক্তিশালী শিক্ষার্থীদের জন্য পূর্ণ গবেষণা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত প্রদান করা ওয়াজিব। কেবল একটি ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কোন ইমামের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা যাবে। সেটা হ’ল- যদি তিনি হাদীছটি সনদসহ সংকলন করেন এবং সনদের দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করেন। কিন্তু যদি কেবল মতন উল্লেখ করেন। তারপর পরবর্তী কোন তালিবুল ইলম ঐ হাদীছের সনদ যাচাই করে তা ছহীহ বা হাসান হিসাবে পান, বিশেষত যদি হাদীছটির কোন শাহেদ বা মুতাবে’ খুঁজে পান, তবে অবশ্যই তার জন্য স্বীয় সিদ্ধান্ত ও ইজতিহাদের উপর নির্ভর করতে হবে। শর্ত হ’ল, উক্ত তালিবুল ইলমকে অভিজ্ঞ ও শক্তিশালী হ’তে হবে।[২৬]

যেমন আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে একটি সূত্রে এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, দুঃখ-বেদনার প্রারম্ভেই ছবর করা প্রয়োজন। উক্ত হাদীছটির ব্যাপারে প্রথম যুগের জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আবু হাতিম বলেন, হাদীছটি এই সনদে বাতিল এবং এর মধ্যস্থিত বর্ণনাকারী ‘বায়ান’ অপরিচিত শায়খ।[২৭] অর্থাৎ তিনি কেবল একটি সনদের ত্রুটির ভিত্তিতে হাদীছটি বাতিল সাব্যস্ত করেছেন। অথচ হাদীছটি বুখারী (হাদীছ নং ১৩০২) ও মুসলিমে (হাদীছ নং ৯২৬) বায়ানের সূত্র ব্যতীত অন্য বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আবু হাতেম কর্তৃক হাদীছটি বাতিল সাব্যস্ত করার কারণ হ’ল বিশুদ্ধ সূত্রটি সম্পর্কে না জানা। এরূপ ক্ষেত্রে আলবানী শাহেদের ভিত্তিতে বর্ণনাকারী অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও তাকে ছহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

৫. অধিক পরিমাণ মুতাবা‘আত ও শাওয়াহেদের সহযোগিতা গ্রহণ :

শায়খ আলবানী দীর্ঘ গবেষণা জীবনে বিপুল পরিমাণ হাদীছ গ্রন্থ পর্যবেক্ষণের সুযোগ লাভ করেছিলেন। সেকারণে তিনি সমকালীন মুহাদ্দিছদের মধ্যে হাদীছের মুতাবা‘আত ও শাওয়াহেদ পেশ করার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষত তাঁর রচিত সিলসিলা ছহীহাহ ও সিলসিলা যঈফাহকে এক্ষেত্রে আকর গ্রন্থ বলা যেতে পারে। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে তিনি বহু দুর্বল হাদীছকে শাওয়াহেদ ও মুতাবা‘আতের মাধ্যমে শক্তিশালী করার প্রয়াস পেয়েছেন। একটি হাদীছকে শক্তিশালী করণার্থে বিভিন্ন হাদীছগ্রন্থ থেকে সূত্র সংগ্রহের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

আলবানী বলেন, একটি হাদীছকে যঈফ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে আমি কেবল সেই হাদীছের সূত্র যঈফ হওয়ার উপর নির্ভর করিনি। বরং ইমাম ও হাফেযগণের সহযোগিতায় আমি আমার আয়ত্তের মধ্যে থাকা প্রকাশিত ও হস্তলিখিত গ্রন্থরাজির মধ্যে সর্বাত্মক অনুসন্ধান করেছি। সবকিছুই কেবল এই আশংকায় যে, যদি হাদীছটিকে শক্তিশালী করার মত একটি সূত্রও থেকে থাকে; আর তা না পেয়ে হয়ত আমি ভুলের মধ্য পতিত হব। আমার মনে হয় পাঠকবৃন্দ আমার সিলসিলা যঈফার প্রবন্ধসমূহের মধ্যে একটি প্রবন্ধ দেখলেই তা অনুধাবন করতে পারবেন। উক্ত মানহাজের আলোকে আমি একই অর্থে একাধিক হাদীছ ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করেছি এবং প্রত্যেকটি সূত্রের তাখরীজ পেশ করেছি।[২৮]

যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী- الأذنان من الرأس ‘দুই কান মাথার অংশ’-এর তাখরীজে আলবানী বলেন, উক্ত হাদীছটি ছাহাবায়ে কেরামের বড় একটি দল থেকে বর্ণিত হয়েছে।

২৪. *সিলসিলা ছহীহাহ*, ৬/১২৪৭।
২৫. *সিলসিলা যঈফাহ*, ১/৪২।
২৬. *আদ-দুরার ফী মাসাইলিল মুছত্বলাহি ওয়াল আছার*, পৃ. ১২-১৮।
২৭. ইবনু আবী হাতিম, *আল-‘ইলাল*, ২/১৭৫।
২৮. *আর-রাওযুদ দানী ফিল ফাওয়াইদিল হাদীছিইয়াহ লিল ‘আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী*, পৃ. ১৫৩-৫৪।

তাদের মধ্যে রয়েছেন আবু উমামা, আবু হুরায়রা, ইবনু ‘উমার, ইবনু আব্বাস, আয়েশা, আবু মূসা আশ‘আরী, আনাস, সামুরা ইবনু জুনদুব এবং আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ (রাঃ)।

অতঃপর ১০ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ আলোচনার শুরুতে তিনি আবু উমামা থেকে উক্ত হাদীছটির তিনটি তুরুক (বর্ণনাসূত্র) এনে ১ম সূত্রটিকে হাসান এবং বাকি দু’টিকে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন। আবু হুরায়রা থেকে মোট চারটি তুরুক এনে বিস্তারিত আলোচনা শেষে প্রত্যেকটিকেই কমবেশী দুর্বল প্রমাণ করেছেন। তারপর ইবনু ‘উমার থেকে ২টি তুরুক এনে প্রথমটি হাসান এবং দ্বিতীয়টি যঈফ হওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অতঃপর ইবনু আব্বাস থেকে মোট ৩টি তুরুক এনে দু’টিকে ছহীহ এবং একটিকে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন এবং আয়েশা থেকে ২টি সূত্র উল্লেখ করে একটিকে মাওযূ‘ এবং অন্যটিকে মুরসাল ছহীহ সাব্যস্ত করেছেন। তারপর আবু মূসা বর্ণিত সূত্রটিকে মাওকূফ ছহীহ, আনাস ও সামুরা বর্ণিত সূত্রদ্বয়কে যঈফ এবং আব্দুল্লাহ বিন যায়েদের বর্ণনাকে বিস্তারিত আলোচনা শেষে হাসান লি গায়রিহী সাব্যস্ত করেছেন।

দীর্ঘ আলোচনা শেষে তিনি বলেন, ইবনু যায়েদের উক্ত হাসান সূত্রের সাথে যদি ইবনু আব্বাস বর্ণিত ছহীহ সূত্র এবং ইবনুল ক্বাত্তান, ইবনুল জাওযী, যায়লা‘ঈ ও অন্যান্য বিদ্বান কর্তৃক ছহীহকৃত এর আরেকটি সূত্রকে যোগ করা হয়, তাহ’লে হাদীছটির সত্যতা ও বিশুদ্ধতা নিয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না। আর সাথে যদি অন্যান্য ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত সূত্রগুলো একত্রিত করা হয়, তাহ’লে এর শক্তি আরো বৃদ্ধি পাবে।[২৯]

আলোচ্য হাদীছটির তাখরীজে আলবানী মোট ২৫টি হাদীছ গ্রন্থে ৮ জন ছাহাবী বর্ণিত ১৮টি সূত্র একত্রিত করেছেন। অতঃপর প্রত্যেকটির সূত্রের পৃথক পৃথক হুকুম পেশ করে সবগুলোর সমন্বয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।

৬. ‘ইলালুল হাদীছ বা হাদীছের গোপন দোষ-ত্রুটির প্রতি গভীর দৃষ্টি :

‘ইলালুল হাদীছ ইলমুল হাদীছের অন্যতম সূক্ষ্মতম অধ্যায়। পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণের মধ্যে আলী ইবনুল মাদীনী, ইমাম বুখারী, তিরমিযী ও দারাকুৎনীসহ অল্প সংখ্যক মুহাদ্দিছ এ ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন। আধুনিক যুগে শায়খ আলবানী এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এবং এ ময়দানকে পুনর্জীবিত করেছেন। তিনি ইমাম বুখারী, আলী ইবনুল মাদীনী, আহমাদ ইবনু হাম্বল, দারাকুৎনী প্রমুখ ‘ইলালবিদদের মতামতের আলোকে একই হাদীছের বিভিন্ন তুরুক একত্রিত করে ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

প্রফেসর ড. বাসিম ফয়ছাল আল-জাওয়াবিরাহ বলেন, ‘গোপন দোষ-ত্রুটিযুক্ত হাদীছ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে শায়খ আলবানীর সুস্পষ্ট মানহাজ ছিল। তিনি সমালোচক ও দোষ-ত্রুটি উদঘাটনকারী ওলামায়ে কেরাম থেকে ইলমী ফায়েদা হাছিল করেছেন। তিনি তাদের অনুসৃত মানহাজের বাইরে যাননি। বরং তাদের রেখে যাওয়া উৎসসমূহ থেকে ইলমী সুধা পান করেছেন এবং ভিন্নপন্থা অবলম্বন না করে তাদের পদাংক অনুসরণকারী হয়েছেন।[৩০]

‘ইলালুল হাদীছের ক্ষেত্রে আলবানীর কর্মতৎপরতার উপর গবেষণাকারী ড. মুহাম্মাদ হামদী আবু ‘আব্দুহু বলেন, ‘মুহাদ্দিছগণ রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছসমূহ সংরক্ষণের জন্য নীতিমালা তৈরী করেছেন এবং তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। যার অন্যতম হ’ল ইলমু ‘ইলালিল হাদীছ। অত্যধিক গুরুত্ব ও আলোচনার সূক্ষ্মতার বিবেচনায় এখানে প্রবেশ করাকে হাদীছ শাস্ত্রের সবচেয়ে কঠিন পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য করা হয়। সেকারণে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণের মধ্যে অল্প সংখ্যক মুহাদ্দিছ এ ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন। যেমন আলী ইবনুল মাদীনী, ইমাম বুখারী, তিরমিযী, দারাকুৎনী প্রমুখ। আর পরবর্তীদের মধ্যে ‘ইরাক্বী, ইবনু হাজার আসক্বালানী প্রমুখ। আধুনিক যুগে অল্পসংখ্যক বিদ্বান এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছেন, যাদের শীর্ষে রয়েছেন শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী। যিনি এক্ষেত্রে স্বীয় যুগে সবচেয়ে অগ্রগামী হয়েছেন। তিনি এমন এক ময়দানে প্রবেশ করেছেন, যেখানে সমসাময়িক কেউ প্রবেশ করেননি। এমন এক ময়দানকে পুনর্জীবিত করেছেন, যে ময়দানটি প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিল। তিনি ইলমুল ‘ইলালের ময়দানে এগিয়ে গেছেন। কিন্তু সেখানে তার কোন সাথী ছিল না। তিনি ব্যতীত কারো হৃদয় এদিকে অগ্রগামী হয়নি। ফলে তিনি একে নতুনভাবে তুলে ধরেছেন এবং এবিষয়ে তার সাথীদের মধ্যে একক ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন।

যদিও মানবীয় দুর্বলতার কারণে তাকেও সেখানে বিবিধ ভুলের মুখোমুখি হ’তে হয়েছে, যা থেকে বিজ্ঞ আলেমগণের কেউই বাঁচতে পারেননি। এটা স্বভাবগত বিষয় যে, মানুষ সঠিক করবে, ভুলও করবে। মানুষের জন্য ঐ তীরই যথেষ্ট যে, তার দোষসমূহ গণনা করা হবে। কিন্তু সুন্নাতে নববীর খেদমতে তিনি যে বিশাল অবদান রেখেছেন, সেদিক বিবেচনায় এটা তাঁর ইলমী মর্যাদাকে লঘুতর করার ক্ষমতা আদৌ রাখে না’।[৩১]

৭. অকপটে সাহসী সিদ্ধান্ত প্রদান :

তাখরীজের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর আলবানী সিদ্ধান্ত প্রদানে কোন দ্বিধা করেননি। হুকুম নির্ধারণে কোন সংশয় বা মতদ্বৈততার আশ্রয় নেননি। বরং সাধ্যমত গবেষণা করে আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ভরসা রেখে সিদ্ধান্ত প্রদানে অগ্রসর হয়েছেন। ফলে অধিকাংশ তাখরীজে তিনি আলোচনার সার-নির্যাস হিসাবে প্রথমে হাদীছের হুকুম উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছেন।

---

২৯. *সিলসিলা ছহীহাহ*, ১/৮১-৯০।

৩০. ড. মুহাম্মাদ হামদী আবু ‘আব্দুহু, *মানহাজুল ‘আল্লামা মুহাদ্দিছ আল-আলবানী ফী তা‘লীলিল হাদীছ*, পৃ. ৬।

৩১. *ঐ*, পৃ. ১০।

‘কুরআন ব্যতীত অন্য কোন কিতাব নিরঙ্কুশভাবে ত্রুটিমুক্ত নয়’-এই চিন্তাধারার আলোকে তিনি ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের কিছু হাদীছের ব্যাপারে গবেষণা করে বিস্তারিত সমালোচনা পেশ করতেও যেমন পিছপা হননি,[৩২] তেমনি উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের বেশ কিছু হাদীছের ব্যাপারে অন্যান্য বিদ্বানদের সমালোচনার নিরপেক্ষ জবাবও তিনি পেশ করেছেন। এমনকি ছহীহ মুসলিমের একাধিক হাদীছের ব্যাপারে আলী ইবনুল মাদীনী, আবুদাঊদ, ইবনু মা‘ঈন, ইবনু খুযায়মা, বায়হাক্বী প্রমুখ বিদ্বানের সমালোচনার জবাবে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করে সেগুলো ছহীহ সাব্যস্ত করেছেন।[৩৩]

একইভাবে স্বীয় তাহক্বীক্বের ক্ষেত্রে তিনি ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহ.)-এর সিদ্ধান্তের উপর অধিক নির্ভর করলেও তাঁর অনেক সিদ্ধান্তের সমালোচনা বা বিপরীত সিদ্ধান্ত পেশ করতে দ্বিধা করেননি। বরং তাঁর নিকটে যতটুকু ভুল পরিলক্ষিত হয়েছে, তা স্পষ্টভাষায় তুলে ধরেছেন।[৩৪]

নিজের কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ভুল বুঝতে পারলে বা অন্য কেউ ধরিয়ে দিলে তা থেকে ফিরে আসার ক্ষেত্রে তিনি নিন্দুকের নিন্দাবাদের কোন পরওয়া করেননি। বরং ভুল ধরিয়ে দেওয়া ব্যক্তির প্রতি শুকরিয়া ও সম্মান প্রদর্শন করেছেন। যেমন একটি হাদীছের ব্যাপারে তিনি বলেন, ইমাম বায়হাক্বীর বক্তব্য অনুযায়ী ইবনু কুতায়বা হাদীছটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন মনে করে কিছুকাল আমি তা যঈফ বলে ধারণা করতাম। অতঃপর আমি মুসনাদে আবী ইয়া‘লা এবং আখবারে ইস্ফাহান গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখিত সনদ তদন্ত করে নিশ্চিত হলাম যে, এর সনদ ‘শক্তিশালী’। ইবনু কুতায়বা কর্তৃক একক সনদে বর্ণিত বলে ধারণা করা সঠিক নয়। সেকারণে ইলমী আমানত আদায় ও দায়মুক্তির লক্ষ্যে আমি হাদীছটি সিলসিলা ছহীহায় সংকলন করলাম। যদিও এটা অজ্ঞ ও বিদ্বেষপরায়ণদের অন্যায় আক্রমণ, কুৎসা ও কটাক্ষের পথ খুলে দেবে। তবে যেহেতু আমি দ্বীনের আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি, তাই এসব সমালোচনার আমি কোনই পরওয়া করি না। বরং আমি আল্লাহ্র নিকট নেকীর আশা করি মাত্র।[৩৫]

কখনো কখনো কোন বিদ্বানের ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত হলে তাও পূর্ণ আস্থার সাথে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করেছেন। ফলে সমালোচনার ক্ষেত্রে কখনো কখনো অধিক কঠোরতাও প্রকাশ পেয়েছে।[৩৬]

৮. হুকুম সাব্যস্তের কারণসমূহ সহজ, বিস্তারিত ও নিরপক্ষেভাবে উপস্থাপন :

আলবানীর তাখরীজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, কোন হাদীছের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি দলীল-প্রমাণসমূহ সহজ, বিস্তারিত ও নিরপক্ষেভাবে উপস্থাপন করেছেন। হাদীছ ভেদে শাওয়াহেদ ও মুতাবা‘আতসমূহ সেগুলোর সনদ ও যে গ্রন্থে তা সংকলিত হয়েছে তাসহ উল্লেখ করেছেন। কোন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃতি পেশ করলে তা কোন লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে তা উল্লেখ করেছেন। ইমামগণের মতামতসমূহ তুলে ধরেছেন। রাবীদের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মতামত থাকলে নিরপেক্ষভাবে তা উল্লেখ করেছেন। সনদে বা মতনে গোপন দোষ-ত্রুটি থাকলে তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। সর্বোপরি ভারসাম্যপূর্ণ ও সুস্পষ্ট একটি আলোচনা তুলে ধরার পর তিনি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। ফলে গবেষকগণ তাঁর সিদ্ধান্তের পিছনের গৃহীত দলীল সমূহ ও তার উৎসস্থল সম্পর্কে সহজেই বুঝতে সক্ষম হন। কোন ক্ষেত্রে বিদ্বানদের মতভেদ থাকলে তা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। সাথে সাথে তাঁর গবেষণায় বিশেষ কোন ভুল-ত্রুটি বা ঘাটতি থাকলে পরবর্তী গবেষকদের তা চিহ্নিত করতেও বেগ পেতে হয় না।

(ক্রমশঃ)

৩২. *শারহুল আক্বীদাতিত ত্বাহাবিয়াহ,* পৃ. ২২-২৩, টীকা দ্রষ্টব্য।
৩৩. *সিলসিলা ছহীহাহ,* ৪/৪৪৯-৫০, হাদীছ নং ১৮৩৩, *ইরওয়াউল গালীল,* ২/৩৮-৩৯, ১২০-১২২, হাদীছ নং ৩৩২, ৩৯৪।
৩৪. *ইরওয়াউল গালীল,* ২/৯৮; *আত-তাওয়াসসুল,* পৃ. ৯৫।।
৩৫. *সিলসিলা যঈফাহ,* ১/২৭২, হাদীছ নং ১৪২, ৩/৪৭৯।
৩৬. *সিলসিলা ছহীহাহ,* ২/১৯০, হাদীছ নং ৬২১।

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ
ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬
বেলীফুল
অভিজাত মিষ্টি বিপনী
আল-হাসিব প্লাজা গণকপাড়া, রাজশাহী-৬৩০০
গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা রাজশাহী-৬১০০ ফোন-৮১২১৬৫
ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড, গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

শূকরের চর্বিজাত খাবার ও প্রসাধনী নিয়ে সতর্কতা

-ড. আ ফ ম খালিদ হাসান

খাদ্যসহ ব্যবহার্য সব সামগ্রীতে হালাল-হারাম যাচাই করে কর্তব্য ঠিক করা মুসলমান মাত্রেরই দায়িত্ব। অনেক সময় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শুধু অজ্ঞতার কারণে আমরা হারাম দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকি অথচ এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা এবং এসব থেকে বিরত থাকা আমাদের জন্য যরূরী। এ পর্যায়ে বিভিন্ন পণ্যে শূকরের চর্বির মিশ্রণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হচ্ছে। নানা দেশে বিশেষত ইউরোপ, আমেরিকা, পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় শূকরের চর্বি খাদ্যদ্রব্য রান্না ও প্রসাধন-সামগ্রী তৈরির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে দামে সাশ্রয়ী হওয়ায় বাটার অয়েলের পরিবর্তে রান্নায় শূকরের চর্বি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সাম্প্রতিক সময়ে রান্নার পাশাপাশি রুটি, পিজা, পিঠা, কেক, স্ন্যাক্স, সস, স্যান্ডউইচ, বার্গার, বিস্কুট, মিষ্টি ও ঝাল খাবারে শূকরের চর্বির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। এছাড়া সাবান, লোশন, চকোলেট, চিপস, শ্যাম্পু, লিপস্টিক, ক্যান্ডি, শেভিং ক্রিম, অয়েন্টমেন্ট তৈরিতে শূকরের চর্বি অপরিহার্য উপাদান। এসব খাদ্য ও কসমেটিকস সামগ্রীতে যে আঁঠালো পদার্থ আছে তার বৈজ্ঞানিক নাম জিলেটিন। এটি শূকরের হাড় ও পায়ের খুরের চর্বি থেকে সংগৃহীত হয়। শূকরের চর্বি সয়াবিন তেল, মারকারাইন ও ভেজিটেবল ফ্যাটের মতো স্বাস্থ্যসম্মত না হ'লেও খাদ্যদ্রব্য ফ্রাইংয়ের ক্ষেত্রে যে গন্ধটি বের হয় পাশ্চাত্যের ভোক্তাদের কাছে তা বেশ জনপ্রিয়। শূকরের দেহের যেকোন অংশের ফ্যাটী টিস্যু থেকে চর্বি আহরণ করা যায়। এই চর্বির নানা গ্রেড রয়েছে। এর মধ্যে কিডনি ও মাংসপেশীর আশপাশের চর্বির কদর বেশী। কিডনি থেকে প্রস্তুত চর্বির বাণিজ্যিক নাম হ'ল লিফ লার্ড। আল্লাহর স্পষ্ট হুকুম 'তুমি বলে দাও, আমার নিকট যেসব বিধান অহি করা হয়েছে, সেখানে ভক্ষণকারীর জন্য আমি কোন খাদ্য হারাম পাইনি যা সে ভক্ষণ করে, কেবল মৃত প্রাণী, প্রবাহিত রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত' *(আন'আম ৬/১৪৫)*।

১০০ শতাংশ পশুচর্বি (সাধারণত শূকরের গোশত) থেকে তৈরি করা হয়, যা গোশত থেকে আলাদা করে রাখা হয়। বেশীর ভাগ লার্ড তৈরি করা হয় রেন্ডারিং নামের একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, যেখানে শূকরের চর্বিযুক্ত অংশগুলো (যেমন পেট, কিডনি ও কাঁধ) চর্বি গলে যাওয়া পর্যন্ত ধীরে ধীরে রান্না করা হয়। তারপর এ চর্বি গোশত থেকে আলাদা করা হয়। লার্ড হ'ল শূকরের গলিত চর্বি, যা রান্না, বেকিং এবং গভীর ভাজাতে চর্বি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটির একটি ক্রিমি সাদা রং রয়েছে এবং স্বাদহীন ও গন্ধহীন বিভিন্ন ধরনের ব্রান্ড পাওয়া যায়। লার্ডের তিনটি প্রধান জাত রয়েছে- ১. রেন্ডারড লার্ড হ'ল শূকরের গোশতের চর্বি যা গলিয়ে তারপর ফিল্টার করা হয় এবং ঠাণ্ডা করা হয়। ২. প্রসেসড লার্ড গলিয়ে, ফিল্টার করা হয় এবং তারপর হাইড্রোজেনেট করা হয় যাতে তা স্থিতিশীল থাকে। ৩. লিফ লার্ড হ'ল একটি বিশেষ ধরনের লার্ড যা শূকরের কিডনির চার পাশে চর্বির পাতার আকৃতির অংশ থেকে আসে। এখান থেকে সবচেয়ে পসন্দের লার্ড পাওয়া যায় বলে মনে করা হয়। পাতার লার্ড অন্যান্য ধরনের লার্ডের চেয়ে নরম ও ক্রিমি। এটি তার মসৃণ ধারাবাহিকতার জন্য মূল্যবান এবং সাধারণত বেকিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। পাতার চর্বিটি ভিসারাল ফ্যাট থেকে তৈরি করা হয়, যা শূকরের কিডনিকে ঘিরে রাখে এবং এটিকে সর্বোচ্চ গ্রেডের লার্ড হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

বিবিসি পরিবেশিত খবরে জানা যায়, ইউক্রেনে সালু নামে একটি চকোলেট বেশ জনপ্রিয়। ভেতরে লবণাক্ত ও বাইরে মিষ্টি এসব চকোলেট তৈরি হয় শূকরের চর্বি দিয়ে। পুরো ইউরোপে হৃদরোগের ক্ষেত্রে ইউক্রেনের অবস্থান শীর্ষে। অন্যান্য পশুর চেয়ে শূকরের চর্বিতে কোলেস্টেরলের মাত্রা অত্যধিক। ১০০ মিলিগ্রাম শূকরের গোশতে কোলেস্টেরলের পরিমাণ ৯২ মিলিগ্রাম। শূকরের গোশত পরজীবী ভাইরাস বহন করে। শূকরভোজীরা সবসময় গুরুত্বর শারীরিক ঝুঁকিতে থাকে। ১৯৪৩ সালে আমেরিকান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথের বিশেষজ্ঞরা এক প্রতিবেদনে অভিমত প্রকাশ করেন, আমেরিকায় প্রতি ছয়জনে একজন ট্রাইচিনোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে উন্মাদ হয়ে পড়ে।

পাশ্চাত্যের বহু দেশে বাণিজ্যিকভাবে শূকর উৎপাদিত হয়। শূকর উৎপাদন ও বিপণন আয়ের বড় উৎস। ফ্রান্সে ৪২ হাযার ও আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনায় এক লাখ শূকরের খামার রয়েছে। পৃথিবীর ১০টি দেশ অধিকতর শূকর উৎপাদন করে এবং শূকরের গোশত থেকে চর্বি তৈরি করে। এর মধ্যে চীন, জার্মানি ও ব্রাজিল শীর্ষে। আমেরিকায় দৈনিক খাবারের তালিকায় শূকরের গোশত অপরিহার্য অনুষঙ্গ। ৭৫ ভাগ শূকর গোশত খাওয়ায় ব্যবহৃত হয় আর বাকী ২৫ ভাগ শূকরের গোশত আগুনে গলিয়ে চর্বি বের করা হয়। টিনজাত করা শূকরের চর্বি লার্ড বাজারে সহজলভ্য। সিলভার লিফ ব্রান্ডের প্যাকেটজাত শূকরের চর্বি ব্রিটেনে বেশ জনপ্রিয়। বাবা ও দুই ছেলের ছবিসহ দেয়ালে সাঁটানো একটি পোস্টারে লেখা আছে, তারা সুখী যেহেতু তারা শূকরের চর্বি খায়।

ইউরোপীয় দেশগুলোতে বাজারজাতকৃত যেকোন খাদ্যদ্রব্য ও প্রসাধন সামগ্রীর প্যাকেটে প্রস্তুতকরণের মূল উপাদান উল্লেখ থাকা বাধ্যতামূলক। এটি রাষ্ট্রের স্বীকৃত আইন। শূকরের চর্বি দিয়ে আগে যেসব সামগ্রী তৈরি হ'ত তাতে চরম ফ্যাট লেখা থাকত। এতে ইউরোপীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় ভোক্তাদের কোন অসুবিধা হ'ত না। কিন্তু বহুজাতিক কোম্পানির প্রস্তুতকৃত এসব সামগ্রী যখন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রফতানি হ'তে থাকে, চরম ফ্যাট (শূকরের চর্বি) লেখা থাকায় মুসলমান ও নিরামিষভোজীরা এসব সামগ্রী ব্যবহার থেকে বিরত থাকেন। ফলে অল্প সময়ের

www.at-tahreek.com

মধ্যে তাদের বৈদেশিক বাণিজ্য ৭৫ ভাগ হ্রাস পায়। ইসলামে শূকরের গোশত ও চর্বি খাওয়া হারাম। বহুজাতিক কোম্পানী তাদের দেশের খাদ্য প্রশাসন বিভাগের সহায়তায় ব্যবসায়িক স্বার্থে উপাদানের ক্ষেত্রে সরাসরি চরম ফ্যাট না লিখে ইদানীং 'ই-কোড' ব্যবহার করতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মেডিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডা. আমজাদ আলী খান জানিয়েছেন, যেসব পণ্যের প্যাকেটে নিম্নলিখিত 'ই-কোডস' লেখা থাকবে নিঃসন্দেহে সেখানে শূকরের চর্বি থাকবে। খাদ্য ও প্রসাধন সামগ্রী কেনার সময় ভালভাবে যাচাই করে নিতে হবে। তা হ'লেই আমরা হারাম থেকে বাঁচতে পারব।

পবিত্র কুরআনের সূরা বাক্বারাহ ১৭৩, সূরা মায়েদাহ ৩, সূরা আন'আম ১৪৫ ও সূরা নাহল ১১৫ নম্বর আয়াতে শূকরের গোশত হারাম হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, শূকর যেসব ব্যাকটেরিয়াল, ভাইরাল ও প্যারাসাইটিক রোগে আক্রান্ত হয় এর প্রায় সবগুলোই মানবদেহে অতি সহজেই সংক্রমিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসা করার পরও সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব হয় না। ফলে এগুলোর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের কারণে মানবদেহের মারাত্মক ক্ষতি হয়। বিশেষ করে পর্ক টেপ ওয়ার্মে আক্রান্ত হ'লে সিস্টিসারকোসিস রোগ হয় এবং এগুলো মানুষের হৃৎপিণ্ড, স্পাইনাল-কর্ড ও মস্তিষ্কে পৌঁছে ক্ষতিসাধন করে। মস্তিষ্ক আক্রান্ত হ'লে তাকে নিউরো সিস্টিসারকোসিস বলে। পশ্চিমা দেশগুলোর বহু রেস্তোরাঁয় অনেক গ্রাহকের স্বাস্থ্যসম্পর্কিত খাদ্যতালিকাগত বিধিনিষেধের কারণে রান্নাঘরে লার্ডের ব্যবহার বাদ দিয়েছিল। বিকল্প লার্ডের জন্য গরুর গোশতের টালোর দিকে ধাবিত হয়। সম্প্রতি শূকরের লার্ড আবার যুক্তরাজ্যে ঐতিহ্যবাহী ব্রিটিশ খাবারের অনুরাগীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ২০০৪ সালের শেষের দিকে দেশকে লার্ড সঙ্কটের দিকে পরিচালিত করে।

পবিত্র কুরআনের খ্যাতনামা ইংরেজী অনুবাদক ও ভাষ্যকার আল্লামা আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী (রহঃ) সূরা বাক্বারার ১৭৩ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, শূকরের বসবাস মূলত আবর্জনাপূর্ণ স্থানে এবং ময়লা তার খাবার। যদি কোন শূকরকে পরিচ্ছন্ন জায়গায় রেখে কৃত্রিম খাদ্য খাওয়ানো হয় তাহ'লেও তার স্বভাব ও প্রকৃতি বদলায় না। তিনি মন্তব্য করেন, 'শূকর অন্য দিক দিয়েও নোংরা প্রাণী এবং নোংরা প্রাণীর গোশত খাদ্য হিসাবে গ্রহণকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাংসপেশী গঠনের যেসব উপাদান রয়েছে তার মধ্যে শূকরের মাংসে চর্বির পরিমাণ অধিক। অন্যান্য প্রাণীর মাংসের চেয়ে শূকরের মাংসপেশির টিস্যুতে চুলের মতো ক্ষুদ্র ট্রাইচিনোসিস বহনকারী ভাইরাস থাকায় অধিক হারে রোগ ছড়াতে পারে।

সাইয়েদ কুতুব (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন, 'এখন শূকরের গোশত সম্পর্কে কিছু সংখ্যক উগ্রমস্তিষ্ক লোক বিতর্ক তুলেছে যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে বন্যশূকর, গৃহপালিত শূকর নয়, অথচ যেকোন সুস্থ প্রকৃতির মানুষ, সুরুচিসম্পন্ন যেকোন ব্যক্তি মনে করে শূকর একটি ঘৃণ্য প্রাণী। এর সাথে এটাও বাস্তব সত্য যে, বহু শতাব্দী পূর্ব থেকে আল্লাহ শূকরের গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে রেখেছেন। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের জ্ঞানগবেষণায় অতি সাম্প্রতিককালে ধরা পড়েছে যে, শূকরের গোশত, তার রক্ত ও নাড়িভুঁড়ির মধ্যে একপ্রকার মারাত্মক ফিতাকৃমি ও তার অসংখ্য ডিম বিদ্যমান থাকে, যা মানুষের জন্য ধ্বংসাত্মক। কিন্তু এখন একদল লোক বলছে যে, আধুনিক রান্নাপদ্ধতিতে যে উন্নতি হয়েছে সেই প্রক্রিয়ায় ঐগুলো রান্না করলে ঐসব কৃমি তার ডিম আর ক্ষতিকর থাকে না, তাপমাত্রার একপর্যায়ে এসে ঐগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। এসব কথা বলার সময় একটি কথা তারা ভুলে যায় যে, ক্ষতিকর যে একটি জিনিস এতকাল পরে তাদের জ্ঞান গবেষণায় ধরা পড়েছে তা দূর করার জন্য না হয় তারা একটি পদ্ধতি বের করল, কিন্তু অনাগত ভবিষ্যতে আরো যে অনেক ক্ষতিকর উপাদান আবিষ্কৃত হবে তা তারা কি করে অস্বীকার করবে'? *(তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন, সূরা বাক্বারাহ ১৭৩, ২/৮৩)*।

অহিভিত্তিক ধর্মে শূকরের গোশত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ হযরত মূসা (আঃ) এবং তার অনুসারীদের শূকর খেতে নিষেধ করেছেন। কারণ যদিও এটির বিভক্ত খুর আছে এবং জাবর কাটতে পারে না। তাদের গোশত তোমরা খাবে না এবং তাদের মৃতদেহ স্পর্শ করবে না; তারা তোমাদের কাছে অপবিত্র। সেই বার্তাটি পরবর্তীতে ডিউটারোনমিতে জোরদার করা হয়েছে। রোমান আমলে, শূকরের গোশত খাওয়া থেকে ইহুদীদের বিরত থাকা ইহুদী ধর্মের সবচেয়ে শনাক্তযোগ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে বিশ্বাসের বাইরের লোকদের কাছে। খ্রিষ্টানরা শূকরের গোশত খেতে পারে না। কারণ একটি শাস্ত্রীয় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অথচ দুনিয়াব্যাপী ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের খাদ্যতালিকায় সবচেয়ে উপাদেয় খাবার হ'ল শূকরের গোশত ও চর্বি।

॥ সংকলিত ॥

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্রঃ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

সূচীপত্র

অমর বাণী

*-আব্দুল্লাহ আল-মা‘রূফ**

১. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, رَكْعَتَانِ مُقْتَصِدَتَانِ فِي تَفَكُّرٍ، خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ وَالْقَلْبُ سَاهٍ، ‘অমনোযোগী মনে সারারাত ক্বিয়ামুল লায়ল আদায় করার চেয়ে চিন্তা-ভাবনাসহ দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করা উত্তম’।[১]

২. মুহাম্মাদ ইবনে কা‘ব আল-কুরাযী (রহঃ) বলেন, لَأَنْ أَقْرَأَ فِي لَيْلَتِي حَتَّى أُصْبِحَ بِإِذَا زُلْزِلَتِ، وَالْقَارِعَةُ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِمَا، وَأَتَرَدَّدُ فِيهِمَا وَأَتَفَكَّرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَهُذَّ الْقُرْآنَ لَيْلَتِي هَذًّا، يعني: أَنْثُرَهُ نَثْرًا، ‘কুরআন গদ্যের মতো তাড়াতাড়ি পড়ে রাত শেষ করার চেয়ে আমি যদি রাতের শুরু থেকে সকাল পর্যন্ত কেবল সূরা যিলযাল ও সূরা ক্বারি‘আহ তেলাওয়াত করি, এর চেয়ে আর বেশী কিছু না তেলাওয়াত করে শুধু এদু’টিরই পুনরাবৃত্তি করতে থাকি এবং এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকি, তাহ’লে এটাই আমার নিকটে অধিকতর পসন্দনীয়’।[২]

৩. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, لَا يَنْبُلُ الرَّجُلُ بِنَوْعٍ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يُزَيِّنْ عِلْمَهُ بِالْأَدَبِ، ‘মানুষ কোন জ্ঞানের মাধ্যমেই মহৎ হ’তে পারে না, যতক্ষণ না সে তার জ্ঞানকে আদব দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করে’।[৩]

৪. সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, ثَلَاثٌ مِنَ الصَّبْرِ: أَلَّا تُحَدِّثَ بِوَجَعِكَ، وَلَا بِمُصِيبَتِكَ، وَلَا تُزَكِّيَ نَفْسَكَ، ‘তিনটি কাজ ধৈর্যের অন্তর্ভুক্ত : (১) নিজের কষ্টের কথা অন্যকে বলো না (২) নিজের বিপদের কথা অন্যকে জানিও না এবং (৩) আত্মপ্রশংসা করো না’।[৪]

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে শুব্রুমাহ (রহঃ) বলেন, عَجِبْتُ لِلنَّاسِ يَحْتَمُوْنَ مِنَ الطَّعَامِ مَخَافَةَ الدَّاءِ، وَلَا يَحْتَمُوْنَ مِنَ الذُّنُوبِ مَخَافَةَ النَّارِ، ‘আমি ঐ সকল লোকদের দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই, যারা রোগের ভয়ে খাবার-দাবার থেকে বিরত থাকতে পারে (অর্থাৎ ডায়েট কন্ট্রোল করতে পারে), কিন্তু জাহান্নামের ভয়ে পাপ থেকে বিরত থাকতে পারে না’।[৫]

৬. শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, المرأة الصالحة في الدنيا يعني الزوجة تكون خيرا من الحور العين في الآخرة وأطيب وأرغب لزوجها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ‘দুনিয়ার নেককার স্ত্রী আখেরাতে তার স্বামীর জন্য আনত নয়না হূরদের চেয়েও উত্তম, পবিত্রা ও আকর্ষণীয়া হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো সমুজ্জ্বল *(মুসলিম হা/১৯১)*।[৬]

৭. প্রখ্যাত তাবেঈ আহনাফ ইবনে ক্বায়েস (রহঃ) বৃদ্ধ বয়সেও (নফল) ছিয়াম রাখতেন। তাকে বলা হ’ল, إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك، ‘আপনি তো বৃদ্ধ মানুষ, ছিয়াম তো আপনাকে আরো দুর্বল করে দিচ্ছে’। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, إني أعده لسفر طويل، والصبر على طاعة الله سبحانه أهون من الصبر على عذابه، ‘আমি দীর্ঘ সফরের (পাথেয়) জন্য ছিয়ামকে প্রস্তুত করছি। কারণ আল্লাহর আযাবে ধৈর্য ধারণ করার চেয়ে তাঁর আনুগত্যে ধৈর্য ধারণ করা অনেক সহজ’।[৭]

৮. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, الْفِكر يُثمر لصَاحبه الْمحبَّة والمعرفة فَإِذا فكر فِي الْآخِرَة وشرفها ودوامها وَفِي الدُّنْيَا وخستها وفنائها أثمر لَهُ ذَلِك الرَّغْبَة فِي الْآخِرَة والزهد فِي الدُّنْيَا وَكلما فكّر فِي قصر الأمل وضيق الْوَقْت أورثه ذَلِك الجدّ وَالِاجْتِهَاد وبذل الوسع فِي اغتنام الْوَقْت، ‘চিন্তা-ভাবনা বান্দার মাঝে জ্ঞান ও ভালবাসা সৃষ্টি করে। যখন সে আখেরাত, এর মর্যাদা এবং এর স্থায়িত্ব নিয়ে চিন্তা করে; দুনিয়া, এর নিকৃষ্টতা এবং নশ্বরতা নিয়ে চিন্তা করে, তখন এই চিন্তা-ভাবনা তার মাঝে আখেরাতের প্রতি আগ্রহ এবং দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ততা সৃষ্টি করে। সুতরাং যখনই বান্দা দুনিয়ার ক্ষীণ আশা ও স্বল্প সময় নিয়ে চিন্তা করবে, তখন এই চিন্তা তাকে কষ্ট ও সাধনার প্রতি ধাবিত করবে এবং সময়ের সদ্ব্যবহারে সে সর্বশক্তি ব্যয় করবে’।[৮]

৯. হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, إِذَا أَظْهَرَ النَّاسُ الْعِلْمَ، وَضَيَّعُوا الْعَمَلَ، وَتَحَابُّوا بِالْأَلْسُنِ، وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ، وَتَقَاطَعُوا بِالْأَرْحَامِ، لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، ‘মানুষ যখন ইলম যাহির করে এবং আমলে দুর্বল হয়ে পড়ে, কথার মাধ্যমে অন্যকে ভালবাসে, কিন্তু অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর লা‘নত করেন, তাদেরকে বধির এবং দৃষ্টিহীন করে দেন’।[৯]

---

১. *ইবনুল মুবারাক, আয্-যুহদু ওয়ার রাক্বায়েক্ব ১/৯৭।*
২. *তদেব।*
৩. *সাফারীনী, গিযাউল আলবাব ১/৩৬।*
৪. *তাফসীর ইবনু কাছীর ৪/৩৭৫।*
৫. *যাহাবী, সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ৬/৩৪৮।*
৬. *ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৪/২।*
৭. *গাযালী, ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন ১/২৩৬।*
৮. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ, পৃ. ১৯৮।*
৯. *সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ১৩৭।*

পুত্রের প্রতি পিতার উপদেশ

*আল-আমীন খান**

একজন পিতা যিনি তার জীবন-যৌবনে অশ্লীলতা পরিহার করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, সেই কষ্টকর জীবনে কিভাবে তিনি প্রকৃত সুখ পেয়েছিলেন? আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ে প্রিয় সন্তানের প্রতি পিতার মূল্যবান নছীহত।

প্রিয় সন্তান,

আমি সারাটি জীবন সুখ সুখ করে কেঁদেছি। যৌবনে সুখে-শান্তিতে বসবাস করার জন্যে বার বার সুখের সন্ধান করেছি। কিন্তু কিছুতেই সুখের নাগাল পাইনি। এই নাগাল না পাওয়াটাই ছিল আমার জন্য সুখকর। কিন্তু কেন জান?

চোখে দেখা সুখের উপাদানগুলো ছিল চাকচিক্যে ভরা। কিন্তু তার গভীরে ছিল ভয়াবহ আঁধার। সেই চাকচিক্যের ধাঁধায় ছুটতে দেখেছি পাশের অনেককে। ছুটিনি তবু আমি- তুমি এটা জেনে খুশি হবে।

তুমিও দেখবে রঙিন সব সুখ উড়ছে। হয়তো আমার একালে যা দেখিনি, তার চেয়েও চাকচিক্য তুমি দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু ওসব মোটেই সুখের উপাদান নয়। মনের ভুলেও হাত দিও না, চোখ তুলে তাকিও না ওদিকে। সাবধান! আমি যেখানেই থাকি না কেন, তুমি সাবধান থাকলে আমি বড্ড বেশী খুশি হব তোমার উপর।

বাবা জানো- মহান আল্লাহ তা'আলা আমাকে খাওয়া-পরার কষ্ট দেননি, তবে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে নিজের জীবন-যৌবনকে রক্ষার জন্য। এত কষ্ট! মনে হ'ত এর চেয়ে না খেয়ে থাকাই ভালো ছিল। তবুও দিন শেষে আমি শান্তিতে ঘুমাতে পারতাম। কেন জান? আমি রঙিন বেলুনে গা ভসিয়ে দেইনি। আমি জানতাম, এটা রঙিন ফানুস, শেষ হ'তে বেশী সময় নেবে না।

আমি এক অধঃপতিত সমাজে দিন কাটিয়েছিলাম, চারিদিকে ছিল অশ্লীলতার আঁধার। অনেককে দেখেছি অশ্লীলতা দিয়ে পেট ভরছে। অখাদ্য দিয়ে উদর পূর্ণ করেই তারা সুখ পেত। কিন্তু আবার চোখের সামনে তাদের পতন হ'তে দেখেছি। এও দেখেছি, রঙিন বেলুন ফেটে তারা আছড়ে পড়েছে। ধ্বংসের গ্লানি তাদের দেহ-মনকে অতিষ্ট করে তুলেছে। তবে তুমি যে সমাজে বাস করছ তা আমার সমাজ থেকেও চরম অধঃপতনের সীমায় আটকে যাওয়া এক সমাজ। তাই তোমাকে আরো বেশী সতর্ক হ'তে হবে। তোমাকে সতর্ক করছি হে প্রিয় সন্তান!

লোকে যে সুখ অশ্লীলতার ভিতর খুঁজে, তুমি সেই একই সুখ শালীনতার মধ্যে পাবে। এই একটি কথাই তোমার পিতাকে প্রকৃত সুখ খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল। পিতার সন্তান হিসাবে তুমিও সে পথটি বেছে নিও। আর তুমি এ পথটি পাবে একমাত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহতে।

শোন প্রিয় সন্তান,

আমি চলে যাব। শুধু একটি আকুতি জানাতে চাই, সেটা হচ্ছে- আমার ছবি তুমি দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখ না, তোমার মনের দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখ আমার রেখে যাওয়া কথাগুলো। আমি যা লিখেছি তার অনুসরণের মধ্যে তুমি সুখ খুঁজে পাবেই। কথা দিলাম। তুমি ছিলে আমার আদরের ধন। তোমাকে প্রকৃত সুখের পথটি দেখিয়ে যাই। তুমি সুখী হ'লে আর তো কিছু আমার চাওয়া-পাওয়ার নেই।

তুমি যদি প্রকৃত সুখী হ'তে চাও তবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে দু'টো জিনিস আঁকড়ে ধরো। এক হ'ল- তোমার-আমার সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। আর দুই হ'ল- মহান আল্লাহ্‌র প্রেরিত বিশ্বনবী (ছাঃ)-এর আদর্শ, যা তুমি পাবে একমাত্র ছহীহ হাদীছে। মহান রবের ইবাদতের ক্ষেত্রে নবী করীম (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতির বাইরে চুল পরিমাণও নড়বে না। এর অন্যথা হ'লে তোমার সেই ইবাদত নিশ্চিতভাবে ইহকালে প্রত্যাখ্যাত ও পরকালে শাস্তিযোগ্য হয়ে যাবে।

তুমি যৌবনের শুরু থেকেই ছালাতকে সঙ্গী করে নিও, তাহ'লে দুনিয়ার সব উত্তম জিনিস তোমার সঙ্গী হবে। ছালাতের সময় হ'লে সর্বপ্রথম ছালাত আদায় করে নিবে, পরে অন্য কাজ। ছালাত ছেড়ে দিয়ে কোন সুখকে কখনোই গ্রহণ করবে না। এটা যেন মনে থাকে যে, ছালাত ছেড়ে দিলে দেহ-মন থেকে সুখ চিরপ্রস্থান করে। ছালাতহীন জীবনে কোন ধন-দৌলত, কোন আরাম-আয়েশের উপাদান সুখ বয়ে আনতে পারে না।

পরিত্যাগ কর তিনটি জিনিসকে। যা পরিত্যাগের নির্দেশ কুরআন-হাদীছ থেকেই আমি পেয়েছি- ১. শিরক অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে মাথা নত করা ও সকল প্রকার শিরকী কাজ ও আক্বীদা। ২. সকল প্রকার অশ্লীলতা। ৩. যাচাই ছাড়া কারো কথা ও কোন খবরে বিশ্বাস করা। এ তিনটি বিষয় বর্জন করা খুবই যরূরী। কেননা পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এ তিনটিকে বর্জন করতে পারছে না। বর্তমানে মানুষ শুধু এ তিনটির পিছনে ছুটছে। আমি চাই তুমি তা করবে না। তুমি যে শিক্ষা অর্জন করবে তাতে ঐ পাঁচটি গ্রহণ-বর্জন যেন থাকে।

আর সবসময় মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। বিপরীতে সকল প্রকার উগ্রতা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কোন দল ও ব্যক্তির একমাত্র পূজারী না হয়ে যে-ই উত্তম কথা বলবে তার উত্তম কথাটুকুই শুধু গ্রহণ করবে। মসজিদের ইমাম ছাহেবকেও অন্ধ অনুকরণ করবে না, আর তো অন্য কেউ! কারণ তারা কেউ-ই ভুলের উর্ধ্বে নয়।

কারো চাকচিক্য দেখে তাকে যোগ্য ভেবে তার ভুলটাকেও সঠিক ভেবো না। চারদিকে তাই-ই সবাই করছে। কিন্তু তুমি অন্য সবার মতো ভুল পথটি বেছে নেবে না। একমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে সকল কথা ও কাজের দলীল হিসাবে গ্রহণ করবে। বাবা, আমার এ কথাগুলো ভুলে যেও না কিছুতেই।

** লেখক, কবি ও শিক্ষক।*

আরেকটি কথা-

আমার জীবন-যৌবন চলে গিয়েছে, এখন আল্লাহ সুখ দিয়েছেন। কিন্তু আমি তো আর এ সুখ ভোগ করব না। যত সুখ সব তোমার জন্যে। আমার জন্যে নয়। তুমি ভোগ কর, সুখী হও। তবে মনে রেখ- সুখ নিজেকেই অর্জন করতে হয়। সুখ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায় না। অন্যের অর্জিত সুখ তোমার কাজে আসবে না। তারপরেও যদি কিছু পাও তবে তা বোনাস হিসাবে নিও। যদি মনে কর আমি তোমার জন্যে সুখের উপকরণ কিছু রেখে যেতে পেরেছি, তবে তার সদ্ব্যবহার কর।

আর যদি দেখ কিছুই তোমায় দিতে পারিনি তাহ'লে কষ্ট নিও না। আমি চেষ্টা করেছিলাম তোমার জন্য অঢেল ধন-দৌলত ও সুনাম রেখে যাবার, কিন্তু আমার তা ছিল না। তা কিছু রেখে যেতে না পারলেও একটা জিনিস রেখে গেছি। সেটা হ'ল- আমি যে কুরআনটি পড়তাম। তুমি জেনে খুশি হবে যে তোমার পিতা নিয়মিত কুরআন পড়তেন। আর আমার হাতের ছোঁয়ার সেই কুরআনটি তোমার জন্যে রেখে গেলাম। আমাকে অঢেল সম্পদ যিনি দেননি, তিনিই তোমার-আমার রব। রবের এই কুরআনটি তুমি পড়বে। আমার দো'আ- আমাদের মহান রব আল্লাহ যেন তোমাকে সুখের সব উপকরণ দেন, দেন সুনাম ও সুখ্যাতি।

মনে রেখো-

অনেক সাধনার পরে জীবনের অর্জিত যে সুখ তা একটু কষ্ট করে ধরে রাখার চেষ্টা কর। সুখ কিন্তু সব সময় স্বর্গে চলে যেতে চায়। দুনিয়ায় এ সুখ ধরে রাখা খুবই কঠিন। যদি একটু ভুল করে ফেল তবে এ সুখ চলে যাবে। একবার চলে গেলে আবার ফিরিয়ে আনা অতিশয় কঠিন হ'তে পারে। বাবা, মনে রেখো আমার এ কথা।

সুখ যদি ধরে রাখতে চাও তবে একটা কাজ কর। সেটা হচ্ছে, তোমার এ সুখ থেকে তুমি অন্যদের ভাগ দিও। তোমার পিতামাতা, তোমার স্ত্রী, সন্তানরা তোমার সুখের ভাগিদার। তারপর তোমার অসহায় ভাই-বোনেরা। অসহায় ভাই-বোনেদের দিকে সাহায্যের হাত না বাড়ালে তোমার-আমার রব মহান আল্লাহ খুবই অসন্তুষ্ট হন।

তবে আমি কিছু চাই না বাবা, জানি তোমার মা-ও চায় না। কিন্তু তোমার দায়িত্ব তুমি পালন না করলে তোমার সন্তানও যে তোমাকে ঠকাবে! আমি তো আর তা চাইতে পারি না। তবে আপনজনের সহায় হ'তে তোমায় যেন কেউ বাধা না দেয়। নিজের চোখে অনেক দেখেছি- বাধা দিলে বাধাদান কারীও কোন একদিন ঠিক ততটুকুই পায়। এ কারণেই আমি চাই তোমরা ঐ দায়িত্ব পালনে কোন ভুল করবে না।

শুনে রেখো,

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। কেউ তোমার ঘরে খেতে বসলে কৃপণতা না করে তার প্লেটে জোর করে খাবার উঠিয়ে দিবে। খাবার দিয়ে তাকে এমন কোন কথা বলা যাবে না যাতে সে কষ্ট ও লজ্জা পায়। খেতে দিয়ে দূরে চলে যাবে না কখনোই। গেলেই প্রমাণ হবে যে তুমি চাও সে একাকী লজ্জা পেয়ে নিজে উঠিয়ে না নিতে পেরে অল্প খাক। মেহমানের প্লেটে উঠিয়ে না দিলে তারা নিজ হাতে নিয়ে খেতে বিব্রতবোধ করেন। কাছে বসে হাসিমুখে তাকে পেটপুরে খাওয়াবে। নিজের জন্য না থাকলেও সে চিন্তা করবে না। আবার কাছে বসে এমন কোন কথা ও কাজও করবে না যাতে তিনি খেতে না পারেন। প্রথমে ভাববে, মেহমান যেন কষ্ট না পায়।

বর্তমানে অধিকাংশ পরিবার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে উদাসীন। মেহমানকে মন থেকে আপ্যায়ন না করালে মুখের কৃত্রিম হাসি দিয়েও সে আচরণ ঢাকা যায় না। তখন তাদের মনে ভীষণ আঘাত নেমে আসে। তোমাকে এ ধরনের আচরণ মনেপ্রাণে পরিহার করতে হবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জাহান্নামী ও মেহমানকে অপমানিত করার ফলে মহান আল্লাহ তা'আলা বরকত উঠিয়ে নেন।

পারলে পাশের গরীব-দুঃখীদের সুখের অংশীদার কর। তাদের জন্য তুমি যাকাতের হিসাব করতে ভুলে যেও না। যদি একা ভোগ করতে চাও আর কাউকে না দিতে চাও, তবে এ সুখ ধরে রাখতে পারবে না। যদি পারো সব সুখ তুমি অকাতরে বিলিয়ে দিও, তাতেও তুমি অসুখী হবে না কখনোই। বরং আরো সুখ তোমার কাছে আসবে। আমার এ কথাগুলো তুমি মনে রেখো হে প্রিয় সন্তান!

আর একটা কথা মনে রাখবে- তোমার রবকে অসন্তুষ্ট করে যোর করে সুখী হ'তে চেষ্টা করবে না। এটা অসম্ভব। আমি এ অপচেষ্টার ভয়াবহ পরিণতি বহু দেখেছি। তুমি সাবধান থেকো!

ইতি,
তোমার পিতা।

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

প্রস্রাবে ইনফেকশনের প্রাথমিক লক্ষণ ও ঘরোয়া প্রতিকার

প্রস্রাবে ইনফেকশনের সমস্যায় নারী-পুরুষ ও ছোট-বড় সবাই ভোগেন। আবার অনেকেই প্রাথমিক অবস্থায় এই সংক্রমণের বিষয় টের পান না। ফলে এর মাত্রাতিরিক্ত প্রভাব পড়ে শরীরে। দীর্ঘ দিনের প্রস্রাব সংক্রমণে বাড়তে পারে লিভার ও কিডনির নানা রোগ। সারাদিন যত পানি পান করা হয় সবই লিভার ও কিডনি ছেঁকে মূত্রনালি দিয়ে বের হয়ে যায়। সবার শরীরেই দু'টি কিডনি, দু'টি ইউরেথ্রার, একটি ইউরিনারী ব্লাডার (মূত্রথলি) ও ইউরেথ্রো (মূত্রনালী) নিয়ে রেচনতন্ত্র গঠিত। এই রেচনতন্ত্রের যেকোন অংশে যদি সংক্রমণ ঘটে তাহ'লে তাকে 'ইউরিনারি ট্রাক্ট ইনফেকশন' বলা হয়। কিডনি, মূত্রনালি, মূত্রথলি বা একাধিক অংশে একই সঙ্গে এ ধরনের সংক্রমণ হ'তে পারে। এই সংক্রমণকেই সংক্ষেপে 'ইউরিন ইনফেকশন' বলা হয়। সাধারণত সবারই এই সমস্যাটি হ'তে পারে। তবে নারীদের মধ্যে ইউরিন ইনফেকশনে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেশী।

প্রাথমিক লক্ষণ : যেসব লক্ষণ দেখে ইউরিন ইনফেকশনে আক্রান্ত বিষয়টি বোঝা যায় তা নিম্নরূপ :

(১) প্রস্রাব গাঢ় হলুদ বা লালচে হওয়া (২) প্রস্রাবে দুর্গন্ধ (৩) বারবার প্রস্রাবের বেগ অনুভব করা (৪) ঠিকমতো প্রস্রাব না হওয়া (৫) প্রস্রাব করার সময় জ্বালাপোড়া বা ব্যথা অনুভব করা (৬) তলপেটে ও পিঠের নিচে প্রচণ্ড ব্যথা হওয়া (৭) শরীরে জ্বর জ্বর ভাব (৮) কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসা, বমি ভাব ও বমি হওয়া ইত্যাদি।

যাদের হ'তে পারে :

এ সমস্যা যেকোন বয়সে নারী, পুরুষ সবারই হ'তে পারে। মূত্রাশয়ের সমস্যা মানুষকে নার্ভাস করে ফেলে। বিশেষ করে অপরিচিত কোথাও গেলে বা ভ্রমণকালে অথবা অচেনা মানুষ সাথে থাকলে তো কথাই নেই! এই সমস্যায় মানুষ সংকোচ বা লজ্জা বোধ তো করেই, এমনকি এ সমস্যা নিয়ে সরাসরি কারো সাথে কথাও বলতে চান না। মূত্রাশয়ের এই 'ইনফেকশন' বা সংক্রমণ বেশী দিন ধরে বয়ে বেড়ালে এথেকে জটিল অসুখও হ'তে পারে।

যৌনমিলনে সংক্রমণ জীবাণুমুক্ত মূত্রনালি ও মূত্রাশয় ব্যাকটেরিয়ায় সংক্রমিত হ'লে মূত্রাশয়ে জ্বালা এবং ব্যথা হয়। জীবাণু সাধারণত পাকস্থলী ও অন্ত্রের নীচের অংশে থাকে, যা যৌনমিলনের সময় ছড়িয়ে পড়তে পারে। জীবাণু মূত্রনালি দিয়ে মূত্রাশয়ে ঢুকলে সাধারণত প্রস্রাবের সঙ্গে বের হয়ে যায়। তবে জীবাণু বংশবিস্তার শুরু করলে মূত্রাশয়ে সংক্রমণ ঘটে। তাই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ, সহবাসের পর জীবাণু ধুয়ে ফেলার জন্য প্রস্রাব করা এবং পরিষ্কার করা উচিত।

নারীরাই ভোগেন বেশী :

মূত্রাশয়ের সংক্রমণের ঝুঁকি পুরুষদের তুলনায় নারীদেরই বেশী। জার্মান একটি জরিপের ফলাফলে জানানো হয়েছে, এ দেশে প্রতি দু'জনের একজন মহিলা জীবনে অন্তত একবার মূত্রাশয়ের সংক্রমণে আক্রান্ত হন। এই সংক্রমণ সাধারণত ব্যাকটেরিয়ার কারণেই হয়ে থাকে। আর একবার যে নারীর এই ইনফেকশন হয়, পরবর্তীতেও তাঁর এই সংক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। মূত্রনালি পুরুষদের ২০ এবং নারীদের ৪ সেন্টিমিটার হওয়ার ফলে পরিষ্কার রাখা কষ্টসাধ্য হয়।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা খুবই যরূরী :

ইউরিন ইনফেকশন থেকে বাঁচার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিশেষ যরূরী। বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে। পরনের প্যান্টি আন্ডার প্যান্টস বা স্লিপ সুতি কাপড়ের হওয়া উচিত। যাতে বাতাস চলাচল করতে সুবিধা হয়। পলিয়েস্টার কাপড়ের তৈরি অন্তর্বাস সহজেই গোপন জায়গায় জীবাণু ছড়াতে পারে, হ'তে পারে ছত্রাকও। তাছাড়া প্রস্রাবের বেগ হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ সময় প্রস্রাব ধরে বা আটকে রাখা এ রোগ হওয়ার আরো একটি কারণ।

প্রস্রাবে ইনফেকশনের ঘরোয়া প্রতিকার :

প্রস্রাবে ইনফেকশনের লক্ষণ দেখলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করুন। পাশাপাশি নিম্নোক্ত কয়েকটি ঘরোয়া প্রতিকারও অনুসরণ করতে পারেন।

(১) দিনে অবশ্যই ২-৩ লিটার পানি খান। প্রসাবে হলুদ ভাব দেখলেই প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হবে। সাধারণত প্রতি ৪-৫ ঘণ্টা পরপর প্রস্রাব হওয়া উচিত। এরও বেশী সময় ধরে প্রস্রাব না হ'লে বেশী করে পানি খান।

(২) পর্যাপ্ত ভিটামিন-সি খেতে হবে। চিকিৎসকরা এক্ষেত্রে রোগীদেরকে দৈনিক ৫০০০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি খাওয়ার পরামর্শ দেন। ভিটামিন সি মূত্রথলি ভালো রাখে ও প্রস্রাবের সময় জ্বালা ভাব কমায়। এছাড়াও ভিটামিন সি ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে।

(৩) ইউরিন ইনফেকশন হ'লে বেশী পরিমাণে আনারস খাওয়া উচিত। এতে আছে ব্রোমেলাইন নামক একটি উপকারী অ্যানজাইম। গবেষণায় দেখা গেছে, ইউরিন ইনফেকশনে আক্রান্ত রোগীদেরকে সাধারণত ব্রোমেলাইন সমৃদ্ধ অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। তাই ইউরিন ইনফেকশন হ'লে প্রতিদিন এক কাপ আনারসের রস খান।

(৪) ইউরিন ইনফেকশনের কয়েকদিনের মধ্যেই সংক্রমণ কিডনিতে ছড়িয়ে পড়ে। তাই যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসা করানো যরূরী।

(৫) বেকিং সোডা দ্রুত ইউরিন ইনফেকশন সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে। এজন্য আধা চামচ বেকিং সোডা এক গ্লাস পানিতে ভালো করে মিশিয়ে দিনে একবার খেলেই প্রস্রাবের জ্বালা ও ব্যথা কমে যাবে।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

রামাযানের ডাক

মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
শঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর, রংপুর।

কা'বার দিকে চাঁদ উঠেছে আল্লাহ তা'আলার দান
রামাযানের ছিয়াম এলো জাগো মুসলমান।
রহমতের মাস নাজাতের মাস মাগফিরাত কামনা
তারাবী দো'আ ছালাত কায়েম ছিয়াম সাধনা।
ছিয়াম হবে ঢাল স্বরূপ হাদীছে ঘোষণা
ক্বদর রাতে কুরআন নাযিল কিতাবে বর্ণনা।
এই মাসে পাপ বর্জন পূণ্য কর্মে ঢল
ইহকালীন জীবন যাপন আল্লাহ্র পথে চল।
দান-ছাদাক্বায় মুক্তি মেলে কৃপণ সেজোনা
গোপন দানে রহমান খুশী হাদীছের বর্ণনা।
পরকালে মুক্তি পাবো, পাবো শান্তির ঠিকানা
আল্লাহ তুমি ক্ষমা কর, কবুল কর মোর প্রার্থনা।

স্বাধীনতা কই?

শান্ত বিন আব্দুর রাযযাক
সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।

পথেঘাটে চলতে গেলে
লাগে ভীষণ ডর
কখন যেন জান চলে যায়
বুক কাঁপে থরথর!
নিজের ব্যবসা নিজের বাড়ি
ঘুম আসেনা রাতে
না দেই যদি লক্ষ টাকা
চাঁদাবাজের হাতে!
উচিৎ কথা বলতে গেলে
মুখ করে দেয় বন্ধ
স্বাধীন দেশে স্বাধীনতার
নেই যে কোন গন্ধ!
যত দেখি তত আমি
শুধুই অবাক হই
ভেবে মরি খুঁজে মরি
স্বাধীনতা কই?

মুমিনের জীবন যাপন

মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন
ইব্রাহীমপুর, কাফরুল, ঢাকা।

মানুষকে আল্লাহ যত্ন করে করেছেন সৃজন
অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনে দিয়েছেন প্রাণ।
প্রকাশ্য ও গোপন নে'মত দিয়েছেন ভরে
মুমিন তা করে উপভোগ পরম ধৈর্য ধরে।
মুমিন সবে জানে দুঃখের পর সুখ আসে
অসচ্ছলতায় ক্লিষ্ট হয়ে সচ্ছলতায় ভাসে।
মহান আল্লাহ দিয়েছেন বহু নিয়ম-নীতি
মুমিন পালন করে সেসব নিয়ে আল্লাহভীতি।
নিষিদ্ধ বস্তুকে শয়তান করে সুশোভিত
প্রবৃত্তি খারাপ কাজে করে প্ররোচিত।
সকল কাজে ধৈর্য ধরে দৃঢ় ঈমানদার
দূর করে পাপাচার, কলুষিত অনাচার।
মানুষ যা অপসন্দ করে তা কল্যাণকর
যা ভালোবাসে তা হয়তো ক্ষতিকর।
মুমিন যখন রাতে ইবাদতে হয় রত
আল্লাহ নেকী দেন হিসাব রাখেন সতত।
বিপদাপদ মানুষকে করে না বিনাশ
বরং নিয়ে আসে রহমতের সুবাতাস।
দুঃখ-দুর্দশা মুমিনের পাপ করে মোচন
ফলে দুনিয়াতে মুমিন করে নিষ্পাপ বিচরণ।
আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান
দুনিয়াতে তাদের দ্রুত করেন শাস্তি দান।
আল্লাহ মানুষকে করেন প্রতিপালন
মুমিন সর্বাবস্থায় করে ধৈর্যধারণ।

আহলেহাদীছ যুবক দল

মুহাম্মাদ মুমতায আলী খাঁন
ঝিনা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

আহলেহাদীছ যুবক দল
সম্মুখপানে এগিয়ে চল
আমরা তো সেই বীরের দল
চলরে চলরে চল।
শিরকের দুয়ারে হানি আঘাত
চূর্ণ করি লাত-মানাত
আমরা নই ভীরু দল
বাধা বিপদে সদা অটল
চলরে চলরে চল।
বিদ'আতী যত রসম-রেওয়াজ
তার বিরুদ্ধে তুলি আওয়াজ
হক আমাদের মাথার মুকুট
হকের পথে থাকব অটুট
সম্মুখপানে এগিয়ে চল
চলরে চলরে চল।
তাক্বলীদের ঐ চোরাগলি
সরল মানুষ হচ্ছে বলি
আয়রে যুবক পায়ে দলি
শয়তানের সব শিকলগুলি
সম্মুখপানে এগিয়ে চল
চলরে চলরে চল।
কুরআন-সুন্নাহ্র পথে চলি
শিরক ছাড়ি, বিদ'আত ভুলি
আহলেহাদীছ যুবক দল
সম্মুখপানে এগিয়ে চল
চলরে চলরে চল।

স্বদেশ

সন্তানদের সময় দিতে চাকুরী ছাড়লেন বিসিএস ক্যাডার মা

সন্তানদের সময় দিতে ও কর্মস্থলে পর্দার খেলাফ হওয়ায় চাকুরী থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছেন ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপযেলার জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা জান্নাত-ই হুর সেতু। গত ৩১ শে মার্চ ১০ বছরের চাকুরী জীবনের অবসান ঘটিয়ে সহকর্মীদের কাছ থেকে বিদায় নেন তিনি। তার স্বামী সানোয়ার রাসেল একই পদে ঈশ্বরগঞ্জ উপযেলায় কর্মরত। উক্ত নারী ব্যক্তিগত জীবনে তিন কন্যা সন্তানের জননী। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, সন্তানরা পিতা-মাতার স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ওদের স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। অন্যদিকে কর্মস্থলে পর্দার খেলাফ হচ্ছে। কারণ আমি যে চাকুরীটা করি সেখানে শুধু মহিলারাই কাজ করেন না। সেখানে পুরুষরাও চাকুরী করেন। যে কারণে অনেক সময় পর্দার খেলাফ হয়। আমাদের জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকায় তেমন কোনো চাহিদা নেই। তেমন আর্থিক সংকটও নেই। এসব নানান দিক চিন্তা করেই চাকুরী ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এ বিষয়ে তার স্বামী সানোয়ার রাসেল বলেন, সে খুব ধার্মিক। সব সময় পর্দা করে। সে হয়তো ব্যক্তিগতভাবে কর্মস্থলে তার মতো করে পর্দা করতে পারছে না। আমি তার এমন সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই। তিনি বলেন, সম্প্রতি কিশোর-কিশোরীর আত্মহত্যা প্রবণতা যেভাবে বাড়ছে, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সন্তানকে সময় দিতে চাকুরী থেকে অবসর নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

[উক্ত মহিলাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমরা মনে করি সহশিক্ষা ও সহচাকুরী অবশ্যই বাতিল হবে স্বভাবগত ভাবেই। সরকারের প্রতি আমাদের দাবী, ছেলে ও মেয়েদের পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা ও পৃথক কর্মস্থল নিশ্চিত করুন (স.স.)]

বিদেশ

চলে গেলেন ইতালিতে ইসলাম প্রচারের অগ্রনায়ক শায়েখ আব্দুর রহমান রসারিও

ইউরোপ ও ইতালির বরেণ্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব শায়েখ আব্দুর রহমান রসারিও পাসকুইনি ৮৬ বছর বয়সে গত ২৪ শে মার্চ মৃত্যুবরণ করেছেন। *ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন।*

৩৯ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করে শায়েখ আব্দুর রহমান আইনজীবীর পেশা ছেড়ে ইসলাম প্রচার ও মুসলিমদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। গত শতাব্দীতে ইতালির মিলান শহরে অবস্থিত মসজিদে আব্দুর রহমান নির্মাণে বড় ভূমিকা ছিল তাঁর। মিলানের এই মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারই ছিল ইতালির প্রথম মসজিদ। ইসলামের সারকথা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে ইতালীয় ভাষায় পবিত্র কুরআন অনুবাদসহ অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন তিনি।

১৯৩৪ সালে জন্মগ্রহণকারী ক্রোয়েশিয়ার নাগরিক আব্দুর রহমান রসারিও ইতালীর মিলান শহরে আইনজীবী হিসাবে এক যুগ দায়িত্ব পালন করার পর ১৯৭০ সালে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন শুরু করেন। অতঃপর ১৯৭৩ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা দেন। ১৯৭৭ সালে ইসলামের বার্তা ছড়িয়ে দিতে ইতালীয় ভাষায় 'দ্য ম্যাসেজ অব ইসলাম' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরবর্তী সময়ে মিলান ও লোম্বারডি শহরে ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

আইনের শিক্ষার্থী ও আইনজীবী হওয়ায় শায়খ আব্দুর রহমান ইসলাম প্রচার, গ্রন্থ রচনা, মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠাসহ সব কর্মকাণ্ড দেশীয় আইন অনুসরণ করেই পালন করতেন। ইসলামের সামাজিক দিকগুলো দেশের সরকার, বিচার বিভাগ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরতেন।

১৯৮৯ সালে ইতালিতে ইসলামী ওয়াকফ বোর্ড এবং পরের বছর ফেডারেশন অব ইসলামিক অর্গানাইজেশন প্রতিষ্ঠা করেন। পাশাপাশি ইসলামী গ্রন্থ প্রকাশের জন্য 'দারুল কলম' নামে একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। যেখান থেকে এ পর্যন্ত তিন শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

ফেডারেশন অব ইসলামিক অর্গানাইজেশনসের প্রধান ইয়াসীন লিফারাম বলেন, 'মিলান শহরে তিনি আমাদের মতো তরুণদের জন্য আশা-ভরসার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। সবাই তাঁর কাছে মিলিত হতাম। আক্বীদা ও ফিক্বহসহ ইসলামের নানা বিষয়ে তিনি গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়ায় বিভিন্ন সেমিনারে আমরা উপস্থিত হতাম।

তিনি আরো বলেন, 'এ মহান ব্যক্তি অত্যন্ত আল্লাহভীরু ছিলেন। তাঁর মজলিসগুলো ছিল ঈমান ও আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর। কেউ তার সঙ্গে বসলে সে নিজের ঈমান অনুভব করবে। হস্যোজ্জ্বল ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তরুণ-যুবকদের অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাষায় যেকোন প্রশ্নের সুন্দর জবাব দিতেন'।

উল্লেখ্য, ইউরোপের অন্যতম উন্নত দেশ ইতালিতে গত ৫০ বছরে মুসলমানের সংখ্যা দু'হাযার থেকে বেড়ে ২০ লাখে পৌঁছেছে। দেশটির সমাজবিজ্ঞানী ম্যাসিমো ইনট্রোভিন বলেন, মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি আশ্চর্যজনক। কেননা ১৯৭০ সালে দেশটিতে মাত্র দুই থেকে তিন হাযার মুসলমান বসবাস করত। সেখানে ৫০ বছর পরে ২০১৫ সালে দেশটিতে মুসলমানের সংখ্যা ২০ লাখে এসে পৌঁছেছে।

মুসলিম জাহান

মালয়েশিয়ায় রামাযান মাস : পণ্যমূল্য বৃদ্ধির পরিবর্তে কমানোর প্রতিযোগিতা

রামাযান মাস এলেই বাংলাদেশে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট করে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য যে, মুসলিম দেশে মালয়েশিয়ায় পণ্যমূল্য না বাড়িয়ে উল্টো ডিসকাউন্ট দিয়ে দাম কমানোর প্রতিযোগিতায় থাকেন ব্যবসায়ীরা। মালয়েশিয়ায় খোলাবাজারে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি হয় না। সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা চেইন সুপারশপ, হাইপার মার্কেটগুলোতে সব ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রি হয়। সরেযমীনে সুপারশপ ও হাইপার মার্কেটগুলোতে দেখা গেছে, রামাযান উপলক্ষে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীতে ডিসকাউন্ট স্টিকার লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। এসব সুপারশপ ও হাইপার মার্কেটগুলোর মধ্যে রয়েছে, মাইডিন, জায়ান্ট, এনএসকে, ইকোনসেভ, সেগী ফ্রেশ, জায়াগ্রোসারী ইত্যাদি। মালয়েশিয়ায় প্রতিবারই একই দৃশ্য দেখা যায়।

উল্লেখ্য, দেশটিতে পণ্যসামগ্রী, খাদ্য-সামগ্রী, খাবার হোটেল, মুদি দোকান, চেইন সুপারশপ ও হাইপার মার্কেটসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুণগত মান খুব কঠোরহাতে নিয়ন্ত্রণ করে দেওয়ান বান্ডারায়া কুয়ালালামপুর (ডিবিকেএল) নামে সরকারী আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। নিয়মের কোন ব্যত্যয় দেখলে গ্রেফতারসহ জেল-জরিমানা করেন তারা। এই বাহিনীর ভয়ে পণ্যের দাম বৃদ্ধি তো দূরের কথা মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য রাখাসহ কোন অনিয়ম করতে শতবার চিন্তা

করেন দোকানদাররা। ডিবিকেএল সব সময় বাজারে ইউনিফর্মের পাশাপাশি সাদা পোশাকে গোয়েন্দা নযরদারী করায় তাদেরকে ফাঁকি দেয়া দুঃসাধ্য। এছাড়া ছিয়াম না রেখে দিনের বেলায় আহার করা অবস্থায় ধরা পড়লে দেশটির শরী'আহ আদালতে কঠোর শাস্তির মুখে পড়তে হয়। তাই মালয়েশিয়া প্রবাসী বাংলাদেশীরাও কঠোর পরিশ্রমের কাজের মধ্যেও সাধারণত ছিয়াম ভাঙেন না।

[বাংলাদেশ সরকার কি এ থেকে শিক্ষা নিতে পারে না? (স.স.)]

মক্কায় ভিখারিণীর কাছ থেকে ২৭ লাখ টাকা জব্দ

মক্কার নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ ভিক্ষাবৃত্তির দায়ে এক এশিয়ান মহিলাকে গ্রেফতার করেছে। মহিলাটি বেশ কিছু বিদেশী মুদ্রা এবং সোনার গহনা ছাড়াও প্রায় ১ লাখ ১৭ হাযার রিয়াল বা প্রায় ২৭ লাখ টাকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। নিরাপত্তা বাহিনী গত ২২ থেকে ৩০ শে মার্চ পর্যন্ত সপ্তাহে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মোট ৩,৭১৯ জন ভিক্ষুককে গ্রেফতার করেছে। পাবলিক প্রসিকিউশন কর্মকর্তারা পুরুষ ও মহিলাসহ গ্রেফতারকৃত ভিক্ষুকদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে মামলা তদন্ত করছেন। পাবলিক সিকিউরিটি জোর দিয়ে বলেছে যে, সবধরণের ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই জনসাধারণকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত বা যে কোন উপায়ে ভিক্ষুকদের সহায়তা দেওয়ার বিষয়ে রিপোর্ট করার জন্য নির্দিষ্ট হটলাইন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

পাবলিক সিকিউরিটির মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সামি আল-শুওয়াইরেখ নিশ্চিত করেছেন যে, যে কেউ ভিক্ষাবৃত্তি অনুশীলন করতে গিয়ে ধরা পড়লে বা অন্যকে প্ররোচিত করলে বা অন্যকে ভিক্ষাবৃত্তি অনুশীলনে সহায়তা করলে তাকে নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করা হবে। তিনি বলেন যে, 'লঙ্ঘনকারীদের অনধিক ছয় মাসের কারাদণ্ড বা ৫০ হাযারের বেশি সঊদী রিয়াল জরিমানা বা উভয় দণ্ডের সম্মুখীন হ'তে হবে। যারা সংগঠিত ভিক্ষুক চক্রের অংশ তাদের জন্য জরিমানা দ্বিগুণ করা হবে। যে কেউ ভিক্ষাবৃত্তিতে জড়িত, ভিক্ষুকদের পরিচালনা করে, অন্যকে প্ররোচনা দেয় তাকে সর্বোচ্চ এক বছরের জেল বা ১ লাখের বেশি সঊদী রিয়াল জরিমানা বা উভয় দণ্ড দেওয়া হবে।

ফিলিস্তীনের যে শহরে ক্ষুধার্ত থাকে না কেউ

আল্লাহর একাধিক নবী-রাসূলের স্মৃতিবিজড়িত ফিলিস্তীনের খলীল বা হেবরন শহর। এটি খুব উন্নত কিংবা ধনী অধিবাসী অধ্যুষিত কোন শহর নয়; বরং যুদ্ধবিধ্বস্ত ভগ্নপ্রায় একটি শহর। এর পরও এই শহরের গর্ব করার মতো এমন একটি বিষয় আছে, যা পৃথিবীর বহু সমৃদ্ধ শহরেরও নেই। ধারণা করা হয়, প্রায় পাঁচ হাযার বছর ধরে এই শহরে কেউ ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করেনি।

নবী ইব্রাহীম (আঃ)-এর উপাধিধন্য এই শহরে পাঁচ হাযার বছর পূর্ব থেকে স্থানীয় দরিদ্রদের মাঝে খাবার বিতরণ শুরু হয়। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে খাবার বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয় ১২৭৯ সালে। তখন ফিলিস্তীন ছালাহুদ্দীন আইয়ুবীর শাসনাধীনে ছিল। বিশিষ্ট দানবীর সুলতান কালুন ছালেহী আত-তাকিয়াতুল ইব্রাহীমী নামে একটি দাতব্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই মহৎ কাজে গতি আনেন এবং সংস্থাটি আজও সমাজের বিত্তবানদের সহায়তায় দৈনিক ৫০০ থেকে ৩ হাযার মানুষকে আহার করায়।

রামাযান মাস এলে খাবার বিতরণ কার্যক্রম ভিন্ন আমেজ ও উৎসবে রূপ নেয়। গম গুঁড়া ও গোশতের মিশ্রণে তৈরি ফিলিস্তীনের বিশেষ খাবার খেতে এখানে দূর-দূরান্ত থেকেও মানুষজন ছুটে আসে। আগতদের বিশ্রামের জন্য মসজিদের সন্নিকটে মুসাফিরখানা ও বিশ্রামাগার আছে।

সংস্থাটির প্রধান কার্যনির্বাহী বলেন, করোনা মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকে মানুষের খাদ্য-চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরাও আগের চেয়ে দ্বিগুণ খাদ্য সরবরাহ করছি। প্রতিদিনের রান্নায় আমরা ১০০০ থেকে ১২০০ কেজি মুরগী ব্যয় করি। রামাযানে ধনী-গরীব, মুসলিম-অমুসলিম সবাইকে খাবার দেয়া হয়। তারা ইচ্ছা করলে পরিবারের জন্যও খাবার নিয়ে যেতে পারে। কেননা আমাদের সংস্থার মূল লক্ষ্য- কেউ যেন ক্ষুধার্ত না থাকে।

কাতারে কুরআন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশী হাফেযদের জয়জয়কার

আধুনিক কাতারের স্থপতি শেখ জাসেম বিন মুহাম্মাদ আল-থানীর নামে কাতারে প্রতিবছর সরকারীভাবে জাতীয় কুরআন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ বছর অনুষ্ঠিত কুরআন প্রতিযোগিতায় তিন শাখার মধ্যে দুই শাখায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে বাংলাদেশী দু'জন হাফেয ও হাফেযা ওসামা ও আয়েশা।

কাতারে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এ প্রতিযোগিতায় বয়স কিংবা নারী-পুরুষের জন্য আলাদা শাখা থাকে না। এ কারণে এ দুই শাখায় অংশ নিয়েছেন কাতারে বসবাসরত আরব ও অনারব বিভিন্ন দেশের নানা বয়সের হাফেয নারী ও পুরুষেরা। আর তাদের সবাইকে পেছনে ফেলে দুটি শাখায়ই প্রথম স্থান অধিকার করেছে বাংলাদেশী হাফেযরা। প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত কাতারের ধর্মমন্ত্রী বলেন, পবিত্র কুরআন মুখস্থবিদ্যায় বাংলাদেশীদের অগ্রযাত্রা প্রশংসনীয়।

আয়েশা প্রথম হওয়ায় পুরস্কার হিসাবে পেয়েছে এক লাখ কাতারী রিয়াল তথা প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা। এর আগে আরও পাঁচবার পুরস্কার পেয়েছে আয়েশা। ২০১৫ সালেও প্রথম হয়েছিল সে। আয়েশার বোন আযীযা এবার অন্য আরেকটি শাখায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে। সে পেয়েছে ৫০ হাযার কাতারী রিয়াল। অনুষ্ঠানে দুই মেয়ের পক্ষে তাদে পিতা ওমর ফারূক কাতারের ধর্মমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

পিতা ওমর ফারূক বলেন, ওরা বাসায় কুরআন মুখস্থ করেছে। আমি ও আমার স্ত্রী ওদের শিক্ষাদান করেছি। আরেক শাখায় প্রথম স্থান অর্জনকারী ওসামা চৌধুরীর বয়স ১৪ বছর। সেও পিতা মাওলানা শিহাবুদ্দীনের কাছে হেফয সম্পন্ন করেছে। যিনি গত ৩ বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন। বর্তমানে সে কাতারের একটি স্কুলে নবম শ্রেণীর ছাত্র। ওসামা বলে, 'পুরস্কার নিতে মঞ্চে উঠে পিতার কথা মনে পড়ছিল। আজ তিনি বেঁচে থাকলে অনেক খুশি হতেন'।

পাকিস্তানে নতুন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ

বহু নাটকীয়তার পর পাকিস্তানের পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোটে হেরে প্রধানমন্ত্রীর পদ হারিয়েছেন ইমরান খান। অতঃপর ২৩তম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছেন বিরোধীদলীয় জোটের নেতা শাহবাজ শরীফ। ২০২৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় থাকবেন।

এর আগে গত ৯ই এপ্রিল শনিবার ভোররাতে পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোটে ক্ষমতাচ্যুত হন ইমরান খান, যিনি ২০১৮ সালে তার দল তেহরিক-ই-ইনছাফ (পিটিআই) নির্বাচনে জেতার পর প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। পাকিস্তানের ইতিহাসে এ পর্যন্ত কোন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তার মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেননি। ইমরান খানই প্রথম প্রধানমন্ত্রী, যিনি অনাস্থা ভোটে ক্ষমতা হারালেন।

পাকিস্তান মুসলিম লীগ (পিএমএলএন) (নওয়াজ)-এর নেতা ৭০ বছর বয়স্ক শাহবাজ শরীফ পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ

শরীফের ভাই। তিনি দেশটির সবচেয়ে জনবহুল প্রদেশ পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। কঠোর পরিশ্রমী ও দক্ষ প্রশাসক হিসাবে শাহবাজ শরীফের সুনাম রয়েছে। তিনি তিন মেয়াদে ১৩ বছর পাকিস্তানের বৃহত্তম প্রদেশ পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

সাংবাদিক সালমান গণী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর রুটিন ছিল প্রতিদিন ভোর ৬টায় ঘুম থেকে ওঠা। সব দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের ওপর নির্দেশ ছিল ওই সময়েই অফিসে যাওয়ার। সব ডাক্তারদের উপর নির্দেশ ছিল ৬টার মধ্যে কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার। কারোরই দেরি করার কিংবা গরহাজির থাকার জো ছিল না। আর শাহবাজ কাজ করতেন প্রতিদিন গভীর রাত পর্যন্ত।

সালমান গণী মনে করেন, পাকিস্তানের বিদ্যুৎ ঘাটতি দূর করার কৃতিত্ব ছিল শাহবাজ শরীফের এবং ২০১৩ সালের নওয়াজ শরীফের দলের জয়ের পেছনে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

উল্লেখ্য, দায়িত্ব গ্রহণের ১ম দিনেই তিনি সকল কর্মচারীর আগমনের পূর্বে সকাল ৭-টায় অফিসে উপস্থিত হন এবং সাপ্তাহিক দুই দিনের ছুটি বাতিল করে ১দিন এবং অফিস সময় পাল্টে সকাল ১০-টার পরিবর্তে ৮-টা করেন।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

মানব জিনের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাস উন্মোচন

প্রথমবারের মতো মানুষের জিনের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাস উন্মোচন করেছেন বিজ্ঞানীরা। মানুষের জিনবিন্যাসের ৯২ শতাংশ উন্মোচন হয়েছিল ২০০৩ সালে। বাকি ৮ শতাংশের বিশ্লেষণ করতে প্রায় দুই দশক লাগল। গত ৩১শে এপ্রিল টেলোমিয়ার টু টেলোমিয়ার (টিটুটি) নামে ১০০ বিজ্ঞানীর সমন্বিত একটি কনসোর্টিয়াম থেকে পূর্ণাঙ্গ জিনবিন্যাসের ঘোষণা দেওয়া হয়। এর ফলে মানবদেহের প্রতিটি কোষ কিভাবে গঠিত হয়, তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে; যা রোগের কারণ অনুসন্ধান, রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলবে।

জীবজগতের বংশগতির সব বৈশিষ্ট্যই এক বা একাধিক জিনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের জিনের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাসকে যুগান্ত কারী বলেছেন যুক্তরাজ্যের লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল অ্যান্ড মলিকুলার জেনেটিকসের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক কলিন জনসন। তিনি বলেন, 'এর মাধ্যমে পুরো মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যাবে। জীবনের প্রতিটি অধ্যায়, পৃষ্ঠা উঠে আসবে'।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের ন্যাশনাল হিউম্যান জিনোম রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (এনএইচজিআরআই) পরিচালক এরিক গ্রিন বলেছেন, 'মানুষের জিনের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাস করাটা একটি অবিশ্বাস্য বৈজ্ঞানিক অর্জন। এটি প্রথমবারের মতো আমাদের ডিএনএর নকশার পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেবে'।

এই গবেষণায় দু'হাযার নতুন জিন শনাক্ত করেছেন বিজ্ঞানীরা। এসব জিনের বেশির ভাগই নিষ্ক্রিয়। তবে ১১৫টি জিন সক্রিয় বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর বাইরে গবেষকেরা ২০ লাখের বেশি অতিরিক্ত জিনগত রূপান্তর শনাক্ত করেছেন, যার মধ্যে ৬২২টি বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট।

টেলোমিয়ার টু টেলোমিয়ার (টিটুটি) কনসোর্টিয়ামের নামকরণ করা হয়েছিল ক্রোমোসোমের প্রান্তের দিকে অবস্থিত একটি কাঠামোর নাম অনুসারে। অধিকাংশ জীবিত কোষের নিউক্লিয়াসে সুতার মতো কাঠামোর এই বস্তুটি জিনগত তথ্য বহন করতে পারে।

অ্যাডাম ফিলিপ্পি নামে টিটুটির নেতৃত্ব পর্যায়ে থাকা একজন গবেষক বলেন, 'ভবিষ্যতে কারও জিনোম সিকোয়েন্স করা হ'লে তাঁর ডিএন-এর সব রূপ আমরা শনাক্ত করতে পারব, যা স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে আরও উন্নত দিকনির্দেশনা দিতে সক্ষম হবে'।

[বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর আবিষ্কারকে আমরা স্বাগত জানাই এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। যিনি বান্দার মধ্যে ইলহাম করেন এবং এক বান্দাকে দিয়ে আরেক বান্দার কল্যাণ করেন। ইসলামী খেলাফতের স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীর এক হাযার বছর যাবৎ বিশ্ব বিজ্ঞানে নেতৃত্ব দিয়েছে। বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও দলীয় গণতন্ত্রের হিংসা ছোবলে মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে সামাজিক অস্থিরতা চরম অবস্থায় পৌঁছে যাওয়ায় বিজ্ঞান গবেষণায় মুসলমানরা পিছিয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে সমাজবিদদের সচেতন হওয়া আবশ্যক। আমরা কুরআন ও হাদীছের অভ্রান্ত সূত্র সমূহের অনুসরণে বিজ্ঞান গবেষণায় উৎসাহ যোগানোর জন্য সরকার ও ধনিক শ্রেণীর প্রতি আহ্বান জানাই (স.স.)]

সদ্য প্রকাশিত কিছু মোবাইল এ্যাপ

ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)

মাসিক আত-তাহরীক

নবীদের কাহিনী

সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)

এ্যাপগুলো পেতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন অথবা ভিজিট করুন -https://cutt.ly/OPIVGO2

আইটি বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১। মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২

GET ON Google Play

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আমীরে জামা'আতের ছয়দিন ব্যাপী ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী সফর

গত ৫ই রামাযান মোতাবেক ৭ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার হ'তে ১০ই রামাযান মোতাবেক ১২ই এপ্রিল মঙ্গলবার পর্যন্ত ৬দিন ব্যাপী রামাযানের বিশেষ সাংগঠনিক সফরে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী যেলার বিভিন্ন স্থানে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে যোগদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। এসময়ে রাজশাহী থেকে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'আত-তাহরীক টিভি'র অনুষ্ঠান পরিচালক ও নওদাপাড়া মাদ্রাসার শিক্ষক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। বিস্তারিত রিপোর্ট নিম্নরূপ :

(১) পূর্বাচল, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ৫ই রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে যেলার রূপগঞ্জ থানাধীন পূর্বাচল উপশহরস্থ 'শাহ ছাহেব বাড়ী' মারকাযুস সুন্নাহ আস-সালাফী মাদ্রাসা ও মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমানগণ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা ও রূপগঞ্জ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছালাহুদ্দীন ভূঁইয়া, আহলেহাদীছ আন্দোলন, সঊদী আরব শাখার সাধারণ সম্পাদক ও অত্র মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা আব্দুল হাই প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মাহফূযুর রহমান। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডা. আ.ন.ম. সাইফুল ইসলাম নাঈম, সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ খান প্রমুখ। বাদ মাগরিব আমীরে জামা'আত যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন এবং যেলার সাংগঠনিক কর্মতৎপরতার খোঁজ-খবর নেন।

উল্লেখ্য যে, রাজশাহী থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯-৩০ মিনিটের ফ্লাইটে ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছলে সেখানে আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফরসঙ্গীদের অভ্যর্থনা জানান 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল ও অন্যান্যগণ। বিমানবন্দর থেকে আমীরে জামা'আত ও তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ইবনে সীনা হাসপাতালে চলে যান সেখানে চিকিৎসাধীন তাঁর একমাত্র কন্যার শ্বশুরকে দেখার জন্য। পরে তাঁরা সেখান থেকে শাহ ছাহেব বাড়ী মারকাযুস সুন্নাহ্র ইফতার মাহফিলে ফিরে আসেন।

(২) আঙ্গারজোড়া, আফতাবনগর, ঢাকা ৬ই রামাযান ৮ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য জুম'আর খুৎবা ও ছালাতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে আঙ্গারজোড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের নতুন ভবন উদ্বোধন করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। এ সময়ে সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, মসজিদ প্রতিষ্ঠা করার চাইতে মসজিদ আবাদ করাই বড় কর্তব্য। তিনি বলেন, খেজুর গাছের খুঁটি ও খেজুর পাতার ছাউনীর নীচের মুছল্লী ছিলেন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর সাথী আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলীর মত বিশ্বসেরা ব্যক্তিগণ। অথচ আজ সেই মসজিদের জৌলুস বেড়েছে। কিন্তু ঈমান বাড়েনি'। এ সময় বৃহদায়তন জামে মসজিদের চার তলা ভরে বাইরে রাস্তায় মুছল্লীদের উপচে পড়া ভিড় ছিল।

অতঃপর বাদ জুম'আ একই স্থানে পবিত্র রামাযান উপলক্ষে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদের মুতাওয়াল্লী মুহাম্মাদ ঈমান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, মসজিদ আবাদ করার জন্য অবশ্যই এখানে সংগঠন থাকতে হবে এবং সংগঠনের নিয়ম অনুযায়ী দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক প্রোগ্রাম সমূহ গঠনতন্ত্র মোতাবেক পরিচালনা করতে হবে। তিনি বলেন, মসজিদকে সংস্কারের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

অত্র মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও নওদাপাড়া মারকাযের শিক্ষক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ, ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ ও উক্ত মসজিদের পেশ ইমাম শহীদুল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন অত্র মসজিদের সেক্রেটারী মুহাম্মাদ মকবূল হোসাইন, ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক ইয়াসীন আলী ও মুহাম্মাদ যুলহায প্রমুখ।

ইসলামিক কমপ্লেক্স-এর জায়গা পরিদর্শন : একই দিন সকাল ১০-টায় আঙ্গারজোড়া পৌঁছে আমীরে জামা'আত আফতাবনগর জহুরুল ইসলাম সিটিতে ইসলামিক কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া রাজশাহীর নামে ক্রয়কৃত ১০ কাঠা জমির প্লট পরিদর্শন করেন। তিনি কমপ্লেক্স-এর সাইনবোর্ড লাগানো ও চারিদিকে পাকা প্রাচীর ঘেরা প্লটটি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন। এ সময়ে তাঁর সাথে ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ ও ঢাকা-দক্ষিণ যেলা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বক্তব্য প্রদান : বাদ মাগরিব আঙ্গারজোড়া থেকে ফিরে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী মুহতারাম আমীরে জামা'আত মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত নছীহত পেশ করেন। অতঃপর এখানেই মসজিদ কমিটির সদস্য জনাব জালালুদ্দীনের বাসায় রাত্রি যাপন করেন।

উল্লেখ্য যে, এদিন ড. সাখাওয়াত হোসাইন রূপগঞ্জের শিমুলিয়া এলাকায় সালাউদ্দীন চেয়ারম্যানের বাড়ি সংলগ্ন মসজিদে, ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব পুরানো মোগলটুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এবং শরীফুল ইসলাম মাদানী মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

(৩) পুরানো মোগলটুলী, ঢাকা ৭ই রামাযান মোতাবেক ৯ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ আছর ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে পুরানো মোগলটুলী মালিটোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ

আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, অত্র মসজিদের মুতাওয়াল্লী ডা. আবু যায়েদ, বায়তুল মা'মূর জামে মসজিদ, ঢাকার খতীব শামসুর রহমান আযাদী, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুর রায্যাক প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক হাফিযুদ্দীন আহমাদ জাহিদ।

অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাসান, আল-আমীন, তালহা প্রমুখ 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলগণ।

মাদারটেক থেকে মালিটোলা যাওয়ার পথে মুহতারাম আমীরে জামা'আত হার্ট এ্যাটাকে রিং পরানো অসুস্থ পণ্ডিত প্রফেসর ড. শহীদ নক্বীব ভূঁইয়ার সাথে সাক্ষাতের জন্য বসুন্ধরা সিটিতে গমন করেন। অতঃপর তাঁর দ্রুত রোগমুক্তির জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি ইতিমধ্যেই আমীরে জামা'আতের ডক্টরেট থিসিস ইংরেজিতে অনুবাদ শেষ করেছেন এবং ঐদিন পর্যন্ত সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) গ্রন্থের ৩৩৪ পৃষ্ঠা ইংরেজী অনুবাদ শেষ করেছেন *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

(৪) শিলমান্দী, নরসিংদী ৮ই রামাযান ১০ই এপ্রিল রবিবার : অদ্য বাদ আছর নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ-এর উদ্যোগে নবনির্মিত দক্ষিণ শিলমান্দী বৃহদায়তন কেন্দ্রীয় দোতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী মুহাম্মাদ আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমানগণ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি দেলোয়ার হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন।

শিলমান্দী পৌঁছানোর আগে পাঁচদোনা সর্পনিগৈড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তিনি যাত্রাবিরতি করেন। এখানে রাজশাহী থেকে এসে যোগ দেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অফিস সহকারী মুহাম্মাদ নাঈম। অতঃপর নরসিংদী যেলা আল-'আওনের সভাপতি আব্দুস সাত্তারের উদ্যোগে বাদ যোহর অত্র মসজিদে সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় ও যেলা নেতৃবৃন্দ ভাষণ দেন।

সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি নিকটবর্তী চৈতাব আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গমন করেন এবং উপস্থিত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। অতঃপর মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগের সাবেক মার্কেটিং কর্মকর্তা মৃত আব্দুল বারীর কবর যেয়ারত করেন ও তার ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ইতিপূর্বে ঢাকা থেকে নরসিংদী আসার পথে আমীরে জামা'আত নারায়ণগঞ্জ যেলাধীন রূপগঞ্জের ভুলতা, গোলাকান্দাইল (দক্ষিণ পাড়া) আল-আমীন ইসলামিক সেন্টার পরিদর্শন করেন।

শিলমান্দীতে যাওয়ার পথে পাঁচদোনা বাজারে তিনি যেলা 'আন্দোলন'-এর অফিস পরিদর্শন করেন। এসময় স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও শূরা সদস্য মাওলানা ছফিউল্লাহ ও তাঁর সফরসঙ্গী যেলা নেতৃবৃন্দ। অতঃপর যেলা 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক হেমায়েত হোসেন-এর পাঁচদোনা বাজারস্থ বাসায় আমীরে জামা'আত সাময়িক বিশ্রাম নেন।

(৫) জিরানী, সাভার, ঢাকা ৯ই রামাযান ১১ই এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে আশুলিয়া থানাধীন জিরানী পুকুরপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

মসজিদের মুতাওয়াল্লী আলহাজ্জ মুহাম্মাদ ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, ঢাকা-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, গাযীপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ হাতেম বিন পারভেয প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব হাবীবুর রহমান সহ অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ।

ইতিপূর্বে মাদারটেক থেকে জিরানী আসার পথে মুহতারাম আমীরে জামা'আত গাযীপুর যেলাধীন চক্রবর্তীটেক ডালাস সিটি ও গ্রীণ সিটি পরিদর্শন করেন। অতঃপর কালিয়াকৈর উপযেলাধীন আমীন মডেল টাউন সংলগ্ন চাতল ভিটি বাগানবাড়ী গমন করেন ও সেখানে মুহাম্মাদ শামীম-এর বাসভবনে সাময়িক বিশ্রাম নেন। এখানে থাকতেই তিনি তাঁর চিকিৎসাধীন বেহাই জনাব আব্দুস সালামের (৭৬) মৃত্যু সংবাদ শুনেন। অতঃপর সেখান থেকে তিনি জিরানীর উদ্দেশ্যে গমন করেন।

জিরানীর ইফতার মাহফিল শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর বেহাইয়ের জানাযায় অংশগ্রহণের জন্য কেরাণীগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। সেখানে রাত সাড়ে ১০-টায় ইকুরিয়া পৌঁছে তিনি দ্বিতীয় জানাযায় ইমামতি করেন। এসময় ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ এবং পার্শ্ববর্তী দোলেশ্বর, আইন্তা, জিনজিরা প্রভৃতি স্থান থেকে অনেক কর্মী ও সুধী জানাযায় শরীক হন।

জানাযায় যাওয়ার পথে একটি নতুন আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সন্ধান পেয়ে তিনি যাত্রাবিরতি করেন এবং তারাবীহ রত অবস্থায় তিনি আশুলিয়া থানাধীন বাঁশবাড়ি ব্যাপারীপাড়া বায়তুল মা'মূর জামে মসজিদে উপস্থিত হন। অতঃপর মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। এসময় তাঁর সাথী ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠপুত্র আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ এবং সন্ধানদাতা সাতক্ষীরা মাহমূদপুরের জনাব মনছূর আলী। যিনি সেখানে ২৫ বছর থেকে বসবাস করছেন এবং মসজিদ প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোগী ব্যক্তি। জানাযা শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর কন্যার বাড়ীতে গমন করেন ও শোকসন্তপ্ত জামাই-মেয়ে ও পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দেন। সেখানে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত নছীহত পেশ করেন।

জানাযা থেকে রাত দেড়টার দিকে ফিরে তিনি ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক আশরাফুল ইসলামের লালমাটিয়াস্থ বাসায় রাত্রি যাপন করেন। এখানে যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব মোশাররফ হোসাইন ও হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির তাঁর সাথে ছিলেন। পরদিন বিকালের ফ্লাইটে তিনি ঢাকা থেকে রাজশাহী প্রত্যাবর্তন করেন।

কর্মী প্রশিক্ষণ

বাগডোব, মহাদেবপুর, নওগাঁ ৫ই মার্চ শনিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার মহাদেবপুর উপযেলাধীন বাগডোব বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বাগডোব এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার নাযিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার, সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম, এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মামূনুর রশীদ।

সুধী সমাবেশ

শাসনগাছা, কুমিল্লা ৩রা এপ্রিল রবিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন শাসনগাছা আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্সে কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জামীলুর রহমান ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুস সাত্তার। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক ওয়ালিউল্লাহ।

মাসিক ইজতেমা

মুসলিমপাড়া, রংপুর ১লা এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন মুসলিমপাড়া শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রংপুর যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুছতফা সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক নাজমুন নাঈম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন বদরগঞ্জ উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শফীকুল ইসলাম ও পীরগঞ্জ উপযেলার সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুন নূর।

আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

ফেনী সদর, ফেনী ৪ঠা এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ আছর দারুল হাদীছ আস-সালাফী মাদ্রাসা ফেনী কর্তৃক আয়োজিত সুধী সমাবেশ ও ইফতার মাহফিলে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, সহ-সভাপতি মুছলেহুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক জামীলুর রহমান প্রমুখ। ডা. শওকত হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে ফেনীর বিভিন্ন উপযেলা থেকে সুধীমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশ শেষে ইমরান গাজীকে আহ্বায়ক ও ইলিয়াস হোসাইনকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট ফেনী যেলা 'যুবসংঘ'-এর আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। এসময় কেন্দ্রীয় সভাপতি তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান এবং 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক তাদের উদ্দেশ্যে নছীহতমূলক বক্তব্য পেশ করেন।

সোনামণি

পূর্ব-সোনাপাতিল, নলডাঙ্গা, নাটোর ২৩শে মার্চ বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার নলডাঙ্গা উপযেলাধীন পূর্ব-সোনাপাতিল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব-সোনাপাতিল জামতলী ফুরকানিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক মুহাম্মাদ ওয়াহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর মহিলা শাখার হিসাব রক্ষক ফরমানুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ রাসেল।

বাটিকাডাঙ্গা, ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ ২৮শে মার্চ সোমবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার সদর থানাধীন বাটিকাডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি ফায়ছাল কবীর, দফতর সম্পাদক আহসান হাবীব ও যেলা 'সোনামণি'র সাবেক পরিচালক মুহাম্মাদ আসাদুযযামান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুফীযুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল্লাহিল কাফী ও জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ নাফীস।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের অধিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ পরিদর্শন

কুমিল্লা ও ফেনী ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল রবি ও সোমবার : হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ও যেলা নেতৃবৃন্দ ৩রা এপ্রিল রবিবার দুপুর ১-টা হতে ও ৪ঠা এপ্রিল সোমবার রাত ১০-টা পর্যন্ত কুমিল্লা ও ফেনী যেলার বিভিন্ন মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন। সেই সাথে সাথে তারা সেসকল মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ও কমিটির সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। তাঁরা তাদেরকে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর শিক্ষা সংস্কার ও দাওয়াতী কার্যক্রমে যথাসাধ্য সহযোগিতার আহ্বান জানান। এ সময় কেন্দ্রীয় ও যেলা নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, সহ-সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জামীলুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুস সাত্তার, সাধারণ সম্পাদক ওয়ালিউল্লাহ, 'সোনামণি'র পরিচালক মাওলানা আতীকুর রহমান প্রমুখ। তারা কুমিল্লা যেলার যেসকল মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন সেগুলো হল : ১. আল-মারকাযুল ইসলামী

কমপ্লেক্স, শাসনগাছা ২. বুড়িচং সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা, বুড়িচং ৩. ইমাম বুখারী (রহ.) সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা, মুরাদনগর ৪. একলারামপুর মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিইয়াহ, তিতাস ৫. খিরাইকান্দি আল-হেরা সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা, দেবিদ্বার ৬. কোরপাই আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী আব্দুল আযীয আফিয়া মহিলা মাদ্রাসা, বুড়িচং ৭. আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, লালমাই ৮. হযরত বেলাল (রা.) মডেল মাদ্রাসা, লাকসাম ৯. দারুস সালাম সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা, লাকসাম। ১০. দারুল হাদীছ আস-সালাফী মাদ্রাসা, ফেনী। উল্লেখ্য যে, এসময় ফেনী যেলায় হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড অধিভুক্ত সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান হিসাবে দারুল হাদীছ আস-সালাফী মাদ্রাসা উদ্বোধন করা হয়।

পশ্চিম ভাটপাড়া-কোম্পানীগঞ্জ, চারঘাট, রাজশাহী ১২ই ফেব্রুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার চারঘাট উপযেলাধীন পশ্চিম ভাটপাড়া-কোম্পানীগঞ্জে ‘কোম্পানীগঞ্জ সালাফী মাদ্রাসা’ উদ্বোধন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার পরিচালক তাহূরুল ইসলাম মণ্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন নাটোরের লালপুর ডিগ্রী কলেজের সহকারী অধ্যাপক (অব.) রূহুল আমীন বিশ্বাস, ঝাউবোনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফারূক হোসাইন, নিমপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান ও রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা ‘সোনামণি’র সহ-পরিচালক মাহমূদুল হাসান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন চারঘাট উপযেলা ‘আন্দোলন’-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন।

মারকায সংবাদ

নাহু ও ছরফ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১১ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর উদ্যোগে মাদ্রাসার পশ্চিম পার্শ্বস্থ জামে মসজিদে ‘মীযান’ ও ‘আমীনুন নাহু’ গ্রন্থদ্বয়ের উপর অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল ও মারকায পরিচালনা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ডের সচিব শামসুল আলম। তিনটি গ্রুপে উক্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত ‘মীযান’ গ্রুপে ১ম স্থান অধিকার করে নাদিরুয্যামান (৬ষ্ঠ-ক), ২য় স্থান অধিকার করে ফখরুল ইসলাম (৬ষ্ঠ-খ) এবং ৩য় স্থান অধিকার করে বেলাল (৬ষ্ঠ-খ)। ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত ‘আমীনুন নাহু’ গ্রুপ-১ এ ১ম স্থান অধিকার করে নাহিদ হাসান (৭ম-ক), ২য় স্থান অধিকার করে আহনাফ মুবাশশির (৭ম-ক) এবং ৩য় স্থান অধিকার করে অলিউল্লাহ রাহাত (৭ম-খ)। ৮ম-দাখিল পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ‘আমীনুন নাহু’ গ্রুপ-২ এ ১ম স্থান অধিকার করে তাসলীম আহমাদ (দাখিল পরীক্ষার্থী), ২য় স্থান অধিকার করে আবুল কালাম আযাদ (ঐ) এবং ৩য় স্থান অধিকার করে আব্দুল হাসীব (৮ম-খ)। প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক গ্রুপের ১ম স্থান অধিকারীকে ১৫০০/= টাকা সমমূল্যের বই, ২য় স্থান অধিকারীকে ১০০০/= টাকা সমমূল্যের বই এবং ৩য় স্থান অধিকারীকে ৭০০/= টাকা সমমূল্যের বই প্রদান করা হয়। তাছাড়া মোট ৫ জনকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

দাখিল পরীক্ষায় মারকাযের ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি লাভ : বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০২১ সালের দাখিল পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ৪ জন ‘ট্যালেন্টপুলে’ এবং ২ জন ‘সাধারণ গ্রেডে’ মোট ৬ জন ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি পেয়েছে।

ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভকারী : মুহাম্মাদ মাহদী (কুমিল্লা), মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন (দিনাজপুর), তামান্না তাসনীম (রাজশাহী) ও হালীমা খাতুন (রাজশাহী)।

সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি লাভকারী : আহমাদ বিন হারিছ (কুমিল্লা) ও মুহাম্মাদ আব্দুর রব (নওগাঁ)।

মৃত্যু সংবাদ

১. ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কুড়িগ্রাম-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সাবেক প্রচার সম্পাদক (সেশন : ২০১৯-২১) মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ (৯০) গত ৩১শে ডিসেম্বর’২১ শুক্রবার বাদ মাগরিব বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে‘উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪পুত্র ও ২ কন্যাসহ বহু সাংগঠনিক সাথী, গুণগ্রাহী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন সকাল ১০-টায় তার বাড়ী কুড়িগ্রাম যেলার নাগেশ্বরী থানাধীন গোপালপুর গ্রামের প্রশস্ত ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন বোর্ডেরহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আনোয়ার হোসাইন। জানাযার যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইন, সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ লোকমান হোসাইন ছিদ্দীকী, ‘যুবসংঘ’-এর সাধারণ সম্পাদক আসাদুযযামানসহ যেলা ‘আন্দোলন’, ‘যুবসংঘ’, ‘সোনামণি’র দায়িত্বশীলসহ বহু মুছল্লী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

২. ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ নওগাঁ যেলার সাবেক সভাপতি (১৯৯৯-২০১১) এবং চকউলি বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব আনীসুর রহমান (৮৫) গত ১৬ই এপ্রিল’২২ শনিবার বেলা ১২-টায় বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে‘উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনীসহ বহু সাংগঠনিক সাথী, গুণগ্রাহী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। একইদিন বিকাল ৫-টায় নওগাঁ যেলার মান্দা থানাধীন আন্ধারিয়াপাড়া গ্রামে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্তমান যেলা ‘আন্দোলন’-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম। জানাযায় উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ডের সচিব শামসুল আলম, মাসিক আত-তাহরীক-এর কম্পিউটার অপারেটর সাইফুল ইসলাম, নওগাঁ যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার, সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আফযাল হোসাইন সহ ‘আন্দোলন’, ‘যুবসংঘ’, ‘সোনামণি’ ও ‘আল-আওন’-এর দায়িত্বশীলসহ বহু মুছল্লী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। জানাযা শেষে ইফতারের পূর্বে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মাসিক আত-তাহরীক মে ২০২২ ২৫তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৮১) : গায়ের মাহরাম আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার বিধান কী? তাদের সাথে কথা বলা বা তাদের বাড়িতে যাওয়া ইত্যাদি কর্ম কী আবশ্যক?

-আয়েশা বিনতে আযাদ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

উত্তর : মাহরাম আত্মীয়রা সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রগামী। তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা অতীব যরূরী। অতঃপর গায়ের মাহরাম আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে নিকটতার ভিত্তিতে এর গুরুত্ব ও বিধান কম-বেশী হবে *(কারাফী, আল-ফুরূক ১/১৪৭; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়াহ ৩/৮৩-৮৪)*। গায়ের মাহরাম আত্মীয়-স্বজন যেমন চাচাত, খালাত বা মামাত ভাই-বোনদের সাথে পর্দা বজায় রেখে ও ফিৎনা না থাকার শর্তে সাধারণ সামাজিক সম্পর্ক রাখা মুস্তাহাব। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ লক্ষণীয়। (১) নির্জনে অবস্থান না করা। কারণ এতে তৃতীয়জন থাকে শয়তান *(বুখারী হা/৫২৩৩; মিশকাত হা/৩২১৮)*। (২) স্পর্শ না করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তির মাথায় লৌহ সূচ দ্বারা খোঁচা মারা ভাল, তবুও যে নারী তার জন্য অবৈধ তাকে স্পর্শ করা ভাল নয়' *(ছহীহাহ হা/২২৬; ছহীহুত তারগীব হা/১৯১০)*। (৩) দৃষ্টি সংযত রাখা *(নূর ২৪/৩০-৩১; মুসলিম হা/২১৫৯)*। (৪) সংযত কথা বলা। আল্লাহ বলেন, 'পর পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলো না। তাহ'লে যার অন্তরে ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয়ে পড়বে। অতএব তোমরা সংযতভাবে কথা বল' *(আহযাব ৩৩/৩২)*। (৫) শারঈ পর্দা বজায় রাখা *(আলবানী, জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমাহ)*। উপরোক্ত শর্তগুলো মেনে নিকটতম গায়ের মাহরাম আত্মীয়দের সাথে সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করা বা আর্থিক সহায়তা করা মুস্তাহাব। তবে ফিৎনার আশংকা থাকলে কোন নারী এমন আত্মীয়দের বাড়িতে না গেলে বা কথা না বললে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী হিসাবে গণ্য হবে না' *(বুখারী হা/৪৯৩৪; মুসলিম হা/২১৭২)*।

প্রশ্ন (২/২৮২) : জনৈক আলেম বলেন, সফরকালীন এমন পরিমাণ স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা যাবে, যা কাফনের কাপড় কেনার জন্য যথেষ্ট হয়। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-ঈমান আলী, ভাড়ালীপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং সর্বাবস্থায় পুরুষদের জন্য স্বর্ণের গহনা ব্যবহার করা হারাম। চাই তা সফরে হৌক বা বাড়ীতে হৌক। রাসূল (ছাঃ) একদা ডান হাতে রেশম এবং বাম হাতে সোনা ধরলেন, অতঃপর বললেন, 'আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য এ দু'টি বস্তু হারাম' *(আবুদাউদ হা/৪০৫৭; মিশকাত হা/৪৩৯৪; ছহীহুল জামে' হা/২২৭৪)*। আলী (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) আমাকে স্বর্ণের আংটি পরিধান করতে নিষেধ করেছেন' *(মুসলিম হা/২০৭৮; মিশকাত হা/৪৪০৬)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) স্বর্ণের একটি আংটি ব্যবহার করতেন। এরপর তা বাদ দেন এবং বলেন, আমি আর কখনো সেটা ব্যবহার করব না। তখন লোকেরাও তাদের আংটি খুলে ফেলে দেয়' *(বুখারী হা/৫৮৬৭; মুসলিম হা/২০৫১; ছহীহাহ হা/২৯৭৫)*।

প্রশ্ন (৩/২৮৩) : আমি জনৈক ব্যক্তিকে হাদিয়া প্রদান করেছিলাম। সে গ্রহণও করেছিল। বর্তমানে কোন কারণে হাদিয়া ফেরত দিতে চাচ্ছে। এক্ষণে তা ফেরত নেওয়া যাবে কী?

-শরীফুল ইসলাম, মণিপুর, গাযীপুর।

উত্তর : হাদিয়া ফেরত দেওয়া সমীচীন নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা দাওয়াত দানকারীর ডাকে সাড়া দিয়ো, উপহারাদি ফেরত দিও না এবং মুসলিমদেরকে প্রহার করো না' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৫৭; আহমাদ হা/৩৮৩৮, সনদ ছহীহ)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি চাওয়া বা তদবীর ছাড়াই তার ভাই থেকে কিছু হাদিয়া পাবে সে যেন তা গ্রহণ করে এবং প্রত্যাখ্যান না করে। কারণ এটি তারই রিযিক, যা আল্লাহ তা'আলা টেনে নিয়ে এসেছেন' *(আহমাদ হা/১৭৯৬৫; ছহীহাহ হা/১০০৫)*। তবে কোন ব্যক্তি যদি হাদিয়া প্রত্যাখ্যান করে বা ফেরত দেয় তাহ'লে দাতা তা গ্রহণ করতে পারে এবং ইচ্ছামত ব্যবহারও করতে পারে *(আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, শরহ আবুদাউদ ১৯/৪৯ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৪/২৮৪) : রামাযান মাসে রাতে স্ত্রী মিলন করে নাপাক অবস্থায় সাহারী খেলে ছিয়াম হবে কী?

-ফেরদৌস, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : নাপাক অবস্থায় সাহারী খেলে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অপবিত্র অবস্থায় গোসল না করেই ঘুমিয়ে যেতেন, অতঃপর উঠে গোসল করতেন' *(ইবনু মাজাহ হা/৫৮১; তিরমিযী হা/১১৮, সনদ ছহীহ)*। এছাড়া কখনও জুনুবী অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর ফজরের সময় হয়ে যেত। তখন তিনি গোসল করতেন এবং ছিয়াম পালন করতেন *(বুখারী হা/১৯২৬)*। তবে এক্ষেত্রে ওযূ করে নেওয়া ভালো *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১০/৩০৭; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১/৩১০-৩১১)*।

প্রশ্ন (৫/২৮৫) : একই প্লেটে স্বামী-স্ত্রী তাদের নিজেদের হাত দিয়ে খাবার খেলে ১২ বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-সাঈদুর রহমান, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

উত্তর : এ কথা ভিত্তিহীন। হাদীছে একসাথে খাওয়ার কথা এসেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা বিসমিল্লাহ বলে এক সাথে খাবার গ্রহণ কর, তাতে তোমাদের জন্য বরকত

www.at-tahreek.com

নাযিল করা হবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪২৫২; ছহীহাহ হা/৬৬৪)*। তিনি বলেন, 'সে খাবার আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয়, যাতে একাধিক হাত স্পর্শ করে' *(মুসনাদ আবু ইয়া'লা, ছহীহাহ হা/৮৯৫)*।

প্রশ্ন (৬/২৮৬) : নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করতে হয়। আর বাংলাদেশের আদালত ইসলামী আদালত নয়। সেক্ষেত্রে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর চাকরি করা হালাল হবে কি?

-মুহাম্মাদ হাসান, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : প্রশাসনিক কোন দায়িত্ব পালন বা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে চাকুরী করা মৌলিকভাবে বৈধ। তবে যে সব অপরাধের শাস্তি ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী প্রদান করা যাচ্ছে না, সে জন্য দায়ী থাকবেন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ, যাদের হাতে ক্ষমতা আছে। তাছাড়া অধিকাংশ বিচার তদন্ত ও সাক্ষ্য আইনের ভিত্তিতে করতে হয় এবং তা'যীর তথা অবস্থার প্রেক্ষিতে ফয়ছালা দিতে হয়, যা ইসলামী শরী'আতে জায়েয। তবে এখানে লক্ষ্যণীয় যে, দায়িত্ব পালনকালে সর্বদা সত্যকে বিজয়ী করা, যুলুমের প্রতিরোধ করা এবং মানুষকে তার প্রাপ্য হক ফেরত দেওয়ার কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে। যাতে কোন নিরপরাধ ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত না হয় এবং অপরাধী ছাড়া না পায়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর এবং পাপ ও শত্রুতার কাজে সাহায্য করো না' *(মায়েদাহ ৫/২; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১৯/২৩১; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১১/৬০৯-৬১০)*। দেশে বৃটিশ আইন প্রচলনের দায়ভার বর্তাবে সরকারের উপর। যতদিন ইসলামী আইনের বিপরীতে তা চালু থাকবে, ততদিন সরকারের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ পাপী হ'তে থাকবে। কেননা আল্লাহ্র বিধানের বিপরীতে অন্যের বিধান কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয় *(ইউসুফ ১২/৪০; মায়েদাহ ৫/৫০ প্রভৃতি)*। সুতরাং যিনি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজ করবেন, তার আবশ্যিক দায়িত্ব হবে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কাজ করা *(মুসলিম হা/৪৯; মিশকাত হা/৫১৩৭)*।

প্রশ্ন (৭/২৮৭) : হায়েয অবস্থায় কুরআন শ্রবণের ক্ষেত্রে তেলাওয়াতের সিজদা দেওয়া যাবে কি?

-ইফফাত ফারিহা, ডাঙ্গা, নরসিংদী।

উত্তর : কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণের পর সিজদায়ে তেলাওয়াতের জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়। অতএব হায়েয অবস্থায় তেলাওয়াতের সিজদা দেওয়া এবং তাতে দো'আ পাঠ করায় কোন দোষ নেই *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৯/২২৪; ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১০/৪৪৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৭/২৬২)*। তবে অনেক ফক্বীহ মনে করেন সিজদা ছালাতেরই একটি অংশ। এর জন্য পবিত্রতা শর্ত *(নববী, আল-মাজমূ' ২/৩৫৩)*। তবে পূর্বের অভিমতটিই অগ্রগণ্য।

প্রশ্ন (৮/২৮৮) : বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসাবে বাধ্যতামূলকভাবে নারী-পুরুষ সবার শরীরে হাত পড়ে যায়। এ চাকুরী আমার জন্য বৈধ হবে কি?

-আরজু আহমাদ, বনানী, ঢাকা।

উত্তর : চিকিৎসার সুবিধার্থে একান্ত বাধ্যগত অবস্থায় অন্তর পবিত্র রেখে মহিলাদের শরীরে হাত দিলে কোন গুনাহ হবে না। তবে চেষ্টা থাকতে হবে যাতে মহিলা চিকিৎসকরাই মহিলাদের চিকিৎসা করে। সুযোগ ও পরিবেশ না থাকলে যরূরী অবস্থায় পুরুষ চিকিৎসকরা মহিলাদের চিকিৎসা করতে পারে *(মুগনিল মুহতাজ ৪/২১৫; বিন বায, ফাতাওয়া আজেলা ২৯ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৯/২৮৯) : ভ্রু বাদে নারীদের মুখের লোম অপসারণ বা অবাঞ্ছিত দাগ ঘরে বসে দূর করায় বাধা আছে কি?

-আব্দুর রঊফ, কাটাখালী, রাজশাহী।

উত্তর : মুখের অবাঞ্ছিত লোম বা দাগ যা দেখলে নারীকে অসুন্দর দেখায় তা তুলে ফেলাতে কোন দোষ নেই। কারণ এগুলোর ব্যাপারে ইসলাম কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করেনি। অবশ্য ভ্রু কোনভাবেই তুলে ফেলা যাবে না। কারণ এ ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/১৯৪-৯৭; উছায়মীন, ফাতাওয়া মারআতিল মুসলিমাহ ৩/৮৭৯)*।

প্রশ্ন (১০/২৯০) : অর্থ সংকটের কারণে পিতা অর্থ উপার্জন করতে বলেন। কিন্তু আমি পড়াশুনা করতে চাই। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-মনযূরুল ইসলাম, জলঢাকা, নিলফামারী।

উত্তর : অর্থ উপার্জন ও শিক্ষা দু'টিই প্রয়োজন। সেজন্য এমন উৎস থেকে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করবে, যেখানে অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি শিক্ষা অর্জনও করা যায়। এমন উৎস না পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করবে এবং পিতা-মাতার আদেশ পালন করে বৈধ উৎস থেকে অর্থ উপার্জন করবে। কারণ একদা জনৈক ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আছে, আর আমার পিতা আমার মালের মুখাপেক্ষী। তখন তিনি বলেন, তুমি এবং তোমার মাল সবই তোমার পিতার। আর তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য উত্তম উপার্জন। কাজেই তোমরা তোমাদের সন্তানের উপার্জিত মাল ভক্ষণ করবে' *(তিরমিযী হা/১৩৫৮; মিশকাত হা/২৭৭০; ছহীহুল জামে' হা/১৫৬৬)*।

প্রশ্ন (১১/২৯১) : যেসব নেশাদ্রব্য ভক্ষণের ফলে মানুষ ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেসব মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলা যাবে কি?

-রায়হান মিঠু, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।*
[শুধু 'রায়হান' নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : নেশাদার দ্রব্য গ্রহণ করা হারাম এবং এগুলো স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর *(আ'রাফ ৭/১৫৭)*। তবে এগুলো পান করে বা গ্রহণ করে কেউ আত্মহত্যার চেষ্টা করে না। সেজন্য এগুলো আত্মহত্যা হিসাবে গণ্য হবে না *(উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ১৪/১৯৪)*।

প্রশ্ন (১২/২৯২) : আমি মালয়েশিয়া প্রবাসী। সেদেশে রামাযান শুরু হয় বাংলাদেশের এক দিন পূর্বে। সে হিসাবে বাংলাদেশের একদিন পূর্বে সেখানে ঈদ হবে। এক্ষণে আমি

১৫ই রামাযান দেশে যাবো। সেখানে আমি ঈদ করবো কোন দেশের সাথে?

-ফযলুল করীম, কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া।

উত্তর : যে দেশে যাবে সে দেশের লোকেরা যে দিন ঈদ করবে সে দিন ঈদ করবে যদিও ছিয়াম ৩১টি হয়। আর ছিয়াম ২৮টি হয়ে গেলে লোকদের সাথে ঈদ করে নিবে এবং পরবর্তীতে একটি ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করে নিবে। কারণ আরবী মাস ২৮ দিনে হয় না *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/১৫৫; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/৬৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ছিয়াম হ'ল যেদিন তোমরা ছিয়াম পালন কর। ঈদুল ফিতর হ'ল যেদিন তোমরা ইফতার কর। আর ঈদুল আযহা হ'ল যেদিন তোমরা কুরবাণী কর' *(তিরমিযী হা/৬৯৭; ছহীহাহ হা/২২৪)*।

প্রশ্ন (১৩/২৯৩) : জেনে-শুনে মসজিদ সোজা করার উদ্দেশ্যে ক্বিবলা থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কী?

-আব্দুল আহাদ, মধ্য নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : প্রথমতঃ ক্বিবলা নির্ধারণের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। কারণ ছালাতের জন্য ক্বিবলা শর্ত *(বাক্বারাহ ২/১৪৪; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৪৩৩-৩৫)*। দ্বিতীয়তঃ ক্বিবলা অল্প বিচ্যুত হ'লে কোন দোষ নেই এবং তাতে ছালাত আদায়ে কোন বাধা নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলবাসীদের জন্য পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে ক্বিবলা অবস্থিত *(তিরমিযী হা/৩৪২; মিশকাত হা/৭১৫, সনদ ছহীহ)*। এই হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, এটি মক্কা ব্যতীত সকল অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য। কারণ মক্কার কা'বায় কোনভাবেই ক্বিবলা থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। তিনি বলেন, এটি দক্ষিণ আর এটি উত্তর এবং এই দু'টির মধ্যস্থল হ'ল ক্বিবলা *(মির'আত ২/৪২২-২৩; তোহফা ২/২৬৬-৬৭)*। অর্থাৎ যান্ত্রিক সাহায্য ছাড়া মসজিদ নির্মাণ করে থাকলে এবং চোখের দৃষ্টিতে ক্বিবলা বিচ্যুত মনে না হ'লে তাতে ছালাত আদায়ে কোন দোষ নেই। আর যদি ক্বিবলার বিচ্যুতি অধিক পরিমাণে হয়, তাহ'লে ক্বিবলা ঠিক করে ছালাত আদায় করতে হবে। অন্যথায় ছালাত হবে না *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১১/৩৬০-৬১)*।

প্রশ্ন (১৪/২৯৪) : যদি কেউ একটি মৃত সুন্নাত জীবিত করে তাহ'লে সে ৫০ জন শহীদের সমান ছওয়াব পাবে। একথা সঠিক কি? এক্ষণে শহীদ বলতে কোন ধরনের শহীদকে বুঝানো হয়েছে?

-আব্দুল্লাহ, কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : মৃত সুন্নাত জীবিত কারী নয় বরং উম্মতের পতন অবস্থায় কোন সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী ব্যক্তি পঞ্চাশ জন শহীদের সমান নেকী পাবে বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের পরে এমন একটা কঠিন সময় আসছে, যখন কোন সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী ব্যক্তি তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশ জন শহীদের সমান নেকী পাবে' *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/১০২৪০; ছহীহুল জামে হা/২২৩৪)*। আর একশ' জন শহীদের ন্যায় ছওয়াব পাবে মর্মে বর্ণিত হাদীছ যঈফ *(যঈফাহ হা/৩২৬; মিশকাত হা/১৭৬)*। উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত শহীদ অর্থ শহীদে হুকমী। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র পথে নিহত প্রকৃত শহীদের ন্যায় মর্যাদা পাওয়ার হুকুম রাখে। যদি সেটি আল্লাহ্র নিকট কবুল হয় এবং তার মধ্যে কোনরূপ রিয়া বা শ্রুতি না থাকে। এইরূপ ব্যক্তি যদি বিছানায় মৃত্যুবরণ করেন, তবুও তিনি শহীদ হিসাবে গণ্য হবেন। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় মৃত্যুবরণ করে সে ব্যক্তি শহীদ *(মুসলিম হা/১৯১৫; মিশকাত হা/৩৮১১)*। তিনি বলেন, 'আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে এরূপ ব্যক্তি ছাড়াও সাত শ্রেণীর মুমিন শহীদের মর্যাদা পাবে। (১) মহামারীতে মৃতব্যক্তি (২) ডুবে মারা যাওয়া ব্যক্তি (৩) যাতুল জানব বা ফুসফুসের রোগে মৃত রোগী (৪) পেটের রোগে মৃত ব্যক্তি (৫) আগুনে পড়ে মৃত ব্যক্তি (৬) চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং (৭) প্রসব বেদনায় মৃত নারী' *(আবুদাঊদ হা/৩১১১ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৫৬১; মির'আত হা/১৫৭৫)*।

প্রশ্ন (১৫/২৯৫) : ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তা পরিশোধ হওয়ার আগ পর্যন্ত মাইয়েত কষ্ট পাবে কি? এছাড়া তার সন্তানেরা যদি দাতার নিকট এক বছরের অবকাশ নিয়ে থাকে তাহ'লে কি মাইয়েত কবরের আযাব থেকে অবকাশ পাবে?

-আব্দুল্লাহ, বাসাবো, ঢাকা।

উত্তর : হাদীছের ভাষায় বুঝা যায় ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত মাইয়েত কবরের আযাব থেকে রক্ষা পাবে না। বরং সে ঋণের সাথে ঝুলন্ত থাকে এবং তার উপর কবরের আযাব হ'তে থাকে। তবে এ ক্ষেত্রে যদি মৃতের নিকটাত্মীয় বা অন্য কোন ব্যক্তি ঋণদাতার নিকট থেকে সময় নেন এবং ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নেন, তাহ'লে মাইয়েত উক্ত আযাব থেকে রক্ষা পাবেন বলে আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুমিনের আত্মা ঝুলন্ত রাখা হয় তার ঋণের কারণে। যতক্ষণ না সেটি তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করা হয়' *(তিরমিযী হা/১০৭৮; মিশকাত হা/২৯১৫; ছহীহুত তারগীব হা/১৮১১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ ঋণের ব্যাপারে কত কঠিন বিধান নাযিল করেছেন। যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, যদি একজন লোক আল্লাহ্র পথে শহীদ হয় আবার জীবিত করা হয় এবং আবার শহীদ হয়, আবার জীবিত করা হয় এবং আবার শহীদ হয়, অথচ তার ঋণ থাকে এবং তা তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করা না হয়, তাহ'লে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না *(হাকেম হা/২২১২; ছহীহুল জামে হা/৩৬০০)*।

জনৈক ব্যক্তির দুই দীনার ঋণ ছিল। রাসূল (ছাঃ) তার জানাযা আদায়ে অস্বীকৃতি জানালেন। আবু ক্বাতাদা (রাঃ) ঐ ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিলে তিনি তার জানাযায় ইমামতি করেন। পরের দিন ক্বাতাদার সাথে দেখা হ'লে রাসূল (ছাঃ) ঋণ পরিশোধের বিষয়টি জিজ্ঞেস করেন। তিনি বললেন, সে তো কেবল গতকাল মারা গেছে। রাসূল (ছাঃ) বিষয়টির

গুরত্বারোপ করে চলে গেলেন। পরের দিন দেখা হ'লে আবারো ঋণের বিষয়টি জিজ্ঞেস করেন। আবু ক্বাতাদা ঋণ পরিশোধের বিষয়টি জানালেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, এখন তার চামড়া কবরের আযাব থেকে ঠাণ্ডা হ'ল' *(আহমাদ হা/১৪৫৭২; ছহীহুত তারগীব হা/১৮১২)*।

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় নববী বলেন, 'এখন তার চামড়া ঠাণ্ডা হল' কথাটি রাসূল (ছাঃ) তখনই বললেন যখন তার পক্ষ থেকে ঋণ আদায় করা হ'ল। আবু ক্বাতাদা ঋণের যিম্মাদারী নেওয়ার সময় বলেননি *(আল-মাজমূ' ৫/১২৪)*। শাওকানী বলেন, 'ঋণের ব্যাপারে আযাব তখনই বন্ধ হবে যখন ঋণ আদায় করা হবে। কেবল যিম্মাদারী নিলেই মাইয়েতের আযাব বন্ধ হবে না। আর এজন্যই রাসূল (ছাঃ) দ্রুত দ্বিতীয় দিন আবু ক্বাতাদাকে তার ঋণের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন' *(শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৫/২৮৫)*। একই মন্তব্য করেছেন ইমাম ত্বাহাবী, ইবনুল মুলাক্কিন, ইবনু বাত্ত্বাল, ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ) *(শারহু মুশকিলুল আছার ১০/৩৩৫; আত-তাওযীহ ১৫/১২৪; শারহুল বুখারী ৬/৪২১; আল-ইস্তিযকার ৭/২২০)*।

উক্ত আলোচনায় বুঝা যায় ঋণ গ্রহণ করে পরিশোধ না করার বিষয়টি অত্যন্ত ভয়াবহ। তাই বাধ্যগত কারণে ঋণ করতে হ'লে তা পরিশোধের ব্যাপারে পূর্ণ প্রতিজ্ঞা থাকতে হবে। যেমন হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা (রাঃ) ধার-কর্জ গ্রহণ করতেন। তার পরিবারের কেউ কেউ এটা অপসন্দ করে বলল, আপনি ধার-কর্জ করবেন না। তখন তিনি বলেন, হ্যাঁ আমি আমার রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, কোন মুসলিম ধার-কর্জ গ্রহণ করে এবং আল্লাহ জানেন যে তা পরিশোধ করার অভিপ্রায় তার রয়েছে, তাহ'লে দুনিয়াতেই আল্লাহ তার ঐ ধার-কর্জ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন *(নাসাঈ হা/৪৬৮৬)*।

প্রশ্ন (১৬/২৯৬) : অল্প বয়সে মাথার চুল পড়ে গেলে তা প্রতিস্থাপন করা যাবে কি?

-আসাদুয্যামান, গান্দাইল, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : টাক দূর করার জন্য মাথার অন্য অংশের চুল টাকের স্থলে স্থাপন করা জায়েয। কারণ এটি সৃষ্টির পরিবর্তন নয়। বরং এটি পরিবর্তিত রূপকে আসল রূপে ফিরিয়ে আনার সমতুল্য *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/০৭,১৭/২৩)*।

প্রশ্ন (১৭/২৯৭) : আমার বোন ৪ বছর হওয়া সত্ত্বেও এখনো কথা বলতে পারে না। তার জন্য কোন আমল বা দো'আ আছে কি? আয়াতুশ শিফা বলতে কোন দো'আর ভিত্তি আছে কি?

-তাজবীরুল হক অপি, চকবাজার, চট্টগ্রাম।

উত্তর : শিশুদের কথা বলানোর জন্য নির্দিষ্ট কোন আমল বা দো'আ নেই। তবে কুরআনে যেহেতু সকল প্রকার রোগের শিফা রয়েছে সেজন্য ঝাঁড়ফুক সংক্রান্ত সূরা বা আয়াতগুলো এবং হাদীছে বর্ণিত দো'আগুলো পাঠ করে ফুঁক দিয়ে চিকিৎসা দেওয়া যায়। যেমন মূসা (আঃ) তোত্‌লা ছিলেন। তখন আল্লাহ তাকে নিম্নের দো'আ পাঠের নির্দেশ দেন- *রাব্বিশ্‌রাহ্‌লী ছাদরী ওয়া ইয়াস্‌সিরলী আম্‌রী ওয়াহ্‌লুল্‌ 'উক্বদাতাম্‌ মিল্লিসা-নী, ইয়াফ্‌ক্বাহূ ক্বাওলী* 'হে আমার প্রভু! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও। আমার করণীয় কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও। আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দাও, যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে' *(ত্বোয়াহা ২৫-২৮)*। এছাড়া সূরা ফাতিহা, নাস, ফালাক্ব, ইখলাছ ও আয়াতুল কুরসী পাঠ করে ঝাঁড়ফুক করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, আয়াতুশ শিফা দ্বারা একদল বিদ্বান মূলতঃ শিফা শব্দযুক্ত ছয়টি আয়াতকে বুঝিয়ে থাকেন। তারা মনে করেন উক্ত ছয়টি আয়াত দ্বারা ঝাঁড়ফুক করলে তা দ্রুত কার্যকর হয়। তবে এ ব্যাপারে কোন হাদীছ বা ছাহাবীর আমল পাওয়া যায় না। বরং পুরো কুরআনই মুসলিম জাতির জন্য শিফা *(যারকাশী, আল-বুরহান ১/৪৩৫; আলূসী, রূহুল মা'আনী ৮/১৩৯)*।

প্রশ্ন (১৮/২৯৮) : প্রশ্ন : জনৈকা বিবাহিতা নারীর ইচ্ছার প্রেক্ষিতে তার পরিবার তার স্বামীর নিকট থেকে তালাক গ্রহণ করে এবং একই দিনে তাকে আমার সাথে বিবাহ দেয়। এরপর গত ৫ মাসে একত্রে বসবাস করলেও একাধিকবার সে পিতার বাড়িতে চলে যায়। বর্তমানে সে ভালোভাবে আমার সাথে সংসার করতে চায়। এক্ষণে ইদ্দত পালন না করায় উক্ত বিবাহ সঠিক হয়েছিল কি? সংসার করতে হ'লে আমাদের করণীয় কি?

-আবু তালেব, শাজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তর : ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ করায় উক্ত বিবাহ হয়নি এবং ঐ স্ত্রীর সাথে পাঁচ মাস অবস্থান করা পুরোপুরি অবৈধ ছিল *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়াহ ২৯/৩৪৬; মুগনী ৮/১২৭)*। আলাহ বলেন, 'আর ইদ্দতকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার সংকল্প করো না' *(বাক্বারাহ ২/২৩৫, মুওয়াত্ত্বা, ইরওয়াউল গালীল হা/২১২৪)*। এক্ষণে অবৈধভাবে পাঁচ মাস অবস্থানের জন্য খালেছ নিয়তে তওবা করতে হবে। আর বর্তমানে তার সাথে সংসার করতে চাইলে নতুন বিবাহ ও নতুন মোহরের মাধ্যমে শারঈ বিধান মেনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে হবে। বিদ্বানদের অনেকেই এক্ষেত্রে নতুনভাবে ইদ্দত পালনকে যরূরী বললেও শাফেঈ বিদ্বানগণের মতে, বর্তমান স্বামীর সাথে অবস্থান করার জন্য আর নতুনভাবে ইদ্দত পালন করতে হবে না। কারণ ইদ্দতের উদ্দেশ্য মাতৃগর্ভ পবিত্র করা। আর যে স্বামীর সাথে বর্তমানে বিবাহে ইচ্ছুক তার নিকটেই সে এতদিন অবস্থান করছিল *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়া ২৯/৩৩৯; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৮/১২৫)*।

প্রশ্ন (১৯/২৯৯) : দুধ মা কি জন্মদাতা মায়ের মত দুধ সন্তানের প্রতি একই অধিকার রাখে?

-নুছরাত, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তর : দুধ পান করানোর কারণে দুধ মা মাহরাম সাব্যস্ত হন এবং আত্মীয়তার হক লাভের অধিকারী হন। তবে এর দ্বারা তিনি প্রকৃত মায়ের মত অধিকার অর্জন করেন না এবং প্রকৃত মায়ের মত দুধ মায়ের প্রতি খরচ করা বা খেদমত করাও আবশ্যিক নয়; বরং মুস্তাহাব।

প্রশ্ন (২০/৩০০) : আমি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে চাকুরীরত। আমি কয়েকবার স্ত্রীকে তিন তালাক দেই। ১ম বার তাকে হায়েয অবস্থায় একসাথে তিন তালাক দেই এবং পরে আবার তওবা করে সংসার করি। ২য় বার ১ তালাক দেই এবং সাথে সাথেই ক্ষমা চেয়ে সংসার করতে থাকি। ৩য় বার পুনরায় তালাক দিয়ে আবার ক্ষমা চাই। ৪র্থ বার প্রচণ্ড রাগারাগি করে হিতাহিত জ্ঞানশুন্য হয়ে ৩ তালাক দেই। এরপর থেকে আমরা আলাদা আছি। উল্লেখ্য, আমার রাগ খুবই বেশী, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। আর আমাদের সন্তান আছে। স্ত্রী চাকুরী ছাড়তে রাযী না হওয়ায় আমি প্রায়ই ক্ষুব্ধ হই। এক্ষণে আমরা পুনরায় সংসার করতে চাই। আমাদের করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : বর্ণনামতে ১ম তালাকটি হায়েয অবস্থায় দেওয়া হয়েছে। যা কার্যকর হবে না *(বুখারী হা/৫২৫১, ৫৩৩২, মিশকাত হা/৩২৭৫)*। ২য় এবং ৩য় তালাকটি নিশ্চিতভাবে ১টি করে তালাক হয়েছে। আর ৪র্থ তালাকের ক্ষেত্রে যদি এমন ক্রোধান্ধ অবস্থায় থাকে যে, সম্পূর্ণভাবে হিতাহিত জ্ঞানশুন্য ছিল, তবে তা তালাক হিসাবে গণ্য হবে না *(আবুদাঊদ হা/২১৯৩; মিশকাত হা/৩২৮৫; ছহীহুল জামে' হা/৭৫২৫)*। ইমাম আবুদাঊদ (রহঃ) বলেন, 'ইগলাক্ব' গালাক্ব ধাতু হ'তে উৎপন্ন। যার অর্থ বন্ধ হওয়া। ক্রোধান্ধ, পাগল ও যবরদস্তির অবস্থায় মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি লোপ পায়। তাই এ অবস্থাকে 'ইগলাক্ব' বলা হয় *(ঐ, হাশিয়া ২/৪১৩ পৃঃ)*।

অতএব প্রদত্ত তালাকের মধ্যে মোট ২টি তালাক নিশ্চিতভাবে হয়েছে। এক্ষণে ৪র্থ তালাকটি যদি ইগলাক্ব বা ক্রোধান্ধ অবস্থায় দিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে চাইলে তওবা করে নতুনভাবে বিবাহের মাধ্যমে সংসার করতে পারবে। তবে এরপর পুনরায় তালাক দিলে তালাকে বায়েন তথা চূড়ান্ত তালাক হয়ে যাবে। তখন আর স্ত্রীকে ফেরৎ নেয়ার সুযোগ থাকবে না। উল্লেখ্য যে, শরী'আতে তালাক নিয়ে কোন প্রকার স্বেচ্ছাচারিতা গ্রহণযোগ্য নয় *(আবুদাঊদ হা/২১৯৪)*। অতএব ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখতে হবে *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'তালাক ও তাহলীল' বই)*।

প্রশ্ন (২১/৩০১) : পিতার অবর্তমানে আমার অমতে বড় ভাই আমাকে বিবাহ দেন। বিবাহে আমি কবুল বলিনি এবং কাবিননামায় স্বাক্ষর করিনি। এরপর সংসার হয়, সন্তান হয়। একসময় আমরা আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। কিন্তু স্বামী তালাক দিতে রাযী নন। আর আমার পরিবার ডিভোর্সের ব্যাপারে রাযী নয়। পরে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী খোলা তালাকের চিঠি দেই। তারপর বড় ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া নিজে ব্যক্তিগতভাবে অন্যজনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। পরে জানতে পারি অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ জায়েয নয়। বর্তমানে আলাদা আছি। অভিভাবকের সম্মতি আদায়ের চেষ্টা চলছে। কিন্তু তাদের কথা পূর্বের স্বামীর কাছে ফিরে না গেলে তারা কোন সম্পর্ক রাখবে না। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা।

উত্তর : বিয়েতে মেয়ে রাযী না থাকায় এবং কাবিননামায় স্বাক্ষর না করায় আদতে বিয়েই হয়নি। এই অবস্থায় মেয়ের উচিৎ হয়নি স্বামীর ঘর করা। এজন্য মেয়েও দায়ী হবে। তাকে অবশ্যই অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র নিকট তওবা করতে হবে। এক্ষণে এটি 'শিবহে নিকাহ' হয়েছে। উক্ত নিকাহ বা বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়ার অধিকার মেয়ের আছে। যেটা সে 'খোলা'র মাধ্যমে দিয়েছে এবং তা কার্যকর হয়েছে *(আবুদাঊদ হা/২০৯৬; আহমাদ হা/২৪৬৯)*।

প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী পরের স্বামীর সাথে বসবাস করার জন্য বর্তমান অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে মোহর ধার্য্য করা সহ নতুনভাবে বিবাহ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'যখন তোমরা স্ত্রীদের (রাজ'ঈ) তালাক দাও। অতঃপর তাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়, তখন স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের বিয়ে করতে চাইলে তোমরা তাদের বাধা দিয়ো না যদি তারা উভয়ে ন্যায়ানুগভাবে পরস্পরে সম্মত হয়' *(বাক্বারাহ ২/২৩২)*। অতএব নতুন বিবাহে বড় ভাইয়ের অনুমতি দেওয়া উচিৎ হবে। কিন্তু যদি তিনি রাযী না হন, তবে পরবর্তী অভিভাবক তথা চাচা, দাদা বা অন্য কোন ভাইয়ের অনুমতিক্রমে নতুন বিবাহ করে নিবে।

প্রশ্ন (২২/৩০২) : আমি একজন বৃদ্ধ। আমার বড় ছেলে আমার কোন খরচ বহন করে না। বরং খুবই খারাপ ব্যবহার করে। আমার যাবতীয় খরচ ছোট ছেলে বহন করে। এক্ষণে আমি আমার সম্পদ থেকে ছোট ছেলেকে কিছু বেশী দিতে পারব কি?

-আলী আলম, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : কোন সন্তানকে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের খরচ হিসাবে কোন সম্পত্তি ব্যবহারের জন্য দিতে পারে। তবে মৃত্যুর পর সম্পদ মীরাছ অনুযায়ীই বণ্টিত হবে। যেমন আবুবকর (রাঃ) প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে আয়েশা (রাঃ)-কে জীবদ্দশায় কিছু সম্পদ অতিরিক্ত দিয়ে উপকৃত হ'তে বলেছিলেন *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/২৯৩৯,৪০; ইরওয়া হা/১৬১৯, সনদ ছহীহ; মুগনী ৬/৫২; বাহুতী, কাশশাফুল কেনা' ৪/৩১১; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/৫৩)*। স্মর্তব্য যে, এটি যেন বিনিময় বা পারিশ্রমিক হিসাবে প্রদান করা না হয়। কেননা পিতা-মাতার সেবা করা সন্তানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কোন সন্তান বেশী খেদমত করার পুরস্কার স্বরূপ স্থাবর সম্পত্তি বেশী দেয়া যাবে না। কারণ খেদমতের প্রতিদান সে আল্লাহ্র নিকট থেকে প্রাপ্ত হবে *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৯/৩১৩)*। তবে পিতা চাইলে উত্তরাধিকারীদের সম্মতিক্রমে কাউকে বেশী দিতে পারে।

প্রশ্ন (২৩/৩০৩) : বিবাহের সময় ২০ হাযার টাকা মোহর মুখে মুখে ঠিক হয়। কিন্তু সরকারী কাবিননামায় ২ লাখ টাকা লেখা হয়েছে, যেটা কেবল তালাকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এক্ষণে মোহর হিসাবে ২০ হাযার টাকা পরিশোধ করলেই যথেষ্ট হবে কি?

www.at-tahreek.com

-ইসমাঈল, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : মোহরের পরিমাণ ছেলের সামর্থ্য অনুযায়ী নির্ধারিত হবে এবং সেই মোহর পরিশোধ করা স্বামীর জন্য আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তাদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর এবং উত্তমভাবে তাদের মোহর প্রদান কর' *(নিসা ৪/২৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কম বা বেশী মোহরের বিনিময়ে কোন মহিলাকে বিবাহ করল, অথচ মোহর পরিশোধ করবে না বলে নিয়ত করল এবং এই প্রতারণা করা অবস্থায় মারা গেল তাহ'লে ক্বিয়ামতের দিন সে যেনাকারী হিসাবে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে' *(বাযযার, ছহীহুত তারগীব হা/১৮০৬ ও ১৮০৭)*।

এক্ষণে বিয়ের সময় উভয় পক্ষের স্বাক্ষীদের সম্মুখে মুখে মুখে বিশ হাযার টাকা মোহর নির্ধারণ করা থাকলে সেটাই পরিশোধ করবে। যদি কাবিননামায় তার বিপরীত লেখা থাকে এবং 'কেবল তালাকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে' বলে উল্লেখ থাকে, তবে সেটি অগ্রাহ্য। কারণ এটি স্রেফ প্রতারণা হবে। তালাকের জন্য পৃথকভাবে অতিরিক্ত টাকা মোহর হিসাবে নির্ধারণ করা শরী'আত সম্মত নয়।

প্রশ্ন (২৪/৩০৪) : আমি ভিপিএন ব্যবহার করে অন্য দেশের হয়ে জি-মেইল একাউন্ট তৈরি করি এবং প্রতি একাউন্ট ৭/৮ টাকা করে বিক্রি করি। কাজটি শরী'আত সম্মত কি?

-সাঈদুল ইসলাম, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উত্তর: আপাতঃদৃষ্টিতে উক্ত কর্ম দোষনীয় নয়। কেননা জনস্বার্থবিরোধী এবং পাপের কাজে ব্যবহৃত না হ'লে প্রয়োজনে ভিপিএনের সাহায্য নিতে বাধা নেই। আর সাধারণভাবে যে কোন বৈধ কর্মের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করা জায়েয, যদি না তাতে কোন অস্পষ্টতা, ধোঁকা, প্রতারণা বা মিথ্যার আশ্রয় না থাকে।

প্রশ্ন (২৫/৩০৫) : অনেক আলেম বলেন, স্ত্রীর চিকিৎসা খরচ বহন করা স্বামীর দায়িত্ব নয় এবং একাধিক স্ত্রী থাকলে কেবলমাত্র ভরণপোষণ ও রাত্রিযাপনের ক্ষেত্রে ইনছাফ করতে হবে। অন্য ক্ষেত্রে নয়। যেমন কারো কাছে দিনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করা, কাউকে বেশী বেশী ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া এসব ক্ষেত্রে ইনছাফ করার প্রয়োজন নেই। উক্ত বক্তব্য সঠিক কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, চট্টগ্রাম।

উত্তর : স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও সকল খরচ বহন করার দায়িত্ব স্বামীর। আল্লাহ বলেন, 'আর জন্মদাতা পিতার দায়িত্ব হ'ল ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রসূতি মায়েদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা' *(বাক্বারাহ ২/২৩৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আর তোমাদের উপর তাদের ন্যায়সঙ্গত ভরণ-পোষণের ও পোশাক-পরিচ্ছদের অধিকার রয়েছে' *(মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫)*।

আর স্ত্রীদের মাঝে সমতা স্থাপনের বিষয়টি মৌলিক চাহিদার ভিত্তিতে করতে হবে। খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থান সকল স্ত্রীর জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া রাতে অবস্থান করার ক্ষেত্রে সমান হ'তে হবে এবং ভ্রমণে যাওয়ার ক্ষেত্রে লটারী করবে। যার নাম আসবে তাকে সাথে নিয়ে সফর করবে। উল্লেখ্য যে, সাধারণভাবে সকল ক্ষেত্রে সমতা করা ওয়াজিব বলে অধিকাংশ বিদ্বান অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে সমঝোতার ভিত্তিতে কম-বেশীতে দোষ নেই। আর সকল স্ত্রীর মৌলিক চাহিদা মিটানোর পরে কাউকে কিছু বেশী দিলে তা অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে না। যেমন খাদ্য বা পোষাকের মূল্যে কমবেশী হওয়া ইত্যাদি *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/২৭০; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/২৩২; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১০/২৫২; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৩৩/১৮৬)*।

প্রশ্ন (২৬/৩০৬) : সন্তান জন্মের কয়েকদিন পূর্ব থেকে যে বিভিন্ন প্রকার তরল পদার্থ বের হয় সেগুলো কি নিফাসের অন্তর্ভুক্ত হবে? এতে ওযূ ভঙ্গ হবে কি?

-খাদীজা বেগম, বেড়া, পাবনা।

উত্তর : যদি সন্তান জন্মের দুই বা তিনদিন পূর্বে ব্যাথাসহ কোন রক্ত বের হয় তাহ'লে তা নিফাস হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি কেবল তরল পানি বের হয় তাহ'লে তা কিছুই না। তাতে ছালাত বা ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না। তবে তাতে ওযূ ভেঙ্গে যাবে *(কাশশাফুল কেনা' ১/২১৯; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৭/০২)*।

প্রশ্ন (২৭/৩০৭) : রামাযান মাসে যাকাত আদায় করার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি? অথবা একমাস বিলম্ব করে রামাযানে যাকাত আদায় করলে যাকাত আদায় হবে কি?

-আব্দুল ক্বাদের, কাকনহাট, রাজশাহী।

উত্তর : রামাযান মাসে যাকাত আদায়ের বিশেষ কোন ফযীলত বর্ণিত হয়নি। যাকাত যখন ফরয হবে তখনই আদায় করা ওয়াজিব। বরং আব্বাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই যাকাত আদায়ের অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দেন *(তিরমিযী হা/৬৭৮)*। তবে রামাযানের কাছাকাছি সময়ে যাকাত ফরয হ'লে ফযীলতের দিকে লক্ষ্য রেখে রামাযান মাসে আদায় করা যেতে পারে *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, মাসআলা-৩৮৮, পৃঃ ৪৪৪; নববী, আল-মাজমূ' ৫/৩০৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৯/৩৯৮)*। অন্যদিকে জনকল্যাণে রামাযানে ফরয হওয়া যাকাতকে এমন সময় পর্যন্ত বিলম্ব করা যায় যে মাসে অভাবীরা বেশী প্রয়োজন বোধ করে *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/১৮৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৯/৩৯২)*।

প্রশ্ন (২৮/৩০৮) : ওযূ করে ছালাত আদায়ের পর কাপড় ভেজা বা সেখানে আঠালো পদার্থ দেখতে পেলে ওযূ করে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে কি?

-আশিকুর রহমান, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতের পর স্পষ্ট পেশাব বা আঠালো পদার্থের কারণে কাপড় ভেজা অনুভব করলে লজ্জাস্থান পরিষ্কার করে ওযূ করে পুনরায় ছালাত আদায় করবে। সাথে সাথে পেশাবে

ভেজা স্থান ধুয়ে ফেলবে এবং মযী দ্বারা ভেজা স্থানে পানি ছিটিয়ে দিবে। কারণ পেশাব বের হওয়া বা মযী নির্গত হওয়া ওযূ ভঙ্গের অন্যতম কারণ *(আবুদাঊদ হা/২১০-১১; মুগনী ১/১৪৯)*।

প্রশ্ন (২৯/৩০৯) : সন্তান যদি মায়ের সাথে মন্দ ব্যবহার করে তবে উক্ত মায়ের করণীয় কি?

-ওবায়দুল্লাহ, পাটুল, নাটোর।

উত্তর : এমতাবস্থায় মায়ের কর্তব্য হ'ল, সন্তানের হেদায়াতের জন্য বেশী বেশী উপদেশ দেওয়া, তাকে সম্ভবপর সঙ্গ দেওয়া, তার জন্য অধিকহারে দো'আ করা, তার জন্য সৎসঙ্গীর ব্যবস্থা করে দেওয়া, কোন বিজ্ঞজন বা সন্তানের কোন শিক্ষক বা সৎ বন্ধুর মাধ্যমে সন্তানকে উপদেশ দেওয়া ইত্যাদি। এসবে কাজ না হ'লে নিজে মৃদু প্রহার করা বা অভিভাবকতুল্য কারো মাধ্যমে তাকে শাসন করা। এরপরেও পরিবর্তন না হ'লে সার্বিক নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনে প্রশাসনের সহযোগিতা নিতে পারে, যেন সে নিজেকে সংশোধন করতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য যে, পিতা-মাতার উচিৎ সন্তানকে যথাযথভাবে গড়ে তোলা, যাতে সে পিতা-মাতার দেখানো পথে আদর্শবান হিসাবে গড়ে উঠতে পারে।

প্রশ্ন (৩০/৩১০) : যেকোন দো'আর শুরুতে হাম্দ ও দরূদ পাঠ করার ব্যাপারে তিরমিযী হা/৩৪৭৬-এ নির্দেশনা এসেছে। এক্ষণে কিভাবে এটা পড়তে হবে?

-মিনহাজ পারভেয, হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর: দো'আ ছালাতের ভিতর হ'লে তাশাহহুদই আল্লাহর প্রশংসা ও দরূদের জন্য যথেষ্ট হবে। আর ছালাতের বাইরে হ'লে প্রথমে *'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'* বলবে ও রাসূলের প্রতি দরূদের জন্য *'আল্লাহুম্মা ছাল্লি'আলা ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদ'* বলে দো'আ করবে বা অনুরূপ বাক্য ব্যবহার করতে পারে *(ইবনু রজব, ফাৎহুল বারী ৭/৩৫১)*।

প্রশ্ন (৩১/৩১১) : বিবাহ সম্পাদনের সময় পবিত্র অবস্থায় থাকার কোন শর্ত আছে কি?

-ছাক্বিব আল-হাসান, ধুনট, বগুড়া।

উত্তর : বিবাহের আক্বদ সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে পবিত্র থাকা বা হায়েয থেকে পবিত্র থাকা শর্ত নয়। বরং ওলী, সাক্ষী ও ঈজাব-কবুল হওয়া শর্ত *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ দারব, অডিও টেপ নং ১৪৯)*। তবে হায়েয থেকে পবিত্র থাকা উত্তম। কেননা এমতাবস্থায় মিলন জায়েয নয়।

প্রশ্ন (৩২/৩১২) : কিছু মানুষ আমাদের জমি অবৈধভাবে দখল করে আছে। তারা কোন বিচার মানে না। থানায় কেস করলে পুলিশকে টাকা দিয়ে তাদের পক্ষে রায় নেয়। তাদের কারণে আমরা আর্থিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। এভাবে যুলুমের শিকার হ'লে এবং প্রশাসনিক কোন প্রতিকার না পেলে একজন মুমিনের করণীয় কি?

-মারূফ বিল্লাহ, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : সম্পদ রক্ষার জন্য সমাজে প্রচলিত আইন মেনে যাবতীয় বৈধ পন্থা অবলম্বন করবে। প্রয়োজনে কোর্টে মামলা করতে হবে। কোনভাবেই প্রতিকার না পেলে ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে। আল্লাহ চাইলে আরো বহু উপার্জনের পথ উন্মুক্ত করে দিতে পারেন। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন' *(তালাক ৬৫/২)*। আবার এই ত্যাগের বিনিময়ে পরকালীন পুরস্কারও অর্জিত হ'তে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যদি কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি তার সম্মান বা অন্য কিছুতে কোন যুলুম ও অন্যায় করে থাকে, তাহ'লে সেদিন আসার পূর্বেই সে যেন আজই তার নিকট হ'তে (ক্ষমা চাওয়া অথবা প্রতিশোধ দেওয়ার মাধ্যমে) নিজেকে মুক্ত করে নেয়; যেদিন (ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য) না দীনার থাকবে, না দিরহাম। (সেদিন) যালেমের নেক আমল থাকলে তার যুলুম অনুপাতে নেকী তার নিকট থেকে কেটে নিয়ে (মযলুমকে দেওয়া) হবে। পক্ষান্তরে যদি তার নেকী না থাকে (অথবা নিঃশেষ হয়ে যায়) তাহ'লে তার (মযলুম) বিবাদীর গোনাহ নিয়ে তার ঘাড়ে চাপানো হবে *(মুসলিম হা/২৫৮১; বুখারী হা/৬৫৩৪; মিশকাত হা/৫১২৭)*। তিনি আরো বলেন, 'যে কেউ অন্যায়ভাবে এক বিঘত জমি জবর দখল করবে, ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক যমীনের বেড়ী পরানো হবে' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২৯৩৮)*। অতএব কোনভাবেই জমি ফেরৎ পাওয়া না গেলে ধৈর্যধারণ করবে এবং পরকালীন ছওয়াবের প্রত্যাশা করবে।

প্রশ্ন (৩৩/৩১৩) : ব্যবসা করার জন্য কিছু লোককে টাকা দিয়েছি এই শর্তে যে, লাভ-লোকসান অর্ধেক অর্ধেক ভাগ হবে। কিন্তু তারা লোকসানের ভাগ দিলেও লাভের ভাগ দেয় না। এক্ষণে তাদের সাথে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ লভ্যাংশ দেওয়ার ব্যাপারে চুক্তি করা যাবে কি?

-তরীকুযযামান, গোলমুণ্ডা, নীলফামারী।

উত্তর : এভাবে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ গ্রহণ করা সূদের অন্তর্ভুক্ত, যা হারাম। বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসা করাকে মুশারাকা বলে। অর্থাৎ শরীকানা ব্যবসা। এতে লাভ-ক্ষতি বিনিয়োগের পরিমাণের ভিত্তিতে হবে *(মুগনী ৫/২৭-২৮)*। অতএব এভাবে চুক্তি করা যাবে না। তারা লভ্যাংশ না দিলে প্রয়োজনে অন্যত্র বিনিয়োগ করবে।

প্রশ্ন (৩৪/৩১৪) : নারীদের মসজিদে ছালাত আদায়ের চেয়ে নিজ গৃহে ছালাত আদায়ে ছওয়াব বেশী কি?

-আব্দুল ক্বাদের, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : নারীদের জন্য মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা জায়েয। তবে তাদের বাড়িতে ছালাত আদায় করাই উত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তোমাদের মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তাদের জন্য তাদের ঘরই উত্তম *(আবুদাঊদ হা/৫৬৭; মিশকাত হা/১০৬২; ছহীহুত তারগীব হা/৩৪৩)*। রাসূল (ছাঃ)

বলেন, 'কোন নারী যদি নিজ গৃহের অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জন স্থানে ছালাত আদায় করে, তাহ'লে সেই ছালাতের চেয়ে এমন কোন স্থানের ছালাত পাওয়া যাবে না যা আল্লাহ্র নিকট বেশী পসন্দনীয় হবে' *(ত্বাবারাণী কাবীর, ছহীহুত তারগীব হা/৩৪৭)*। এ সংক্রান্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় শায়খ বিন বায বলেন, 'নারীরা বাড়িতে ছালাত আদায় করলে মসজিদে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায়ের সমপরিমাণ বা তার থেকে অধিক ছওয়াব পাবে। এমনকি মসজিদে হারামে ছালাত আদায় অপেক্ষা নারীদের জন্য বাড়িতে ছালাত আদায় উত্তম *(ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩১৫) : সূরা মায়েদায় নবী করীম (ছাঃ)-কে নূর বলা হয়েছে। তাহ'লে তিনি কি নূরের তৈরী ছিলেন?

-মুজীবুর রহমান
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : অত্র আয়াতে নূর অর্থ কুরআন অথবা ইসলাম বা আল্লাহ্র হেদায়াতের নূর, আলো, সঠিক পথ *(তাফসীর ইবনে কাছীর, ফাৎহুল ক্বাদীর ২/২৩ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। আলোচ্য আয়াতে 'নূর' শব্দ দ্বারা নবী করীম (ছাঃ)-কে নূরের তৈরী বলা হয়েছে এমন তাফসীর কোন মুফাসসির করেননি। বরং আল্লাহ বলেন, হে নবী তুমি বল যে, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ *(কাহফ ১৮/১১০)*। আর মানুষ হ'ল- মাটির তৈরী *(আ'রাফ ১২; ছোয়াদ ৭৬ ও অন্যান্য)*। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে তাঁকে 'উজ্জ্বল প্রদীপ' বলা হয়েছে *(আহযাব ৪৬)*। তাই বলে তিনি নূরের তৈরী নন।

প্রশ্ন (৩৬/৩১৬) : গর্ভবতী হওয়ার পর সন্তান নষ্ট হওয়ার ভয়ে অনেক মহিলা কোমরে জালের কাঠি বাঁধে। এছাড়াও অন্যান্য কবিরাজী পদ্ধতি অবলম্বন করে। এগুলো শরী'আত সম্মত কী?

-হাবীবা খাতুন, রংপুর।

উত্তর : এগুলো সামাজিক কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত। নবী করীম (ছাঃ) শিরকী কথার মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করা, মাদুলী ঝুলানো এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালবাসা তৈরীর জন্য কোন মাধ্যম অবলম্বন করা শিরক বলেছেন *(ইবনু মাজাহ হা/৩৫৩০; আবুদাঊদ হা/৩৮৮৩)*। তবে চিকিৎসা হিসাবে ঝাড়ফুঁক বা পানিপড়া ইত্যাদির শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে, যদি তাতে শিরকী কালেমা না থাকে *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৪৫২৭, ২৮)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩১৭) : আমি এবং আমার (ইতিপূর্বে ডিভোর্সী) স্ত্রী পরিবারকে না জানিয়ে বিবাহ করেছিলাম। বর্তমান উভয় পরিবারই বিবাহের ব্যাপারে জানে এবং খুশীমনে মেনেও নিয়েছে। এক্ষণে আমাদের সম্পর্ক কি বৈধ? যদি অবৈধ হয় তবে নতুনভাবে বিবাহ করতে হবে কি? সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি, কালেমা, দেনমোহর (ইতিপূর্বে পরিশোধ করা হয়নি) নতুনভাবে ঠিক করতে হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) ওলী ছাড়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে বাতিল বলে গণ্য করেছেন *(আবুদাঊদ হা/২০৮৩; মিশকাত হা/৩১৩১; ছহীহুল জামে হা/২৭০৯)*। এক্ষণে ওলীর সম্মতিতে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে পুনরায় বিবাহের ঈজাব-কবুল করাতে হবে এবং মোহর প্রদান করতে হবে *(মুগনী ৯/৩৪৬; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৪১/২৪৮)*। আর এক্ষেত্রে নতুনভাবে কাবিননামা রেজিস্ট্রি করার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন (৩৮/৩১৮) : রাসূল (ছাঃ) কি কোন ছাহাবীকে শা'বান মাসের ছুটে যাওয়া ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে বলেছিলেন?

-আমীরুল ইসলাম, গাযীপুর, ঢাকা।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন ছাহাবীকে শা'বান মাসের ছুটে যাওয়া ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে বলেননি। বরং প্রশ্নকারী ব্যক্তির প্রতি মাসের শেষে ছিয়াম পালন করার অভ্যাস ছিল। অথবা এটি তার মানতের ছিয়াম ছিল। যেটি রাসূল (ছাঃ) তাকে সেটি পরে আদায় করার নির্দেশ দেন। কেননা আল্লাহ্র নিকট ঐ আমলই সর্বাধিক প্রিয়, যা নিয়মিত করা হয়। তিনি ঐ ব্যক্তিকে বলেন, রামাযানের ছিয়াম যখন শেষ করবে, তখন ঈদের পরবর্তী সময়ে শা'বানের শেষ তারিখের বদলা স্বরূপ দুই দিন ছিয়াম পালন করবে *(নববী, শরহ মুসলিম ৮/৫৩; মির'আতুল মাফাতীহ ৭/৪১; মিরক্বাত ৪/১৪১০)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩১৯) : দুই সিজদার মাঝে রাফউল ইয়াদায়েন করার ব্যাপারে শারঈ কোন নির্দেশনা আছে কি? শায়খ আলবানী কি এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন?

-রহমতুল্লাহ, খানসামা, দিনাজপুর।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিজদা থেকে উঠে রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন না' মর্মে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী হা/৭৩৮; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৬৯৪)*। আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বসা অবস্থায় কখনো হস্ত উত্তোলন করতেন না' *(আবুদাঊদ হা/৭৪৪, তিরমিযী হা/৩৪২৩)*।

শায়খ আলবানী সিজদায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কখনো কখনো রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন বলে যে হাদীছ উল্লেখ করেছেন *(নাসাঈ হা/১০৮৫; আবুদাঊদ হা/ ৭২৩; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন্নবী ১২১ পৃঃ)* তার অর্থ রুকূর ন্যায় রাফ'উল ইয়াদায়েন নয়। বরং সাধারণভাবে সিজদা থেকে হাত উঠানো বুঝানো হয়েছে বলে অনুমিত হয় *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ২/২২৩)*।

প্রশ্ন (৪০/৩২০) : কবরস্থানে ফসলাদী আবাদ করা কি শরী'আতসম্মত?

-আব্দুল কাবীর, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : কবরস্থানের যে অংশে কবর রয়েছে সেখানে ফসলাদী আবাদ করা ও গাছ লাগানো ঠিক নয়। কারণ তা কবরের অবমাননার মধ্যে পড়ে যায় *(শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/৩৬১ 'জানাজা' অধ্যায়)*। তবে যে স্থানে কবর হয়নি বা বহু পুরাতন হওয়ায় যদি কোন চিহ্ন না থাকে তবে এমন জায়গায় আবাদ করা যেতে পারে।

‘সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে’ *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। ‘সর্বোত্তম আমল হ’ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা’ *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : মে-জুন ২০২২ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ মে	২৯ রামাযান	১৮ বৈশাখ	রবিবার	০৪:০৩	০৫:২৪	১১:৫৫	০৩:২১	০৬:২৭	০৭:৪৭
০৩ মে	০১ শাওয়াল	২০ বৈশাখ	মঙ্গলবার	০৪:০২	০৫:২২	১১:৫৫	০৩:২১	০৬:২৮	০৭:৪৯
০৫ মে	০৩ শাওয়াল	২২ বৈশাখ	বৃহস্পতি	০৪:০০	০৫:২১	১১:৫৫	০৩:২০	০৬:২৯	০৭:৫০
০৭ মে	০৫ শাওয়াল	২৪ বৈশাখ	শনিবার	০৩:৫৮	০৫:২০	১১:৫৫	০৩:২০	০৬:৩০	০৭:৫১
০৯ মে	০৭ শাওয়াল	২৬ বৈশাখ	সোমবার	০৩:৫৭	০৫:১৯	১১:৫৫	০৩:১৯	০৬:৩১	০৭:৫৩
১১ মে	০৯ শাওয়াল	২৮ বৈশাখ	বুধবার	০৩:৫৫	০৫:১৭	১১:৫৫	০৩:১৯	০৬:৩২	০৭:৫৪
১৩ মে	১১ শাওয়াল	৩০ বৈশাখ	শুক্রবার	০৩:৫৪	০৫:১৬	১১:৫৫	০৩:১৮	০৬:৩৩	০৭:৫৬
১৫ মে	১৩ শাওয়াল	০১ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	০৩:৫২	০৫:১৫	১১:৫৫	০৩:১৮	০৬:৩৪	০৭:৫৭
১৭ মে	১৫ শাওয়াল	০৩ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	০৩:৫১	০৫:১৫	১১:৫৫	০৩:১৮	০৬:৩৫	০৭:৫৮
১৯ মে	১৭ শাওয়াল	০৫ জ্যৈষ্ঠ	বৃহস্পতি	০৩:৫০	০৫:১৪	১১:৫৫	০৩:১৭	০৬:৩৬	০৮:০০
২১ মে	১৯ শাওয়াল	০৭ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	০৩:৪৯	০৫:১৩	১১:৫৫	০৩:১৭	০৬:৩৭	০৮:০১
২৩ মে	২১ শাওয়াল	০৯ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	০৩:৪৮	০৫:১২	১১:৫৫	০৩:১৭	০৬:৩৮	০৮:০২
২৫ মে	২৩ শাওয়াল	১১ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার	০৩:৪৭	০৫:১২	১১:৫৫	০৩:১৭	০৬:৩৯	০৮:০৪
২৭ মে	২৫ শাওয়াল	১৩ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	০৩:৪৬	০৫:১১	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪০	০৮:০৫
২৯ মে	২৭ শাওয়াল	১৫ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	০৩:৪৫	০৫:১১	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪১	০৮:০৬
৩১ মে	২৯ শাওয়াল	১৭ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	০৩:৪৫	০৫:১১	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪২	০৮:০৭
০১ জুন	০১ যুলক্বা‘দাহ	১৮ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৬	০৩:১৬	০৬:৪২	০৮:০৮
০৩ জুন	০৩ যুলক্বা‘দাহ	২০ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৩	০৮:০৯
০৫ জুন	০৫ যুলক্বা‘দাহ	২২ জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	০৩:৪৪	০৫:১০	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৪	০৮:১০
০৭ জুন	০৭ যুলক্বা‘দাহ	২৪ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৫	০৮:১১
০৯ জুন	০৯ যুলক্বা‘দাহ	২৬ জ্যৈষ্ঠ	বৃহস্পতি	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৬	০৮:১২
১১ জুন	১১ যুলক্বা‘দাহ	২৮ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৬	০৮:১৩
১৩ জুন	১৩ যুলক্বা‘দাহ	৩০ জ্যৈষ্ঠ	সোমবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৭	০৮:১৪
১৫ জুন	১৫ যুলক্বা‘দাহ	০১ আষাঢ়	বুধবার	০৩:৪৩	০৫:১০	১১:৫৯	০৩:১৭	০৬:৪৭	০৮:১৫

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−১	−২	−১	−১	−১
গাযীপুর	০	০	০	০	০
শরীয়তপুর	+২	০	−১	−১	−১
নারায়ণগঞ্জ	+১	−১	−১	−১	−১
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৩	+৩	+৩
কিশোরগঞ্জ	−৩	−২	০	০	০
মানিকগঞ্জ	+২	+১	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	+১	−১	−১	−১	−১
রাজবাড়ী	+৪	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	+৩	+১	−১	০	−১
গোপালগঞ্জ	+৫	+২	০	+১	০
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	−১	+১	+৪	+৪	+৫
ময়মনসিংহ	−২	০	+২	+১	+২
জামালপুর	−১	+২	+৪	+৪	+৫
নেত্রকোণা	−৪	−২	+১	+১	+২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৭	+৫	+৩	+৪	+৩
সাতক্ষীরা	+৯	+৫	+৩	+৩	+২
মেহেরপুর	+৮	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৬	+৩	+২	+২	+২
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৫	+৪	+৩	+৩	+৩
খুলনা	+৬	+৩	+১	+২	+১
বাগেরহাট	+৬	+২	০	০	০
ঝিনাইদহ	+৬	+৫	+৪	+৪	+৪

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+৪	+১	−২	−১	−২
পটুয়াখালী	+৫	০	−৩	−২	−৩
পিরোজপুর	+৫	+১	−১	০	−১
বরিশাল	+৪	০	−২	−২	−৩
ভোলা	+২	−১	−৪	−৩	−৪
বরগুনা	+৬	+১	−৩	−২	−৩

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+২	+৩	+৪	+৪	+৫
পাবনা	+৫	+৪	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+২	+৪	+৭	+৬	+৭
রাজশাহী	+৬	+৭	+৯	+৮	+৯
নাটোর	+৫	+৫	+৭	+৭	+৭
জয়পুরহাট	+৩	+৫	+৯	+৮	+৯
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৯	+১১	+১০	+১১
নওগা	+৪	+৬	+৮	+৮	+৯

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+১	+৭	+১৩	+১২	+১৪
দিনাজপুর	+৩	+৭	+১১	+১০	+১২
লালমণিরহাট	−১	+৪	+৯	+৮	+১০
নীলফামারী	+১	+৬	+১১	+১০	+১২
গাইবান্ধা	০	+৩	+৭	+৬	+৮
ঠাকুরগাঁও	+২	+৮	+১৩	+১২	+১৪
রংপুর	০	+৪	+৯	+৮	+১০
কুড়িগ্রাম	−২	+৩	+৮	+৭	+৮

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−২	−৩	−৪	−৪	−৪
ফেনী	−১	−৪	−৬	−৫	−৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৩	−৩	−২	−৩	−২
রাঙ্গামাটি	−৪	−৭	−১০	−৯	−১০
নোয়াখালী	০	−৩	−৫	−৪	−৫
চাঁদপুর	+১	−১	−২	−২	−৩
লক্ষ্মীপুর	+১	−২	−৪	−৩	−৪
চট্টগ্রাম	−১	−৬	−৯	−৮	−৯
কক্সবাজার	০	−৭	−১২	−১০	−১২
খাগড়াছড়ি	−৪	−৭	−৮	−৮	−৮
বান্দরবান	−৩	−৮	−১১	−১০	−১১

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৮	−৬	−৩	−৪	−৩
মৌলভীবাযার	−৭	−৬	−৪	−৪	−৪
হবিগঞ্জ	−৫	−৪	−৩	−৩	−৩
সুনামগঞ্জ	−৭	−৪	−১	−২	−১

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর মুখপত্র

তাওহীদের ডাক

বাংলার যুবসমাজকে তাওহীদী চেতনায় উজ্জীবিত করার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে দ্বি-মাসিক ‘তাওহীদের ডাক’। মূল্যবান প্রবন্ধ ও সাহিত্যপুষ্ট উক্ত পত্রিকাটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা প্রেরণ করুন।

ঠিকানা : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩, ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com, ওয়েব সাইট : www.tawheederdak.com

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 25, Issue 8, May 2022

সদ্য প্রকাশিত বই ও দেওয়ালপত্র সমূহ

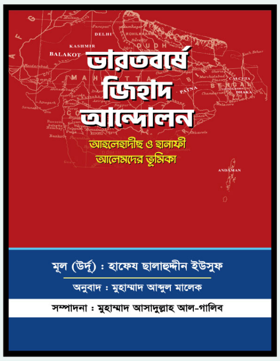

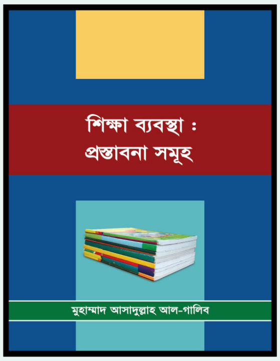

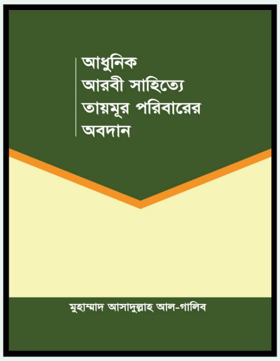

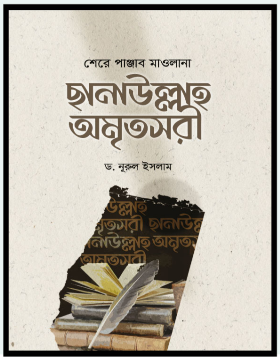

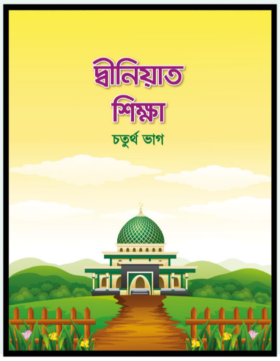

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০; ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় ও তাবলীগী ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয় প্রকল্পে সহযোগিতা করুন!

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে তাবলীগী ইজতেমা ময়দান এবং বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তাবিত 'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়'-এর বৃহত্তর ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র, শিক্ষক ও ইমাম প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

অতএব দানশীল ভাই-বোনদেরকে উক্ত বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়নে উদার হস্তে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ১ বিঘা, ১০ কাঠা, ৫ কাঠা বা ১ কাঠা জমির মূল্য অথবা সাধ্যমত দান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড : হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৭১৭ আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

বিকাশ ও নগদ নং : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, রকেট নং : ০১৭৯৭৯০০১২৩০।

সার্বিক যোগাযোগ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।